দেবী-সূক্ত

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

দেবী-সূক্ত

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

নারীই মানবের ধাত্রী, পাত্রী, নেত্রী, জনয়িত্রী ও প্রসবিত্রী। তাই, মানব-কল্যাণের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে গেলে সর্ব্বাগ্রে নারীকে তার সাত্বত গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করতে হবে। কারণ, জীবজগৎকে যেমন টিকে থাকতে হয় জীবধাত্রী ধরিত্রীর বুকে ভর ক'রে, মানব-সমাজকেও তেমনি তার অস্তিত্বের অক্ষুণ্ণতা ও উদ্বর্দ্ধনের জন্য একান্তভাবে নির্ভর করতে হয় মাতৃজাতির উপর। নারী শক্তি-স্বরূপিণী মহামায়ার প্রতিচ্ছায়া। তাই, ভারতের ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে নারী চিরদিন দেবীজ্ঞানে পূজিতা। সেই ঐতিহ্য-সঙ্গতি-সূত্র-বাহিতায় পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর তঁৎপ্রোক্ত নারীর শিক্ষা, দীক্ষা ও জীবনচর্য্যা-সম্পর্কিত এই গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'দেবী-সূক্ত'। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে যে ঋগ্বেদীয় দেবী-সূক্তের উল্লেখ আছে, বর্ত্তমান গ্রন্থের উপজীব্য কিন্তু সেই দেবী-সূক্ত নয়। তবে উভয়ের মধ্যে যে একটা তাৎপর্য্যগত মিল না আছে, তা'ও নয়। ঋগ্বেদীয় দেবী-সূক্তে মা জগদম্বা উদাত্তছন্দে আত্মস্বরূপ বর্ণনা করেছেন আর বর্ত্তমান গ্রন্থে তত্ত্বপুরুষ স্বয়ং মাতৃজাতির মহৎ ও গৌরবময় শাশ্বত দিব্যস্বরূপ বাস্তবতার পটভূমিকায় উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছেন আর সঙ্গে-সঙ্গে অগণিত স্বর্ণ-সঙ্কেত নির্দ্দেশ করেছেন, যার ভিতর-দিয়ে ঘরে-ঘরে নারী বৈশিষ্ট্যসম্মত সুকেন্দ্রিক সাধনায় সর্ব্বতোমুখী সাত্বত গুণাভরণভূষিতা হ'য়ে দেবীত্বে উপনীত হ'তে পারে, শুধু তাই নয়, দেব-প্রসবিনী হ'য়ে নিজেকে, পরিবার, পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ, জাতি ও জগৎকে ধন্য ক'রে তুলতে পারে।

দৈনন্দিন চলন-চর্য্যা, শিক্ষা, সেবা, শুশ্রূষা, সম্বর্দ্ধনা, নিষ্ঠা, সুকেন্দ্রিকতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, শ্রেয়মুখীনতা, বর-মনোনয়ন, বাগ্‌দান, বিবাহ, সতীত্ব, পাতিব্রত্য, অচ্যুত আদর্শপ্রাণতা, অসৎ-নিরোধী পরাক্রম, প্রেরণা ও আশা-ভরসা-দান, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, স্বাস্থ্য, সদাচার, খাদ্য, গাছগাছড়া, দ্রব্যসামগ্রী ও রন্ধন-পরিবেষণাদির জ্ঞান, গৃহসজ্জা, দেহসজ্জা, বাক্য, অভ্যাস, ব্যবহার, লোভ ও

প্রত্যাশাহীনতা, মৈত্রী-কৌশল, সংহতি-সন্দীপী প্রচেষ্টা, পরিবার-পরিবেশের ধারণ, পালন, পোষণ, দোষদৃষ্টি ও পরনিন্দা-পরিহার, সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে চলা, সপত্নীর সঙ্গে ব্যবহার, সুসন্তান লাভ, সন্তানের চরিত্র গঠন, স্বামীর রুষ্টতায় করণীয়, গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকা, আয়-ব্যয়, যা'-কিছুর সুচারু ব্যবস্থিতি ও শুভনিয়ন্ত্রণ, সংসারে সম্রাজ্ঞী হওয়া, মাতৃত্ব, প্রতিলোম বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও নারীর পুনর্ব্বিবাহের মারাত্মক পরিণতি, ধর্ষিতা, নষ্টা, স্খলিতা ও ব্যভিচারিণী নারীর পরিশুদ্ধি ইত্যাদি নারী-জীবনের অনেক কিছু জ্ঞাতব্য ও করণীয় এই পুস্তকে বিশেষ বিশ্লেষণ-সহকারে বিবৃত হয়েছে। সুষ্ঠু, সমীচীন চলনের সুফল এবং ব্যত্যয়ী চলনের বিপর্য্যয়ী প্রভাব এই উভয় দিকই কার্য্য-কারণ-সমন্বয়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে, যাতে নারী সেই জ্ঞানালোকের পরিপ্রেক্ষিতে অশুভকে পরিহার ক'রে শুভ-সম্বেগী হ'য়ে চলতে পারে। আদর্শ নারী-চরিত্রের যে অলোকসুন্দর বাস্তবসম্মত চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে, তার প্রতিরূপ যদি সমাজে ফুটে ওঠে, তাহ'লে দেখতে-দেখতে যে দেশ ও দুনিয়ার রূপ বদলে যাবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চাই এগুলির সুনিষ্ঠ অনুসরণ ও সঞ্চারণ।

নারীর সাত্বত জীবন হ'লো তপস্বিনীর জীবন, যোগিনীর জীবন, সন্ন্যাসিনীর জীবন, যে-জীবন ইষ্ট তথা সত্তা-প্রতীক স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ ও শ্রমসুখপ্রিয়তায় অটল, প্রত্যাশা-ও-স্বার্থশূন্যতায় সমুজ্জ্বল, স্বামী-সুখ-সুখিত্বের সাধনায় নিত্য-অতন্দ্র, তদনুগ আত্মবিনায়নে বজ্রকঠোর, স্বামীর নিন্দা, অপবাদ ও অকল্যাণ নিরোধে অমোঘ ও দুর্ব্বার। মনোরমা, মনোবৃত্ত্যনুসারিণী, হৃদয়োৎসবস্বরূপা, কল্যাণরূপিণী, আনন্দদায়িনী সহধর্ম্মিণীই সংসারের অভ্যুদয়-উৎস। নারী-পুরুষের শিষ্ট সম্মিলনেই সংসার মঙ্গলতীর্থে পরিণত হয়, সেই পুণ্য অঙ্গনেই আবির্ভাব হয় দ্যুতিদীপ্ত দেব-সন্তানের। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, আলোকে-আঁধারে শ্রেয়সম্বদ্ধ অচ্ছেদ্য, একায়িত, সংগ্রথিত যুগল সত্তা সমস্ত প্রলোভন ও বাধাকে পরাভূত ক'রে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সমন্বিত মৃত্যুঞ্জয়ী মহাজীবনের পথে অগ্রসর হয়—পরিবার-পরিবেশকেও তদ্ভাবভাবিত ক'রে। এই চলনেই নারী-পুরুষের মিলিত জীবনে আসে ভাব-সংশুদ্ধি, দেব-দীপ্ত দক্ষতা, পরাভক্তি ও পরমপ্রজ্ঞা—যা' কিনা মানব-জীবনের মহা-লব্ধব্য। সুশীলা নারীর সর্ব্ববৃত্তি সতে একায়িত, ন্যস্ত ও নিবেদিত হ'য়ে ওঠে। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্বই নারীর ভূষণ। আর, সৎসন্দীপ্ত, নিষ্ঠানন্দিত, কল্যাণী নারী-প্রকৃতির মধ্যেই আমরা দেখতে পাই কালবারিণী, দুরিতদলনী, বিঘ্নবিনাশিনী, ক্ষেমঙ্করী,

সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী, দারিদ্র্য-দুঃখভয়হারিণী, সর্ব্বমঙ্গলা, সত্তাসম্বর্দ্ধনী নারায়ণী মূর্ত্তি। তার স্পর্শে জয়, জীবন, যশ, জাগৃতি, শান্তি, প্রীতি, তৃপ্তি, শক্তি, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও দীপ্তির ঢল নামে সমাজ-সংসারের আনাচে-কানাচে। পরম মনোহর ভঙ্গীতেই শ্রীশ্রীঠাকুর এই একনিষ্ঠ শ্রেয়-অনুরাগের ভুবনবিজয়ী ভাস্বর স্বরূপ উদঘাটিত করেছেন, যাতে স্বতঃই লোভ জাগে সুকেন্দ্রিকতার অনুবর্ত্তনে।

আমরা সেই শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় আছি—যেদিন পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের এই অমৃত-অবদান জগতের ঘরে-ঘরে চারিয়ে যাবে, বিশ্বের নারীসমাজ যেদিন এই ছন্দানুবর্ত্তনে নিজেদের সুগঠিত ক'রে তুলতে ব্রতী হবে, আর সেদিন হয়তো দেখতে পাব, শাতনী বিকেন্দ্রিকতা ও প্রবৃত্তি-পরামৃষ্টতার দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ ক'রে সুকেন্দ্রিক জীবনতপের দীপান্বিতা উৎসব জেগে উঠেছে বিশ্ব-চরাচরে। সেই শুভলগ্নকে ত্বরান্বিত করাই আমাদের সাধনা। —বন্দে পুরুষোত্তমম্।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
২১শে পৌষ, সোমবার, ১৩৭০
ইং ৬।১।১৯৬৪

সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা

নারীজীবন-সম্পর্কিত শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীগ্রন্থ 'দেবী-সূক্তে'র সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হল। জাতি গঠনে এই গ্রন্থের বাণীগুলির মূল্যায়ণ ও অনুসরণ অনস্বীকার্য্য।

।। বন্দে পুরুষোত্তমম্।।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
শুভ তালনবমী, ১৪১৪

প্রকাশক

পুরুষ করে
পিতামাতার জীয়ন্ত বেদী
বা স্মৃতিবেদীর উপর
ইষ্ট-আরাধনা,
নারী করে স্বামীর জীয়ন্ত বেদী
বা স্মৃতিবেদী অবলম্বন ক'রে
ইষ্টপূজা—
তা'রই চারু অনুনয়নী
অর্ঘ্য-অঞ্জলি বহন করতে-করতে।
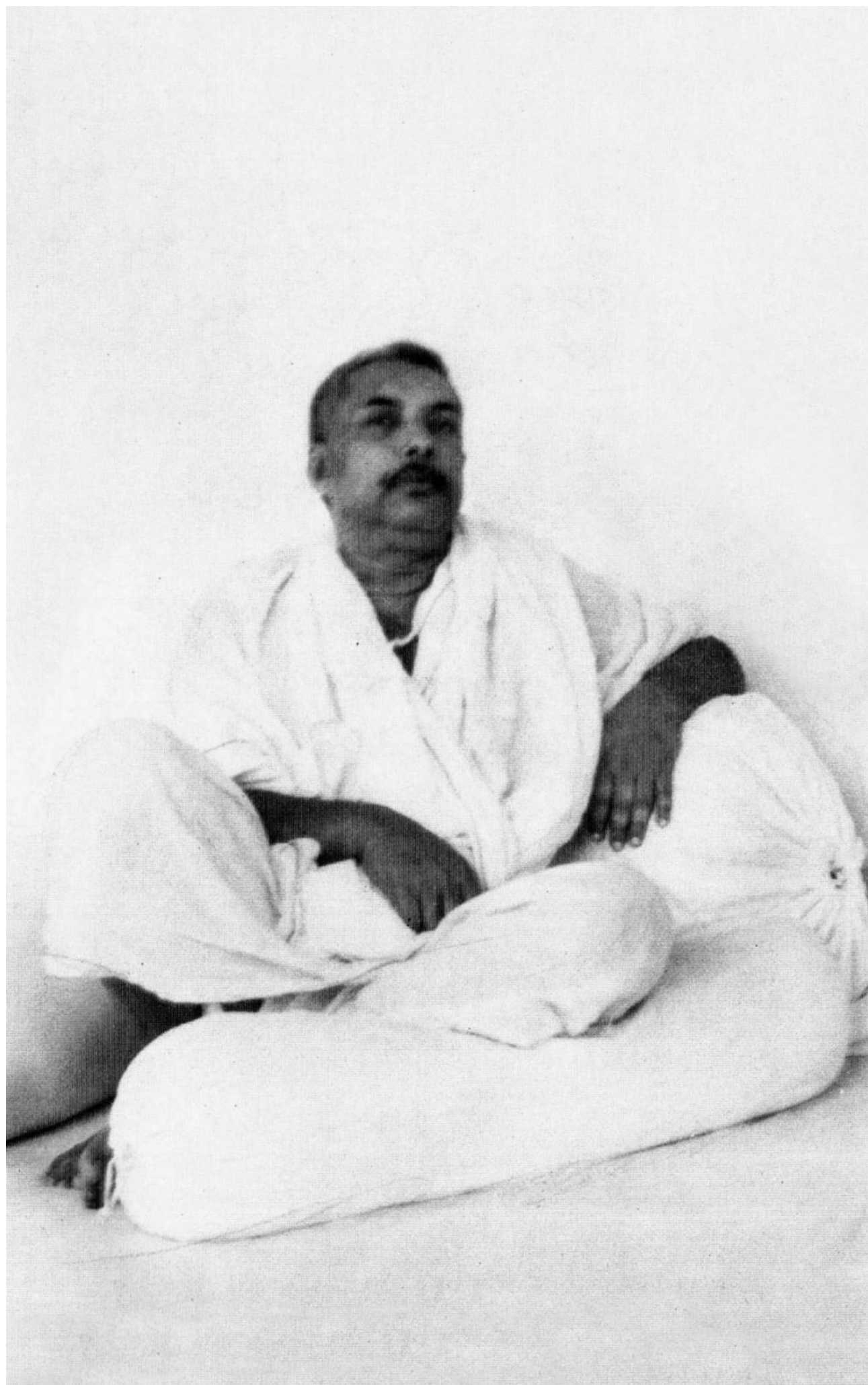
আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথাতে চিত্তেরই খোরাক যদি হয়-
করার বা আবরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উপলব্ধিতেই রয়ে যাবে-
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়-

তোমারই "আমি"

নারী

সতীত্বের মূল ভিত্তিই হ'চ্ছে
ইষ্টানুগ চর্য্যায় স্বামীর সম্বর্দ্ধনা,
সুসঙ্গত অনুসরণ—
মনোজ্ঞ অনুবর্ত্তিতা নিয়ে। ১।

নারীত্ব যেখানে সতীত্বে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে
ব্যক্তিত্বকে সুসঙ্গত ক'রে,—
নারীত্বের সার্থকতা সেইখানে। ২।

যে-স্ত্রী ইষ্টানুগভাবে
স্বামীর অনুবর্ত্তিনী নয়কো—
স্বৈরিণী-আচারসম্পন্না—
সে বিকেন্দ্রিক ব্যভিচারিণী গোষ্ঠীরই অন্তর্গত,
সংস্কৃতিতে অসমর্থনীয়া সে-ও। ৩।

সতী বা সাধ্বী স্ত্রী
যা'রা সত্তাকে
শুভ-বিনায়িত ক'রে তোলে—
পতি-আনুকূল্যে উদ্বুদ্ধ ক'রে,—
তা'রা কিন্তু সহজ সন্ন্যাসী। ৪।

ইষ্টার্থ-পরায়ণা,
স্বামিস্মৃতিবাহী কর্ম্মনিরতা,
সুসংযতা, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী,

যাঁ'রা
সাত্ত্বিক চলন-সমন্বিত বাক্য-ব্যবহার
ও সম্ভ্রমাত্মক সেবানুচর্য্যায় নিরতা,
পরিবার ও পরিবেশের
সুসম্বর্দ্ধনী-অনুচর্য্যা-পরায়ণা,
সন্ধিৎসু তাৎপর্য্য নিয়ে
শাস্ত্রানুধ্যায়ী অনুচলনে
লোককল্যাণে সুব্রতা—
এমনতর গৃহস্থ ব্রহ্মচারিণী যাঁ'রা
লোকপূজ্যা, লোকনিয়ন্ত্রী তাঁরা,
শুভ ও সাত্ত্বিক বরাভয়-অভিনিঃসৃত
পালন-প্রদীপ্তিতে
স্বতঃই
কল্যাণ সঞ্চার ক'রে থাকেন তাঁ'রা,
সৎসন্দীপী সম্ভ্রমাত্মক সশ্রদ্ধ কুশল অর্ঘ্যে
যা'রা তাঁ'দিগকে অভিনন্দিত করে—
তা'রাও তীর্থস্পর্শীই হ'য়ে থাকে। ৫।

স্ত্রীদের যৌন-সংশ্রব
শ্রেয় ও শ্রেষ্ঠে আনতিসম্পন্ন
শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত
সেবানুবর্ত্তী যদি না হয়—
সে কিন্তু ডাইনী-লিপ্সা ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৬।

শ্রেয়মুগ্ধা সন্নিষ্ঠা ছিন্নাও
সাধ্বী অর্থাৎ ভর্ত্তৃ-ব্রতা হ'তে পারে,
কিন্তু অশ্রেয়-অনুচর্য্যী
প্রতিলোম-সংশ্লিষ্টা রমণী
সমাজের কুৎসিত সংক্রাময়িত্রী—
অসৎ-তপা। ৭।

কোন ম্লেচ্ছা স্ত্রীও যদি আর্য্যীকৃতা হ'য়ে
পঞ্চবর্হিপালী কোন শ্রেয়-পুরুষের দ্বারা
বিবাহিতা হয়
এবং তদনুবর্ত্তনে তৎ-স্বার্থান্বিতা হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে চলে—
তা' শ্রেয়-মর্য্যাদাপ্রসূই হ'য়ে থাকে। ৮।

পুরুষের আপূরণী প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়াই
নারীকে সৃষ্টি করেছে,
তাই, পুরুষকে আপূরিত করাই
নারীর প্রকৃতি;
ঈশ্বর পুরুষের জন্য নারী সৃষ্টি করেছেন—
এ কথার তাৎপর্য্যই এই। ৯।

কাউকে যদি শ্রেয়ই ব'লে জান—
আর, স্ত্রীই যদি হ'তে চাও তা'র—
তবে তোমার অন্তরের কানায়-কানায়
স্তুতিই যদি অচ্যুত হ'য়ে
সেবা-সৌকর্য্যে সক্রিয় হ'য়ে
না উঠতে পারে তেমনতর—
তবে তা' বিড়ম্বনারই কিন্তু,
সাবধান থেকো,—
ভাব-আবেগী প্রহেলিকার কুহক থেকে। ১০।

কোন নারী বাগ্‌দান-পূর্ব্বক
কুলে-শীলে শ্রেয় কোন পুরুষের
অনুচর্য্যাপরায়ণা ও অনুবর্ত্তিনী হ'য়ে যদি চলে—
মনোবৃত্ত্যনুসারিণী চলনে,
আনুষ্ঠানিকভাবে যদি তা'দের বিবাহ
নিষ্পন্ন না-ও হয়,—

ঐ সচল বসবাস কিন্তু বিবাহধর্ম্মী,
পাতিব্রত্যও প্রাঞ্জল সেখানে। ১১।

মেয়েদের অবিহিত বাগ্‌দান বা বিবাহ
নিন্দনীয় ও অসিদ্ধ,
অশ্রেয় পরিণয়ে
নিজে তো অপকৃষ্ট হয়ই—
তা' ছাড়া,
ব্যতিক্রমী আচরণের ভিতর-দিয়ে
অপকৃষ্ট ও পরিধ্বংসকেই আবাহন করে,
তাই, তা' জাতিগত, সম্প্রদায়গত,
সমাজ ও রাষ্ট্রগত পাপ,
ফলে, জাতি
হীনত্ব-অভিযানে চলতে থাকে—
পাপ ও ব্যভিচারের প্রতিষ্ঠা করতে-করতে;
প্রীতি শ্রেয়কেই অর্ঘ্য দিয়ে থাকে—
অনুবর্ত্তন ও সেবা-সংরক্ষণে,
স্নেহ ছোটকেই পরিপালন করে—
লালনে, পালনে—
শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত সম্ভ্রম-উদ্দীপ্ত ক'রে;
তাই, শ্রেয়তেই আনত হও,
ছোটদিগকে
পরিপোষণে উন্নত ক'রে তোল,
আর, তা'ই তোমার বৈশিষ্ট্য। ১২।

স্বতঃ-প্রণোদনায়
কোন শ্রেয়কে যদি
বাগ্‌দান বা আত্মদান ক'রে থাক,
তবে যে-মুহূর্ত্তেই
ঐ বাগ্‌দান বা আত্মদানের সার্থকতার
আপূরণের দায়িত্ব থেকে নিবৃত্ত হ'লে,—

তখন থেকেই দাগাবাজ হ'য়ে উঠলে তুমি,
মস্তিষ্কলেখায় তোমার
মজুতই রইল তা',
প্রতিপদক্ষেপে জান্তব প্রেরণায়
আত্মপ্রতিষ্ঠার ডাইনী প্রতারণা
ব্যাহত, ব্যর্থ ও অপদস্থ ক'রে
চালাতে থাকবে তোমাকে,
অন্যের অহৈতুক সন্তাপ-সৃষ্টি
জীয়ন্ত-জৃম্ভণে তোমাকে
সন্তাপিত না ক'রেই ছাড়বে না,
পাপ-প্ররোচনা শান্তির ভাঁওতায়
শাস্তির উপঢৌকনে
তোমাকে অভ্যর্থনা করতে
কসুর করবে না। ১৩।

কোন কন্যা
বিবাহ্য কুল, শীল, বর্ণ ও বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
যদি কোন শ্রেয়-পুরুষকে বাগ্‌দান করে—
তা' নিজেই হো'ক
বা পিতামাতা
বা কোন গুরুজন অভিভাবককে দিয়েই হো'ক—
কোনপ্রকার প্ররোচনা-পরবশ না হ'য়ে,
তাহ'লে ঐ বাগ্‌দানের সঙ্গে-সঙ্গে
ঐ কন্যার প্রতি
সেই পুরুষের স্বামিত্ব অর্সে' থাকে
স্বাভাবিকভাবে;
তাই, শ্রেয়-পুরুষকে বাগ্‌দান ক'রেও
যা'রা অন্যকে বিবাহ করে—
তারাও ব্যভিচার-দুষ্ট হ'য়ে ওঠে;
কিন্তু কোন অশ্রেয় পুরুষে অমনতর বাগ্‌দান
প্রকৃতপক্ষে অসিদ্ধই হ'য়ে থাকে,

তা' প্রবৃত্তি-প্ররোচনা-সম্ভূত,
অবিধিসঙ্গত, সুজনন-বিপর্য্যয়ী—
কারণ, জৈবী সহজাত সংস্কার-সমাবেশ
পুংবীজেই অন্তর্নিহিত,
স্বামীর
সত্তাপোষণী সম্বেগের ব্যতিক্রমী হ'য়ে
ঐ বিবাহ
যৌন-জীবনকে নিকৃষ্ট ক'রে তোলে,
গণ ও সমাজ ক্ষোভিত হয় তদ্দ্বারা;
এমনতর পাত্রের সহিত যদি বিবাহও হয়
তাহ'লেও তা' অসিদ্ধ,
তাই, স্মৃতির উক্তিই হ'চ্ছে—
"দত্তামপি হরেৎ পূর্বাচ্ছ্রেয়াংশ্চেদ্বর আব্রজেৎ"। ১৪।

বহুচারিণী নারীও যদি
কোন শ্রেয়-পুরুষে অচ্যুত শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে
তৎস্বার্থিনী হওতঃ
তদনুচর্য্যা-পরায়ণতায়
মনোজ্ঞতপা আত্মনিয়ন্ত্রণশীলা হয়,—
তা'কে
লোকপূজ্যা সাধ্বী নারী বলা যেতে পারে,
কিন্তু সতী বলা যায় না। ১৫।

যে স্ত্রী অবৈধভাবে
একাধিক পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ ক'রে
সমাজে বারিত হয়,
সেই-ই বার-স্ত্রী,
বার-নারী
বা বার-বনিতা,
তা'র সন্তান-সন্ততি
অপসৃষ্টি-দুষ্ট হ'য়ে ওঠে। ১৬।

অচ্যুত-অনুরতা
অনুচর্য্যাপরায়ণা
শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুতা—
সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে
স্বামী-স্বার্থিনী স্ত্রী যে নয়,
তৎ-সহবাস বা উপগতি
অপলাপ বা অপগতিরই বিষাক্ত স্পর্শ। ১৭।

যে স্ত্রী
সর্ব্বতোভাবে স্বামিস্বার্থিনী হ'য়েও
শিষ্টা স্বামিস্বার্থিনী সপত্নীকে
আপ্তীকৃত ক'রে নিতে জানে না—
তা'র স্বামিপ্রীতি বা ভক্তিই সন্দেহের,
তা' প্রত্যাশাপীড়িতই প্রায়শঃ,
জীবনও তা'র রৌরবময় স্বতঃই,
নারীত্বে তা'র ধিক্। ১৮।

যে স্ত্রী
আত্মসুখলিপ্সায় পীড়িত না হ'য়ে
স্বামিস্বার্থী,
স্বামিসত্তায় অন্তরাসী,—
সে সতীন-দ্বেষিণী হ'তেই পারে না,
যদি সে-সতীন
স্বামিপোষিণী হ'য়ে
সহযোগী সম্ভ্রমে
তৎপরিচর্য্যায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে;
সেখানে এর ব্যতিক্রম তখনই হ'য়ে থাকে—
সতীন যদি স্বার্থসন্ধিক্ষু স্বামিদ্বেষিণী হ'য়ে
স্বামীর পোষণ-পরিচর্য্যায়
ব্যাঘাত নিয়ে আসে,—

কারণ, ঐ নারী বা স্ত্রী
সহজভাবেই ভেবে থাকে—
স্বামীই তা'র সত্তা,
আর, এই সত্তায় যে সংঘাত আনে
তা'র পক্ষে সে অসৎ,
এবং অসৎ-পরিহার সত্তারই স্বভাব। ১৯।

যা'তে বহন করতে পার—
সেই দীক্ষাতেই শিক্ষিতা হও,
শ্রেয়কে বহন করাই হ'চ্ছে বধূত্বের সার্থকতা,
আর, সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যায়
যদি তাঁ'কে বহন করতে না পার—
তবে বধূত্বের দাবী করতে যেও না,
বধূত্বকে কলঙ্কমণ্ডিত ক'রো না,
জয়কে যদি আমন্ত্রণ না করতে পার—
ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। ২০।

যে স্ত্রীগণ প্রতিলোম-সম্মিলন-উপাসিকা
তা'রা স্বতঃই অশ্রেয়চর্য্যী,
আর, ঐ চর্য্যা
অশ্রেয়কে অবলম্বন ক'রে
যতই কেন্দ্রায়িত
ও সুন্দর-সম্বেগসম্পন্ন হো'ক না কেন,
তা' ব্যভিচার-সঙ্কুল—
তা' পরিধ্বংসেরই আমন্ত্রক—
গণসম্বর্দ্ধন-বিধ্বংসী। ২১।

বিকৃত-ব্যভিচারদুষ্টা কন্যা
নিজের বিবাহিত পুরুষকে
অধ্যবসায়ে

যোগ্যতা, তুষ্টি ও বিনায়ক-ব্যবহারে
একমুখীনতার সহিত
সেবায়, পরিরক্ষণে,
পরিপোষণে, পরিপূরণে
সংবর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না
প্রায়শঃ,
কারণ, একমুখীনতা সেখানে বিকৃতচিত্ত
ও বোধি-সামঞ্জস্যহারা, অসার্থক। ২২।

ব্যভিচারদুষ্টা,
স্বামী-ও-শ্বশুরকুলদ্বেষী—
বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে—
এমনতর স্ত্রীদিগকে
শিক্ষা ও সংগঠনমূলক কোন কর্ম্মে
নিয়োজিত করতে যেও না—
যত বড় বিদুষীই হো'ক না তা'রা,
বিকেন্দ্রিক ব্যভিচারদুষ্ট আবহাওয়া তা'দের
সংহতিতে অপঘাত এনে
সংস্থা ও গণজীবনে
ব্যতিক্রম ও বিক্ষোভের
আমন্ত্রক হ'য়ে উঠবে—
সর্ব্বনাশা 'স্বাগতম্'-সম্বর্দ্ধনায়। ২৩।

যে স্ত্রী স্বামিস্বার্থী নয়,
স্বামীর শুশ্রূষু নয়কো,
তাঁ'র প্রসাদ-উদ্দীপী চিত্তবিনোদী নয়কো,
সেবানুচর্য্যা-বিমুখ,
দুর্ব্ব্যবহার-পরায়ণা,
সংস্রবছেদী বসবাস-প্রয়াসী—
সে স্বামীকে স্বতঃই

পোষণদায়িত্বহীন ক'রে তোলে
স্বাভাবিকভাবে,
স্বামী তা'তে
অন্তরাস-শিথিল হ'য়ে ওঠেন—
তাই, কোনপ্রকার পোষণ-দাবীই
তা'র থাকে না
স্বাভাবিকতায়। ২৪।

যে-সব স্ত্রীদিগের মন ও প্রবৃত্তি
বহু-পুরুষমুখী,
তা'রাই অপকৃষ্ট-প্রকৃতিসম্পন্ন
সন্তানের আমদানী করে,
কারণ, সুসঙ্গত সার্থক
বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
তা'দের মন ও প্রবৃত্তি
একানুধ্যায়ী শ্রেয়ানুচর্য্যী হ'য়ে ওঠে না,
ফলে,
সন্তানের মধ্যেও তা' সংক্রামিত হয়—
প্রভবশীলতায়;
আবার, এমনও দেখা যায়
সদ্বংশজাত অসচ্চরিত্র পুরুষের পতিব্রতা স্ত্রী
সুসন্তানেরই জননী হ'য়ে ওঠেন। ২৫।

সশ্রদ্ধ বোধি-আনতি নিয়ে
সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে
অনুরাগমুখর
স্মিত সেবাপ্রাণ শ্রমানুচর্য্যায়
পালন, পূরণ, পোষণে
শ্বশুর-শাশুড়ী, পরিবার-পরিজন-সহ
স্বামীর চিত্ত-বিনোদন ক'রে

শ্রেয়ানুগ পন্থায় নিজে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
স্বামীকে
যে ঐ শ্রেয়ানুগ উচ্ছল চলনে
শ্রমসুখী ক'রে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—
বৰ্দ্ধন ও বদান্যতায়,
সেই নারীই ধন্যা,
গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মী সে। ২৬।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে
সৎসন্দীপী শ্রেয়ার্থ-অনুপ্রেরণায়
নারী শ্রেয়-বরে বিবাহ-নিবদ্ধা হ'য়ে
সংহিতা হ'লেই
পিতামাতা হ'তে বিচ্ছিন্না হ'য়ে
ঐ বর বা স্বামীর অনুগমন করা বিধেয়,
আর, তাঁ'রই স্বার্থে স্বার্থান্বিতা হ'য়ে
উৎকর্ষী পরিচর্য্যায়
সংসারকে উন্নতিশীল ক'রে তোলায়
ঐ নারীর পিতামাতার
গৌরবপ্রতিষ্ঠা হ'য়ে থাকে,
আর, এর ব্যত্যয় যেখানে—
বিদ্রূপ বিষাক্ত বিজৃম্ভণে
তা'কে তো বিষাক্ত ক'রে তোলেই—
পরিস্থিতিতেও সংক্রামিত হয় তা'। ২৭।

যে স্ত্রী স্বামীর অমর্য্যাদায়
স্বসাত্ত্বিক স্বার্থ-প্রণোদনায়
বিক্রম-বীর্য্যী হ'য়ে
তদপনোদনে
দৃঢ়চিত্ত ও বদ্ধপরিকর না হ'য়ে ওঠে—
প্রকৃতিগত, বৈশিষ্ট্য নিয়ে

সুরাহায়—স্মিত মন্ত্রে,—
তা'র অলস স্বামিনিষ্ঠা
সন্তান-সন্ততিকে সুনিষ্ঠ,
ওজঃপ্রকৃতিসম্পন্ন
ক'রে তুলতে পারে না,
আর, এর শ্লথতা যেখানে যত—
ব্যতিক্রম, ব্যতীপাত ও বিকেন্দ্রিক,
ব্যভিচারের সম্ভাবনাও তেমনতরই
সে-চরিত্রে। ২৮।

মনোজ্ঞ বাক্ ও ব্যবহারে
স্বামীকে ইষ্টানুগ ব্যক্তিত্বে সমাহৃত ক'রে
ইষ্টার্থে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠাই
নারীদের গার্হস্থ্যতপের সার্থকতা,
আর, ঐ হ'চ্ছে সাধ্বীর ধর্ম্ম—
যে সুসঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
নারী ও পুরুষ উভয়েই
ধর্ম্মে, অর্থে, কামে, মোক্ষে
দীপ্ত ও তৃপ্ত হ'য়ে উঠে থাকে। ২৯।

বীতশ্রদ্ধ, স্বামিদ্বেষিণী, দ্রোহকারিণী,
দুর্ম্মুখ, অসংযত, অব্যবস্থচিত্ত,
দোষদৃষ্টি-পরায়ণা, সন্দেহ-সঙ্কুল,
নিন্দারতা, অকৃতজ্ঞ, অপভাষিণী,
অহিতকামী, স্বার্থগৃধ্নু,
শোষণ-প্রকৃতি-সম্পন্না,
কুৎসা-ও-কলঙ্কবাদিনী—
এমন স্ত্রীর সাহচর্য্য
পুরুষের পক্ষে সর্ব্বনাশা,
জীবন ও শৌর্য্য-বীর্য্যের অপলাপী;

এমনতর সংস্রব থেকে
নিজেকে সম্যক্‌ভাবে দূরে রাখাই শ্রেয়;
এমনতর স্থলে
প্রয়োজন হ'লে
পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ প্রশস্ত। ৩০।

যে-সব নারী
জীবনে শ্রেয়নিষ্ঠ একানুধ্যায়ী
মনোজ্ঞতপা, আত্মনিয়ন্ত্রণশীলা,
এককথায়, যা'রা
সর্ব্বতোভাবে পতিস্বার্থিনী,
যা'দের কখনও কোনপ্রকারে
দ্বয়ী-স্পর্শ হয়নি,
সেই শ্রেয়-শ্রদ্ধ একানুধ্যায়ী
পতিব্রতা নারী-হৃদয়েই
সতীত্ব স্ফুরিত হ'য়ে থাকে;
যা'রা দ্বিচারিণী
তা'রা যত বড়ই ব্যক্তিত্বসম্পন্না হো'ক না,
সতীত্ব তা'দের জীবনে
চিরদিনের মত অবলুপ্তই হ'য়ে ওঠে। ৩১।

যে মেয়েরা
শ্রেয়-শ্রদ্ধানিবদ্ধ
গার্হস্থ্য-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
শিক্ষিত হ'য়ে না উঠে
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচর্য্যায়
শিক্ষালাভ ক'রে থাকে,
তা'রা প্রবৃত্তিগুলির
লাম্পট্য-অভিযান
ও প্রলুব্ধতাকে এড়িয়ে

সুস্থ ও সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠতে পারে না,
আত্মম্ভরি গর্ব্বেপ্সাই
আধিপত্য ক'রে থাকে তা'দের জীবনে,
তাই, তা'দের বিবাহিত জীবন
সুকেন্দ্রিক, সুধী ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত হয় কমই,
এবং তা'রা
সুজনয়িত্রীও হ'তে পারে কম। ৩২।

মেয়ে যতই বিশ্ববিদ্যালয়ের
কেতাবশালিনী হো'ক না কেন,
তা'র বিদুষী-জলুসে
মানুষ যতই অবাক্ হ'য়ে উঠুক না,—
সে যদি স্বামীতে
অচ্যুত সশ্রদ্ধ ও কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
শ্বশুর-শাশুড়ী
এবং পরিবার-পরিজনের সেবানুচর্য্যা
ও দক্ষ, পটু সম্ভ্রমাত্মক চিত্তাকর্ষণী কৃতিত্বে
অপটু থাকে,
আয়, ব্যয়, পরিবার-নিয়ন্ত্রণ,
আপদ্, বিপদ্ ও রোগানুচর্য্যায়
উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্না না হয়;
পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনকে
নিজের শ্রেয়ানুগ চরিত্র,
সুব্যবস্থ বিনীত সৌজন্য
ও সদ্ব্যবহার দ্বারা
আকৃষ্ট ও অনুরঞ্জিত ক'রে
শ্রেয়ানুবদ্ধ ক'রে তুলতে না পারে,—
সে-উপাধি
যতই জলুসওয়ালা হো'ক না কেন
তা' সুকেন্দ্রিক নয়,
তা' তা'কে

চরিত্রশালিনী ক'রে তোলেনি,
সমাজ ও সংসারের শুভ-নিয়ন্ত্রক নয় তা',
অনুপচয়ী তা' সমাজের পক্ষে,
বিদ্বদ্-ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নয় তা'। ৩৩।

ইষ্টহারা
অবুঝ কোপন-স্বভাবা হ'য়ে উঠো না,
চণ্ডা সেজে ব'সো না,
মঙ্গল-চণ্ডী হও—
অচ্যুত শিব-অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর হ'য়ে,
অস্তি-বৃদ্ধির অন্তরায়কে নিরোধ ক'রে;
আর, তিনিই শিব—
যিনি ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়িতায়
আত্মনিয়মন-তৎপরতায় অভ্যস্ত,
যিনি মঙ্গলের মূর্ত্ত-প্রতীক। ৩৪।

যে-মেয়েরা
স্বামীর অনুবর্ত্তিনী নয়কো,
স্বামীর শ্রেয়ানুপোষিণী নয়,
অনুচর্য্যা-পরায়ণা নয়,
মনোবৃত্তি-অনুসারিণী নয়,
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মানুসারিণী নয়কো,
দ্রোহভাবাপন্ন,—
তা'রা যদি ভরণপোষণের দাবী করে
তা' নীতি বা বিধিসঙ্গত নয়,
আর, সেই দাবীটাও কামশুল্কের
ঐকদেশিক জবরদস্তি ভিন্ন
আর কিছুই নয়কো,
যা'র ফলে, পুরুষরাও

এমনতর তথাকথিত বিবাহনিবন্ধকে
অবৈধ অনুপচয়ী দায় ব'লেই মনে করে। ৩৫।

যে-স্ত্রী
স্বামিস্বার্থান্বিতা নয়কো,
স্বামী-অনুবর্ত্তিনী নয়কো,
স্বামীর সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাশীলা
ও তা'র পরিপোষণী নয়কো,
এক-কথায়, সর্ব্বতোভাবে
স্বামিসমর্থনী ও স্বামিপরিপালিনী নয়কো,
সে-স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব
প্রাকৃতিক অনুশাসনই
অপহরণ ক'রে থাকে;
তাই, উভয়ের প্রতি উভয়ে স্বার্থান্বিত হ'লে
দায়িত্ব, স্বার্থ-সমর্থন,
করণীয় ও ভরণীয় যা'
তা'র উদ্গতি হ'য়ে চলে
বৈধী-পরিপ্রেক্ষায়,
আর, তা' যত শ্রেয়-সন্দীপী, বৈশিষ্ট্যপালী,
ভাগবত-নীতির পরিপোষণী—
তা' ততই শ্রেয় ও উৎকর্ষী। ৩৬।

সবারই
বিশেষতঃ মেয়েদের
সন্তান, ভাই বা বন্ধু পাতানোর
লোলুপ নিষ্ঠা—
আবিল তাৎপর্য্যে
প্রবুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার নানান ধাঁজে
সর্ব্বনাশের দিকেই
টেনে নিয়ে যায় প্রায়শঃ,
তাই, পূর্ব্বাহ্নে সন্দেহ ক'রো,

আর, সাবধানও থেকো তেমনি। ৩৭।

যে নারী
স্বামীকে পোষণ ও তোষণ না ক'রে
তাঁ'র শোষণ-তৎপরা হ'য়ে
আপনার স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতাকে
বহন ক'রে থাকে—
সে ছেলের মা হ'লেও
স্বামীর বধূ নয়কো,
স্বামিস্বার্থিনী নয়কো,
তা'র শুভানুধ্যায়ীও নয় বাস্তবে;
প্রভুর বেলায়
বন্ধুর বেলায়
আত্মীয়-স্বজনের বেলায়
যা'রা এমনতর,
তা'রাও কিন্তু তাই-ই;
ঈশ্বর প্রীতি-স্বরূপ,
তিনি পরম পোষক—
সবারই জীবন-তৎপর। ৩৮।

যে-কন্যা
শ্রেয়বরে বিবাহিতা হওয়ার পর
নিজের আচার, ব্যবহার, বাক্য ও অনুচর্য্যায়
স্বামিগৃহে সসম্ভ্রমে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে
সংসারকে
উপচয়ে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে—
পরিবার ও পরিবেশের
সম্ভ্রমাত্মক স্নেহ ও শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ ক'রে,
শ্রেয়নিষ্ঠ ধর্ম্ম, কৃষ্টি
ও সদাচার-অনুগ হ'য়ে,

অচ্যুত পাতিব্রত্যে অধিষ্ঠিত থেকে—
বৈশিষ্ট্যপালী অসৎনিরোধী তাৎপর্য্যে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার সৌকর্য্য-সন্দীপনায়,—
সেই মেয়েই
পিতৃকুলোজ্জ্বলা হ'য়ে থাকে;
মানুষের শ্রদ্ধার্ঘ্য
স্বতঃই তা'কে সম্বর্দ্ধিত করে,
সম্ভ্রম
সম্ভ্রান্ত পায়ে নতজানু হ'য়ে
তা'কে সেবা ক'রে থাকে। ৩৯।

নারী যখন তা'র যৌবন-প্রত্যূষে
শ্রেয়-পুরুষে
সশ্রদ্ধ আনতি নিয়ে আলম্বিত হ'য়েও
তৎস্বার্থী অনুপ্রাণনে
মনোজ্ঞতপা আত্মনিয়ন্ত্রণ হ'তে
ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে
শরীর ও মনে
অন্য পুরুষকে আশ্রয় করল,—
ইহজীবনে
সতীত্ব তা' হ'তে বিদায় নিয়ে
চিরদিনের মত অন্তর্ধান ক'রল,
সুখ বা নন্দনাও স্রোতোহারা হ'য়ে
অস্তমিত হ'য়ে চলল—
ধিক্কারে
অন্তঃকরণকে শৌর্য্যহারা ক'রে;
উল্লাস
বারবনিতাবৃত্তির বিক্ষুব্ধ আবেশে
শাতনীলাস্যে জীবনপটে নৃত্য ক'রে
গর্ব্বেপ্সু মদির বিহ্বলতায়
আত্মম্ভরি পদক্ষেপে চলতে সুরু করল। ৪০।

যদি কোন পুরুষকে বিয়ে করতে চাও,
তা'কেই বিয়ে ক'রো—
যা'কে নিয়ে তুষ্ট থাকতে পার
নিরবচ্ছিন্নভাবে—
তোষণ দিয়ে, পোষণ দিয়ে,
ইষ্টানুগ পথে—
নিজের সুখ-সুবিধার আকাঙ্ক্ষা
পরিহার ক'রে,
বিশিষ্টকেই যদি চাও—
বিশেষ ত্যাগকেও বরণ করতে
প্রস্তুত থেকো,
তা' না হ'লে পত্নীত্বেরই উদ্ভব হবে না,
কিন্তু ভোগাকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনায়
যদি কেউ কোন পুরুষকে বিয়ে ক'রে
নিজের সুখ-সুবিধার সঙ্গতি করতে চায়—
সে দুঃখ পাবে নির্ঘাত,
ঈশ্বরের নিদেশই তা'ই। ৪১।

রক্ত-সংস্রব-বিহীন সদৃশ বংশে
পরিণীতা স্ত্রী
যদি স্বতঃ-সুনিষ্ঠ
স্বামী-অনুচর্য্যী
অভিপ্রায়-অনুসারী চলন-সম্পন্না হয়,
সে স্বামী-সদৃশই হ'য়ে থাকে—
গুণ ও কর্ম্মে উদ্ভিন্ন হ'য়ে;
এমন-কি, সদ্বংশজাত
উপযুক্ত অনুলোম স্ত্রীকেও
অমনতর অনুচলনে
বহুলাংশে তাদৃশই হ'তে দেখা যায়
অনেক স্থলে,
কিন্তু প্রতিলোম চির-ব্যত্যয়ী। ৪২।

পিতামাতা বা স্বামিসঙ্গতি
যে মেয়েদের দুর্ব্বল বা নিঃস্ব,
পরিচর্য্যী-দায়িত্বহারা,—
তা'দের আনন্দও নেই,
তৃপ্তিও নেইকো,
তাই, ব্যগ্রতাও সেখানে
উৎকোচ-লিপ্সা-পরামৃষ্ট,
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতি সেখানে
অভিলাষ-দ্বন্দ্বোচ্ছল,
তা'রা প্রায়ই
পরপুরুষ-প্রণয়-প্রয়াসী হ'য়ে থাকে,
কামার্ত্ত লোলুপতাই
তা'দের প্রণয়-দূতী,
আর, স্বার্থ-লোলুপ আত্মম্ভরিতাই
তা'দের আত্মাভিমানের প্ররোচক;
তা'রা আবার ইষ্টার্থ-আনতি
পাবে কি ক'রে? ৪৩।

বিধবা স্ত্রী যাঁরা—
অচ্যুত ইষ্টার্থ-পরায়ণতা নিয়ে
অস্খলিত সদাচারসম্পন্ন তপঃপ্রাণ হ'য়ে
স্বামীর স্মৃতিবাহী ঐকান্তিক অন্তঃকরণে
সুষ্ঠু ব্রহ্মচর্য্যে
হবিষ্যান্নভোজী হ'য়ে
পবিত্র জীবন ও চরিত্রে
উচ্ছল কর্ম্মপ্রেরণার সহিত
বাক্য, ব্যবহার ও সেবানুচর্য্যায়
ইষ্টানুধ্যায়ী প্রচেষ্টা নিয়ে
শ্রদ্ধার্হ চলনে
শুশ্রূষা-সম্বুদ্ধ অনুপ্রাণনে
পরিবার ও পরিবেশের নিয়ামক-নন্দনায়

জীবন অতিবাহিত করাই
তাঁ'দের পরম মর্য্যাদার;
গণসমাজের আদর্শ-স্থানীয়া তাঁ'রা,
কৃতার্থতার পরম গণ-শিক্ষয়িত্রী তাঁ'রা। ৪৪।

বিধবা হ'য়েও কোন স্ত্রী
স্বামিস্বত্বভ্রষ্ট
স্বৈরাচার-বিপর্য্যস্ত যেখানে,
বা বিকেন্দ্রিক বিক্ষুব্ধ ব্যভিচার-বিড়ম্বনায়
বিশ্লিষ্ট হওতঃ
বিবাহ-নিবন্ধ ব্যাহত হয়েছে যেখানে,
কিংবা রাষ্ট্রবিপর্য্যয়ে নিরুদ্দিষ্ট হ'য়ে
ব্যতিক্রমকে আশ্রয় ক'রে
আত্মরক্ষায় বাধ্য হয়েছে যা'রা,
অথবা, শাশ্বত কৌলিক কৃষ্টিকে
নিপীড়িত ক'রে
নিকৃষ্ট ম্লেচ্ছত্বকে আলিঙ্গন করতঃ
বিকেন্দ্রিক ভ্রষ্টাচারী হ'য়েছে যা'রা,—
এমনতর স্থলে
পিতৃকুলের সমান
বা বরেণ্য কুল-শীল-সম্পন্ন কোন শ্রেয়-পুরুষে
নিবাহ-নিবদ্ধ হ'য়ে
ঐ পুরুষের স্বার্থে
একনিষ্ঠ-স্বার্থান্বিত হওতঃ
বৈধী-নিয়ন্ত্রণে
সদাচার-সম্বুদ্ধ চলনে চ'লে
তা'রা জীবনকে সার্থক করতে পারে—
সাধু মর্য্যাদায়;
কারণ,
ঐ বিপর্য্যয়-বিক্ষোভের ভিতর-দিয়ে
বিকেন্দ্রিক বহুচর্য্যায়

স্বতঃই তা'দের পূর্ব্ব-বিবাহ-সম্বন্ধ
বিলীন হ'য়ে থাকে। ৪৫।

যে-সব নারী স্বামী-অনুগতা নয়,
স্বামীর অসুবিধা,
স্বামীর অসন্তোষ
বা তা'র অনুজ্ঞাকে অবহেলা ক'রে
স্বেচ্ছাচারী চলনে চলে,
স্বামীতে ব্রতী হ'য়ে ওঠেনি যা'রা,—
তা'দের জীবনে পাতিব্রত্য
প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি,
পাপদুষ্ট ব্যভিচার-সংক্রমণের
উপযুক্ত ক্ষেত্র হ'য়ে ওঠে তা'রা
স্বভাবতঃই;
সন্ধিক্ষু চলনে
তা'দের সঙ্গ করাই সমীচীন তোমার—
যতদিন তা'রা স্বামীর অনুগতিসম্পন্না হ'য়ে
ঐ ব্রতচারিণী হ'য়ে
নিজেকে কৃতার্থ না ক'রে তোলে। ৪৬।

নারী যত বহু-পুরুষ-সম্ভোগরতা হয়,
কামবোধির সংঘাত-বিক্ষোভে
তা'র অন্তর্নিহিত বোধি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
তা'তে বৈধানিক বিকারও
তেমনি প্রকট হ'য়ে থাকে—
অনুসর্জ্জনী বিকৃতি-বিড়ম্বিত হ'য়ে,
যা'র ফলে, তা'র সংসর্গে
পুরুষেরই হো'ক আর নারীরই হো'ক,
বিড়ম্বিত বিকারের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে,
আর, এই বহুরতা নারীর বিকার
প্রথমেই দেখা যায়—

তা'র বোধি, আচরণ, অব্যবস্থ চলনের ভিতরে,—
বিক্ষুব্ধ বিন্যাসের
বিকৃত কুটিল সংহতিতে;
সর্ব্বতঃ-সুনিবদ্ধ
সুনিষ্ঠ শ্রেয়-দীপনাই হ'চ্ছে
এই বিকৃতির নিরাময়ী উৎসেচন,
ঈশ্বর
জীবন-সম্বেগে অনুস্যূত থেকেও
ব্যভিচার-বিক্ষুব্ধ বিকৃতদের অন্তঃকরণে
শ্লথদীপ্ত। ৪৭।

সব দিক্-দিয়ে বরেণ্য
বা সমকক্ষ যা'রা নয়—
এমনতর পুরুষ-সংসর্গে
তোমার মেয়েদের কখনও মিশতে দিও না,
এবং তা'দিগকে তা'দের পরিচর্য্যী
বা তা'দের দিয়ে পরিচারিত হ'তে দিও না—
অনিবার্য্য ক্ষেত্র ছাড়া;
তা'তে তা'দের আভিজাত্য ও কৃষ্টি-স্থৈর্য্য
অপলাপ-ধুক্ষিত হ'য়ে ওঠে,
এবং অমনতর মেয়েরা
অভিজাত বৈশিষ্ট্যকে বিদলিত ক'রে
অপলাপে আত্মাহুতি দিতে
প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠে সহজেই। ৪৮।

আপৎকালে স্ত্রীলোকের চাকুরীবৃত্তি,
পরগৃহবাস ও স্বাধীন চলন
বরং গ্রাহ্য হ'তে পারে,
তা'ও সাবধানে—
নিজের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে;

স্বাভাবিক অবস্থায়
তা' কিন্তু পতনেরই অগ্রদূত,
সে নিজেকে তো পতিতা ক'রে তোলেই,
তা'ছাড়া, পরিবেশকেও
ঐ পাতিত্যে সংক্রামিত করে,
কারণ, নারীচিত্ত সহজ-নমনীয়—
প্রভাবান্বিত হ'য়ে ওঠে সে সহজেই,
আর, ঐ প্রভাব
মস্তিষ্কে
অচ্ছেদ্য ছাপের সৃষ্টি ক'রে থাকে
গ্রন্থিনিবদ্ধ হ'য়ে,
যার ফলে, জাতক-প্রকৃতি
ব্যতিক্রম নিয়েই জন্মে প্রায়শঃ। ৪৯।

গৃহস্থালী-সংশ্লিষ্ট গাছগাছড়াগুলির
রোগ-নিরাকরণী বিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষা
এবং তা'র উপযুক্ত প্রয়োগ,
রোগ-নির্ণয়ী অভিজ্ঞান,
এবং রোগানুপাতিক খাদ্যাদির পাকপ্রণালী—
যা'তে রোগ নিরাময় হয়—
এমনতর রকমে,—
সবারই পক্ষে,
বিশেষতঃ
গৃহস্থালীর কর্ত্রী মেয়েদের পক্ষে
নিতান্তই প্রয়োজনীয়;
এ বিষয়ে অবহিত থাকা
এবং তা'দের ঐরকমে শিক্ষিত ক'রে তোলা
প্রতিটি পরিবার,
বিশেষতঃ সমাজের পক্ষে
নেহাৎই উচিত,

অবহিত-উদ্যমে এগুলিকে নিষ্পন্ন করা
অতীব প্রয়োজনীয়;
জীবন-যাপনের বৈধী-আচার কিন্তু এইগুলি। ৫০।

যে-স্ত্রী অভিজাত জৈবী-সংস্থিতির
ধাত্রী, পালয়িত্রী,
সক্রিয় শুভ-সন্দীপনার পোষণ-পরিচর্য্যী,
উত্তরসাধিকা,
স্বস্তি ও সুস্থির প্রবুদ্ধ প্রেরণা,
অনুচারিণী সাম-নিয়ন্ত্রী,
সে সহধর্ম্মিণীই হ'য়ে থাকে;
আর, যা'রা পোষিকা না হ'য়ে শোষিকা হয়—
তা'রা সহধর্ম্মিণী তো নয়ই,
বরং জাহান্নমেরই অনুচালনী দূত,
আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্যের শাতন-সংঘাত,
অজ্ঞতার ধূমধ্বান্ত। ৫১।

সধবা স্ত্রীর হাতে লোহা, শঙ্খবলয়
এবং কপাল ও সিঁথিতে
সিন্দূর পরার প্রথা যে প্রচলিত আছে,
তা'র তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে এই—
লোহা
রক্তকণিকাকে সংশুদ্ধ ক'রে রাখে,
শঙ্খ
অস্থিগুলির পোষণপ্রদ হ'য়ে থাকে,
এবং সিন্দূর
বৈধানিক ক্রিয়ার বিকার-বশতঃ
যে বন্ধ্যাত্ব আসে—
তা'কে অনেকখানি নিরোধ ক'রে তোলে,
অতএব এই তিনই
প্রসূতিদের পক্ষে বরণীয় অলঙ্কার,

যা'র ফলে, ঐ স্ত্রী
স্বামীর বল, বর্ণ, আয়ু ও স্বস্তির
শুভদ সম্পদ্ হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, তা'র গর্ভস্থ সন্তানকেও
পোষণপ্রদীপ্ত ক'রে তুলতে ক্রটি করে না;
তা' ছাড়া, পায়ে
বিশুদ্ধ আলতা পরার যে বিধি আছে
তা'ও সধবা স্ত্রীদের পক্ষে
মাঙ্গলিক বিধি,
ঐ আলতা
পা-ফাটা ইত্যাদি নিরোধ করে তো বটেই,
তা' ছাড়া,
রজঃস্রাবকেও নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে। ৫২।

যে-পুরুষ অযথা অত্যাচারী, দুর্দ্দান্ত,
বিক্ষুব্ধ কদাচার-সম্পন্ন,
যা'র সহিত বসবাস করা সত্তা-সংঘাতী,
অমনতর স্বামীতে সুনিষ্ঠ থেকেও
ভিন্ন হ'য়ে দূরে
সৎকীর্ত্তি-সমন্বিতা হ'য়ে
ইষ্টার্থী শ্রেয়-অনুষ্ঠানে নিরত থেকে
সৎনিয়ন্ত্রণে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
যা'তে, সম্বৃদ্ধ সার্থকতায়
জীবন অতিবাহিত করতে পারা যায়,
তা'ই করাই শ্রেয় ও মর্য্যাদাপ্রদ;
কিন্তু বাক্, ব্যবহার
ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
ঐ স্বামীর
শুভ স্বার্থ, সমর্থন ও প্রতিষ্ঠায়
তা'কে শ্রেয়-সন্দীপী করতে পারাই
সাধ্বীর লক্ষণ;

এমনতর স্ত্রী
সম্প্রদায়, সমাজ, গণ ও রাষ্ট্রের
আদর্শ-স্থানীয়া,
অবশ্য যে-স্ত্রী
স্বামিসন্নিধানে থেকে
বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের ভিতর-দিয়ে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে
তা'কে উৎকর্ষী শ্রেয়-সম্বুদ্ধ ক'রে
সুনিয়ন্ত্রিত-চরিত্র ক'রে তুলতে পারে,
সে কিন্তু আরো ধন্যবাদার্হ—
পুণ্য মর্য্যাদার অধিকারিণী সে। ৫৩।

অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়,
মেয়েরা আপূরিত, আপোষিত
বা সংরক্ষিত হবার প্রত্যাশা নিয়ে
বিবাহ-নিবদ্ধ হ'তে চায়,
এমনতর প্রত্যাশাপীড়িত বিবাহ-নিবন্ধ
বিড়ম্বনারই হ'য়ে থাকে,
বরং নিজেদের
আপূরণ, আপোষণ ও সংরক্ষণ-প্রবৃত্তিকে
সক্রিয় ও সার্থক ক'রে তুলে'
সত্তাসম্বর্দ্ধনী প্রতিভার পরিচর্য্যায়
প্রসাদ-প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠাই
তা'দের জীবনের কাম্য হওয়া উচিত—
দায়িত্ব নিতে—
দিতে নয়কো;
তাই, বিবাহ সার্থক হ'য়ে ওঠে
ঐ স্বার্থ-সংরক্ষণী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,
আর, সেখানেই তা'রা
সনির্ব্বন্ধ সত্তাসঙ্গত অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে

আপদ্, বিপদ্, অন্তরায়কে অতিক্রম ক'রে
বোধি-প্রাচুর্য্যে
অন্বিত হ'য়ে উঠে থাকে। ৫৪।

কোন মেয়ে যদি অপহৃতা হ'য়েও
কামবৃত্তি-চরিতার্থতার ইন্ধন না হ'য়ে ওঠে—
তা'কে ধর্ষিতা ব'লে গ্রাহ্য করা
ঔচিত্যেরই অবমাননা,
তা'র কামুকবৃত্তি চরিতার্থ হয়নি—
এমনতর প্রমাণ যদি পাওয়া যায়
তা' তো ভালই,
তা' যদি নাও পাওয়া যায়—
সে-সম্বন্ধে তা'র কথাই
যথেষ্ট ব'লেই গ্রহণীয়,
অপহৃতাকে ধর্ষিতা ব'লে আখ্যাত করা—
গণসমাজের পাপ, কলঙ্ক ক্ষতি ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
আর, গর্হিত কিছু করেছে
এমন সন্দেহও যদি হয়—
ঋতুস্নাতা হ'লেই সে পরিশুদ্ধ হ'য়ে থাকে,
এটা স্মৃতিরই উপদেশ;
ভগবান্ অত্রি বলেছেন :
"ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী,
ন কামোঽস্যা বিধীয়তে।
ঋতুকাল উপাসীত পুষ্পকালেন শুধ্যতি"। ৫৫।

যদি তোমার স্ত্রী
সহজভাবে তোমার অনুগতিসম্পন্না না হয়,
পোষণ-বর্দ্ধনী অনুচর্য্যানিরতা না হয়,
তোমার সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনার
আপূরণী হোতা না হ'য়ে ওঠে,

তা'র জীবনে তোমাকে, তোমার স্বার্থকে
সর্ব্বতোভাবে মুখ্য ক'রে না তোলে,
তোমার প্রীতিপ্রদ যা' নয়,
পোষণার আপূরণী যা' নয়,
শত আকর্ষণ থাকলেও
তা' তা'র পক্ষে যদি
সহজ-বর্জ্জনীয় না হ'য়ে ওঠে,
বুঝে নিও—
তোমাতে তা'র স্ত্রী-ত্ব
উৎসারিত হ'য়ে ওঠেনি,
আবার, এই না ওঠাটা কিন্তু সন্দেহের। ৫৬।

যেমন, ইষ্টার্থপরায়ণ বা শ্রেয়ার্থপরায়ণ না হ'লে
পুরুষের ব্যক্তিত্ব
সার্থক অন্বয়ী সামঞ্জস্যে
ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে না,
প্রবৃত্তি-অভিভূত, অসার্থক, বিচ্ছিন্ন,
তাৎপর্য্য-বিহীন হ'য়ে চ'লতে থাকে,
ব্যক্তিত্ব দুর্ব্বল হ'য়ে ওঠে—
তা'র ঐ প্রবৃত্তি-অভিভূত সত্তার
অসার্থক বিভ্রান্ত ব্যতিক্রম নিয়ে;
তেমনি, স্ত্রীগণও সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়ে
স্বামিস্বার্থী না হ'য়ে উঠলে
তা'দের প্রবৃত্তিগুলি
সার্থক-অন্বয়ী সামঞ্জস্যে
ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে না,
তা'রা উদ্ভাবনী অনুচর্য্যাহারা
ফাঁকা হৃদয় নিয়ে
বিভ্রান্ত বিলোলতায় ঘুরে বেড়ায়,
প্ররোচনা সহজেই তা'দিগকে
যে-কোন পথে চালিত করতে পারে,

ব্যক্তিত্বই
জমাট হ'য়ে ওঠে না তা'দের;
শাস্ত্রকার তাই বলেছেন—
"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি";
স্বামী-স্বার্থী স্ত্রী
সবল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হ'য়ে থাকেন
সর্ব্বতোমুখীন তৎপ্রাণতায় নিবদ্ধ হ'য়ে,
তাই, ঐ স্বাতন্ত্র্যহারা,
বিলোল, বিক্ষুব্ধ,
প্রবৃত্তি-অভিভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে
যা'রা বসবাস করে—
তা'দের স্বতন্ত্রত্বের উদ্গমই হয় না। ৫৭।

যে-মেয়েরা শ্রেয়ানুধ্যায়ী, গরীয়সী
বীর্য্যবতী, দৃপ্তা,
সুষ্ঠু জৈব-সংস্থিতিসম্পন্ন-আভিজাত্য-প্রবণ,
তা'রা
শ্রেয়চর্য্যায় তদনুধ্যায়িতা নিয়ে
আজীবন দুঃখ, কষ্ট, গ্লানির ভিতর-দিয়ে
জীবন অতিবাহিত ক'রেও
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে থাকে,
শ্রেষ্ঠ ও বড় যা'রা—
তদুপাসনী সম্বর্দ্ধনায়
গৌরবান্বিত ও বিবর্ত্তন-উদ্দীপী হ'য়েই
দিন কাটাতে চায়,
তথাপি, অশ্রেয় ধনবহুল
সুখসম্ভারসম্পন্ন ভোগবিলাসে
জীবনকে অতিবাহিত করা
দুরূহই বিবেচনা করে,
তা' তা'দের পক্ষে

শান্তির কিছুই নয়কো,
বরং শাস্তির বহ্বাড়ম্বর,
তা'রা কদর্য্য অবস্থায়ও
শ্রেয়ানুধ্যায়ী কর্ম্ম ও সেবানুচর্য্যায়
নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে চায়,
কিন্তু অশ্রেয়—
তা' যত বড়ই হো'ক,
তা'তে অভিদীপ্ত হ'তে চায় না,
বরং সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে
স্নেহল চর্য্যায়
তা'কে মনুষ্যত্বের আরোতে
উপচয়ী ক'রে তুলতে
আত্মপ্রসাদ অনুভব করে;—
এমনতর মনোভাবই—মনে রেখো—
শ্রেয়-সন্দীপী জৈবী-সংস্থিতির
অনুজ্ঞাবাহী আবেগ বা ঝোঁক। ৫৮।

পিতৃকুল-গরিমা,
আত্মশ্লাঘা, আত্মম্ভরিতা,
মান, অভিমান, আত্মমর্য্যাদার
দর্পী অনুসেবনে
যে-মেয়েরা
শ্বশুর ও স্বামীর ঘর করতে যায়—
তা'দের জীবন প্রত্যাশা-প্রতারিত
বিব্রত ও বিক্ষুব্ধই হ'য়ে থাকে;
স্বস্তি ও শুভবর্দ্ধন পেতে হ'লেই
নিজের শ্বশুর ও স্বামীর কুলকে
নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়েই চলতে হয়,
ঐ কুলগৌরবেই গৌরবান্বিত হ'য়ে
সেই কুল-গরিমা-প্রবুদ্ধ পুলক-অনুচর্য্যায়
স্থির ও সম্ভ্রম-পদবিক্ষেপে

বিনীত সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে
যদি ঐ চলন
মর্য্যাদাতে অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠে—
তবেই তা'কে শ্রেয়-চলন বলা চলে;
তা'দের আত্মম্ভরিতা যেন
শ্বশুর ও স্বামিকুলের
ভৃতিকেই আহরণ করে,
কুশল কর্ম্ম-তৎপরতায়
দক্ষ, দীপ্ত, সুমিষ্ট বাক্ ও ব্যবহারে
সবাইকে সাধু পরিচর্য্যায়
সম্বুদ্ধ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
পিতৃকুল-মর্য্যাদাকে প্রদীপ্ত ক'রে তোলা,
পিতৃকুল-গৌরব-প্রতিষ্ঠা ওতেই হয়;
শ্রেয়ার্থ-অনুগামী এমনতর চলনেই
নারীত্ব
নেত্রীত্বে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। ৫৯।

নারীর পুরুষ-সহবাস
ও গর্ভধারণের ভিতর-দিয়ে
তা'র রক্তে এমনতর স্থায়ী পরিবর্ত্তনের
উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
যে, সে যদি পরে
সেই পুরুষ ছাড়া
অন্য পুরুষের সহবাসে গর্ভধারণ করে—
তবে তা'
সেই জাতকের বৈধানিক সংস্থিতিকে
এমনতরই খিন্ন, অব্যবস্থ, অপলাপী
ক'রে তোলে,
এমন-কি জীবন-সংশয়ী ক'রে তোলে,
যা'তে ঐ জাতকের
এই দুনিয়ায় উদ্গম বা আবির্ভাবই

দুরত্যয়ী দুর্ব্বিপাকে
দুর্ব্বিষহ হ'য়ে ওঠে,
অথবা তা'র
মরণ-সংশ্রয়ে আত্মবিলয় করা ছাড়া
পথই থাকে না,
তা' ছাড়া, ঐ নারীর স্নায়ুবিধানও
সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হওয়ায়
সে অব্যবস্থ জীবন যাপন করতে
বাধ্য হয়,
তাই, নষ্টা
বা বর্জ্জিতা স্ত্রীকে বিবাহ করাও যা'—
দাহ-দগ্ধ জীবন-বহনও তা'ই,
তা' ছাড়া,
অমনতর বিষ সংক্রামিত হ'য়ে
দুনিয়াকেও দুষ্ট করতে থাকে,
যদিও ঐ জাতীয় মেয়েদেরও
শ্রেয়-সঙ্গতি মন্দের ভাল। ৬০।

প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায়—
যে-স্ত্রীরা
স্বামী-অনুবর্ত্তিনী হ'তে পারে না,
স্বামী-স্বার্থী হ'তে পারে না,
সহজ প্রাকৃতিকভাবে
স্বামী ও স্বামীর যা'—তৎসেবানুচর্য্যায়
উচ্ছৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খল,
দুর্ব্বিনীতভাবে সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে ভেঙ্গে
অযথা পুরুষ-সংসর্গে
অসমঞ্জস অভিরুচি যা'দের—
স্বামীর দ্বারা পীড়িত না হ'য়েও,
প্রায়শঃই তা'রা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই
ব্যভিচারদুষ্টা;

তা'দের মস্তিষ্কস্থিত কামকেন্দ্রই
অব্যবস্থ, প্রবৃত্তিপরাভূত;
পিতা, ভ্রাতা বা তদনুরূপ কা'রও প্রতি
অনুকম্পার অজুহাতেই
গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদিত আত্মম্ভরিতা নিয়ে
ওজস্বিনী বা বিনীত
সাধু সঙ্কল্পের খোলস প'রে
নিজেকে বহুপুরুষ-ব্যাপৃতা রাখতে চায়,
—এমনতর লক্ষণই ইঙ্গিত করে
ঐ অন্তর্নিহিত কামকেন্দ্রের
অব্যবস্থ ও অসংহত বিকৃতি,
সুকেন্দ্রিক সেবাসংক্ষুধ জৈবী-সংস্থিতিই
বিপর্য্যস্ত সেখানে—
দ্রোহ-বিজৃম্ভী তৎপরতায়;
তাই, কামাচারে পুরুষ-স্পর্শ লাভ করেছে
এমনতর মেয়ে বিবাহ করা ঠিক নয়—
যদিও সক্রিয় ইষ্টার্থপরায়ণতা
সর্ব্বসংশোধক। ৬১।

তুমি ইষ্টার্থ-অনুনয়নী তৎপরতা নিয়ে
চলতে থাক—
ইষ্টানুগ স্বামী-অনুচর্য্যাভিসারিণী হ'য়ে;
স্বামীই তোমার জীবনের
সংস্থিতি-কেন্দ্র,
তাঁ'কে ক্ষোভান্বিত যে করে—
তা'র সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক
বা কুটুম্বিতা,
বা এক-কথায়,
সহজ বান্ধবচলনা থাকা মানেই হ'চ্ছে—
তুমি স্বামী-তৎপরা নও—

অন্তঃকরণের সহিত;
তাই, তাঁ'র বৈরীকে পরিশুদ্ধ ক'রে
স্বামীর উপাসনা-তৎপর হ'য়ে
চলতে পার না;
এমনতর চলনে চললে
তোমার জীবনদাঁড়াই
ধুক্ষা-জর্জ্জরিত হ'য়ে
শতধা-দীর্ণ হ'য়ে উঠবে;
মনে রেখো—
স্ত্রীজাতির জীবনীয় সংস্কারই হ'চ্ছে
পাতিব্রত্য। ৬২।

কোন মেয়ে কোন শ্রেয়-পুরুষকে
যদি স্বামিত্বে বরণ করে,
এমন-কি, অন্তরেও যদি
অমনতর ভাব পোষণ করে—
রাগনিরতি নিয়ে,
তাহ'লেও, ঐ পুরুষের আচরণীয় যা'রা—
কুলমর্য্যাদামাফিক,
তা'দের হাতে ছাড়া
অন্যের নিকট
তা'র পানভোজনাদি করা উচিত নয়,
তা'তে অন্তঃকরণের পবিত্রতা,
বৈশিষ্ট্য-অনুধ্যায়িতা
ও আভিজাত্য-উদ্যম
হীনপ্রভই হ'য়ে ওঠে,
অর্থাৎ পাতিত্যের সঙ্গতি হ'য়ে থাকে;
ঐ অবস্থায় সেই মেয়ের
ঐ শ্রেয়-পুরুষের
কৌলিক তপ-তৎপরতায়

নিজেকে ব্যাপৃত রেখে
তদাচরণশীল হ'য়ে চলাই
স্বাভাবিক ও সমীচীন। ৬৩।

তুমি তোমার স্বামীর
ছন্দানুবর্ত্তিনী যদি না হও,
তাঁ'র সঙ্গতি ও সাহচর্য্যে
স্বতঃ-সন্দীপ্তা যদি না হ'য়ে ওঠ,
তাঁ'র মনোবৃত্ত্যনুসারিণী যদি না হও—
আরতি-সম্পন্না অনুচর্য্যী
পোষণ-পালনী সেবানিরতি নিয়ে,
তাঁ'র জীবনকে আপূরিত ক'রে না তোল—
অনুধ্যায়িনী
সার্থক সুব্যবস্থ পরিচর্য্যায়,
তাঁ'কে যদি
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে না পার—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে,
আয়ে, ব্যয়ে, বিপদে, আপদে
নিজেকে শ্রেয়ানুবর্ত্তিনী রেখে,—
তোমার নারীত্বই সেখানে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠেনি,
স্বামিপ্রাণা হ'য়ে ওঠনি তখনও তুমি;
না-হওয়ার চলনেই যদি চলতে থাক—
বাচক-সতীত্বের বাহানা নিয়ে,
তবে তা' তোমাকে
বিদ্রূপই করতে থাকবে,
বিকেন্দ্রিক ব্যর্থজীবন তোমাকে
ধিক্কার-ভূষণে ভূষিত ক'রে চলবে,
একটা শাঁসহীন ফাঁকা জীবন নিয়ে
চলতে হবে তোমাকে;
সুকেন্দ্রিক সক্রিয় আরতি-দীপনা নিয়ে

প্রীতি-পোষণ-প্রচেষ্ট হ'য়ে চল,
ঈশ্বর তোমার নারীত্বকে
সার্থক ক'রে তুলুন। ৬৪।

যে-স্ত্রী
ইষ্টানুগ শ্রেয়ার্থপরায়ণ নয়কো,
স্বামী-স্বার্থী ও তদনুবর্ত্তিনী নয়কো,
তৎপ্রতিষ্ঠাত্রী নয়কো,
পাতিব্রত্য যা'র বিকৃত,
ভ্রষ্ট বা অন্য-অনুরতি-সম্পন্ন,
বাক্য, ব্যবহার ও পরিচর্য্যা
তৎপোষণী নয়,
যে, সুষ্ঠু-সদাচার-সম্পন্না নয়কো,
গুরুজন ও নির্ভরশীল যা'রা—
তা'দিগের
সুনিয়ন্ত্রণী ও পরিপালী নয়কো,
অথচ তাচ্ছিল্যপ্রবণ, মুখরা,
দোষদৃষ্টি-পরায়ণা,
শ্রেয়ার্থ-উপেক্ষী-চরিত্র—
তা'র সহিত যৌনসংস্রব
বা তা'র প্রদত্ত আহার্য্য ও পানীয়
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে থাকে না,
কারণ, ঐ ক্ষুব্ধ মানসিক বৃত্তি ও ব্যবহারই
তা'র যা'-কিছু কর্ম্ম ও চর্য্যাকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে,
ঐ নিয়ন্ত্রণ ঐগুলিকে
সন্ধিৎসু পরিবেক্ষণে
সুষ্ঠু সঙ্গত ক'রে তোলে না,
বরং দোষবহুলই ক'রে তোলে;
তাই, যতদিন সশ্রদ্ধ
সাম্বয়ী সামঞ্জস্যের সহিত

তা'রা নিজের জীবনকে
নিয়ন্ত্রিত না ক'রে চলে—
ততদিন পর্য্যন্ত
তা'দের হাতের অন্ন বা পানীয়
পরিশুদ্ধ হ'য়ে ওঠে না,
তা'রা সংসারের পক্ষে
অপলাপ-সৃজী হ'য়ে থাকে,
বিশেষতঃ অধ্যাত্ম-পরিচর্য্যায়
ব্যাঘাতই সৃষ্টি করে তা'রা। ৬৫।

তোমার বরেণ্য যিনি,
যাঁ'কে স্বামী ব'লে গ্রহণ করেছ,
জীবনের দাঁড়া ব'লে
আলিঙ্গন করেছ যাঁ'কে,
তিনি যদি তোমার জীবনে
সর্ব্বতঃ-সন্দীপনী তৎপরতায়
সমাকীর্ণই না হ'য়ে উঠলেন—
সঙ্গে, সাহচর্য্যে,
সন্ধিৎসাপূর্ণ অনুচর্য্যী অনুবেদনায়,
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-অনুধ্যায়ী
কুশল বিনায়নায়,
সার্থক সুব্যবস্থ
পূরণ-পোষণী অনুচর্য্যায়,
সক্রিয় আপালনী সম্বেগে,
নিজের শুভ-অশুভের খতিয়ানহারা
ক্লেশসুখপ্রিয়তার আত্মপ্রসাদী অভিনন্দনায়,—
তুমি সুখী হবে কিসে?
আর, সুখ মানেই হ'চ্ছে—
অন্যকে সুখী করা,
হৃষ্ট করা—

সুনিষ্ঠ শ্রেয়-নিধায়নী তৎপরতা নিয়ে,
যা'র ফলে, নিজের সুখী হওয়াটা
স্বতঃই হ'য়ে ওঠে স্বভাবতঃই;
তাই, যেখানে সুখ—
সেখানেই আছে
শ্রেয়-সন্দীপী সুকেন্দ্রিকতার
সক্রিয় তৃপণ-প্রসাদী সার্থক অনুচলন। ৬৬।

সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন,
বন্ধুবান্ধব, পরিবেশ ও পরিজনের
অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সব সময়ই যেন নজর থাকে—
স্বামী-অনুবর্ত্তিতা
ও তৎ-সত্তাপোষণী সঞ্চয় তোমার
যেন কিছুতেই ব্যাহত না হয়,
যা'তে স্বামীর প্রয়োজনে, আপদে, বিপদে
তুমি তা'কে সর্ব্বতোভাবে
সাহায্য করতে পার—
অচ্যুত বৈশিষ্ট্যপালী
একচারিণী অনুধ্যায়িতা নিয়ে,
তাহ'লেই
ঐ অনুচর্য্যা-অনুরত তপশ্চরণের ভিতর-দিয়ে
তোমার ঐ শ্রেয়কেন্দ্রিক অনুরতি
অর্থাৎ স্বামী-অনুরতি
সুসঙ্গত হ'য়ে
সর্ব্বতোভাবে তোমাকে
সার্থক ক'রে তুলতে
একটুও কসুর করবে না,
আর, তোমার ঐ শ্রেয়াভিগমন-সম্বেগ
সন্তান-সন্ততি ও পরিবেশের ভিতর
সঞ্চারিত হ'য়ে

তা'দিগকেও সুকেন্দ্রিক সম্বর্দ্ধনায়
সম্বুদ্ধ-সম্বেগী ক'রে তুলবে,
কৃতার্থ হবে তোমার জীবন,
আর, এটা পুরুষের বেলায়ও কিন্তু তেমনি—
তা'র ইষ্ট ও শ্রেয় গুরুজনকে কেন্দ্র ক'রে,
যা'ই কর,
এর ব্যতিক্রম যেখানেই হবে,
বুঝবে—
অশুভ-অপচয় ও অন্তরের দৈন্যের হাত হ'তে
এড়িয়ে চলা
প্রতি পদক্ষেপে
সুকঠিনই হ'য়ে উঠবে। ৬৭।

তোমা হ'তে শ্রেয়-কুল-সম্ভূত,
শ্রেয়নিষ্ঠ তপানুশীলনপ্রবণ,
সুসঙ্গত বোধিপ্রবুদ্ধ, বরেণ্য—
এমনতর বরকেই বরণ কর—
শ্রেয়ানুগ তদর্থ তাৎপর্য্য-অনুধ্যায়ী হ'য়ে,
তদনুবর্ত্তিনী হও—
হৃদ্য, মনোজ্ঞ ব্যবহারে,
তাঁ'র সত্তাপোষণী
সর্ব্বস্বার্থ-সংরক্ষিণী হ'য়ে
সদাচার-সমন্বিত অনুচর্য্যা-পরায়ণা হও—
পালনে, পোষণে, পূরণে
ও উপচয়ী সুমন্ত্রণে,
তোমার আচার, ব্যবহার, বিনয়, বোধি
ও কর্ম্ম-কুশলতা যেন
পরিবার ও পরিবেশে
তোমার স্বামীকেই প্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলে
শ্বশুরকুলের শ্রেয়জন-সহ—

নিরলস, সুব্যবস্থ,
দুঃখদ-দোষারোপবুদ্ধিহীন,
বিনীত, পূত-তাৎপর্য্যে,
সৌজন্য-সম্বুদ্ধ পরাক্রমে;
এমনি ক'রে চলতে থাক,—
সুজাতকের জননী হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনায় নিজেকে
নন্দিত ক'রে তুলতে পারবে;
যে-পরিণয়ে স্ত্রী
স্বামীর চরিত্রানুগ আচার-ব্যবহারে
সশ্রদ্ধ আনতি-সম্বুদ্ধ
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়
অক্ষুণ্ণ থেকে
স্বামীর স্বার্থে
অচ্যুতভাবে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
তাঁ'রই উপচয়ী পরিচর্য্যায় নিরত,—
সেখানে অন্ততঃ
এতটুকু বোঝা যেতে পারে—
আর কিছু থাক্ বা না থাক্—
সেই স্ত্রীর চারিত্রিক সঙ্গতি
অনেকখানি বিদ্যমান। ৬৮।

যে-নারী
শ্রেয়ানুধ্যায়িতা নিয়ে
বিবাহিতা হ'য়ে স্বামিসত্তাপোষিণী,
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিতা অনুচর্য্যা-পরায়ণা,
প্রবৃত্তি-প্রত্যাশা-নিপীড়িতা না হ'য়ে
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনশীলতায়
তৎ-প্রতিষ্ঠা ও সমর্থনে
স্বতঃ-সন্ধিৎসার সহিত
কুশল-কৌশলী ইষ্টানুগ অনুচর্য্যায়

বিহিত নিয়ন্ত্রণী সামঞ্জস্যে
মিতি-চলনে চ'লে
ক্লেশসুখপ্রিয়তায়
ঐ স্বামীরই উৎকর্ষে আত্মনিয়োগ করেছেন
অচ্যুত সম্বেগে—
পরিবার ও পরিবেশকে সুসংহত ক'রে
ঐ উপচয়ী উৎকর্ষী উদ্বর্দ্ধনায়—
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মকুশল পরিচর্য্যায়
চিত্ত-বিনোদিত ক'রে সবারই—
সম্ভ্রান্ত-দূরত্ব বজায় রেখে
শ্রদ্ধার্হ চলনে,—
তিনি বা তাঁ'রাই পতিব্রতা;
ঐ ব্রত-পরায়ণতার ভিতর-দিয়ে
যাঁ'রা সমস্ত প্রবৃত্তিগুলিকে সংহত ক'রে
অন্বিত সামঞ্জস্যে
ঐ শ্রেয়ার্থ-অনুচলনে
নিজেকে স্বামীর অস্তিত্বের সহিত
একত্ব-অনুবেশী ক'রে তুলেছেন,—
তাঁ'রাই সাধ্বী, তাঁ'রাই সতী,
তাঁ'রাই সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের
জ্যোতিষ্ক-স্বরূপা,
স্বর্গের সুষমা-ঝঙ্কৃত আলোকরশ্মি তাঁ'রা,
দুনিয়ার নন্দনা-নিকেতন তাঁ'রা,
পরাক্রম-অধ্যুষিত
সাক্ষাৎ সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী তাঁ'রা,
তাঁ'রা যেই হোন আর যিনিই হোন—
সবারই নমস্যা। ৬৯।

ইষ্টপরিচর্য্যায়,
দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে—
শ্রেয়ার্থপরায়ণা, সুকেন্দ্রিক সাধ্বী যা'রা

বৈশিষ্ট্যানুগ বিহিত শিষ্টতায়—
তা'রাই শ্রেয় ও সহজ-অধিকারিণী,
কারণ, ঐ শ্রেয়-সন্দীপী একানুবর্ত্তিতা
তা'দের জীবনকে
শরীর, মন ও প্রবৃত্তির সমভিব্যাহারে
সুসঙ্গত ক'রে
বিহিত আচারে
সাধারণতঃই সহজভাবে
বিন্যস্ত ক'রে তুলে' থাকে;
দ্বিতীয়তঃ,
ব্যভিচার-বিক্ষুব্ধ না হ'য়েও
শ্রেয়ার্থপরায়ণা নিবাহনিবদ্ধ যা'রা—
বাহ্যতঃ অনেকাংশে
ঐ সমস্ত ব্যাপারে
সাহায্যকারিণী হ'তে পারে;
আবার, যা'রা ব্যভিচার-বাহুল্যে
জীবন পরিচালিত ক'রেও
অবশেষে বিহিত প্রায়শ্চিত্ত-পরিচর্য্যায়
সুনিষ্ঠ শ্রেয়ার্থ-পরায়ণা হ'য়ে
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছে,
তা'রা
ঐ ইষ্টপরিচর্য্যা, দেব ও পিতৃকার্য্যে
সহজ-অধিকারিণী না হ'লেও
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী গণ-অনুচর্য্যায়
সহজভাবে
সাধু মর্য্যাদাতে অবস্থান করে;
কিন্তু অশ্রেয় বা নিকৃষ্ট পুরুষে
পাতিব্রত্যসম্পন্ন
বা ব্যভিচার-বহুল যদি কেউ হয়—
তা'রা ঐ অমনতর অশ্রেয়-পরিচর্য্যায়
নিজেরা অসৎ-নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে

অশুভ-আমন্ত্রণীই হ'য়ে থাকে—
যতদিন ঐ প্রবৃত্তি
তা'দের নিয়ামক হ'য়ে চলতে থাকে,
সেইজন্য তা'রা
দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও গণসেবায়
অশুভদায়িনী। ৭০।

যিনি পূরণপ্রস্রবণ,
তিনিই পুরুষ,
আর, পুরুষের ঐ স্রবণসম্বেগকে—
সাত্বত ইচ্ছাকে
পোষণ-পরিচর্য্যী কৃতি-নিয়মনায়
যিনি আপোষিত করেন,
তিনিই প্রকৃতি;
তাই, পুরুষের অভিপ্রায়-অনুসারিণী
আত্মনিয়মনার ভিতর-দিয়ে
তাঁকে পরিপুষ্ট ক'রে তোল—
সুসংযোজিত হ'য়ে
কৃতি-অনুচলনায়,—
তোমার প্রকৃতিত্ব বা নারীত্ব
সম্বৃদ্ধ ও সার্থক হ'য়ে উঠবে;
এমনি ক'রেই পুরুষে
অচ্ছেদ্য হ'য়ে থাক,—
সতীর সৎ-দীপনা
সামগ্রিক অস্তিত্ব নিয়ে
ওতেই তো সার্থক হয়—
প্রাজ্ঞ-বিনায়নী তাৎপর্য্যে। ৭১।

বিহিত বিধান-অনুযায়ী পরিণীতা,
সুনিষ্ঠ শ্রদ্ধোচ্ছল,
মনোজ্ঞ-অভিনিবেশী-পতিপ্রাণ-অনুগতি-সম্পন্না,

কৃতিমুখর পরিচর্য্যা-পরায়ণা,
হর্ষহিন্দোলী বীচি-সমন্বিত
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বযুক্ত
উদাত্ত ভঙ্গিম অভিদীপনা-উচ্ছল,
সৎকুলোদ্ভূতা, সদাচার-পরায়ণা,
প্রীতি-পরিভৃত অনুকম্পা-উচ্ছল
তর্পী বাক্ ও ব্যবহার-সমন্বিতা,
সুব্যবস্থ পূত সজ্জা ও অনুচলন-অভ্যস্তা,
স্বভাব-সুন্দর মিতিচলন-অন্বিতা,
অনুবেদনা ও অনুভাবিতা-সম্পন্না,
স্বতঃ-সন্দীপ্ত সহজ
সক্রিয় সমবেদনাশীলা,
কৃতি-কুশল-কৌশলী,
অসৎ-নিরোধী হওয়া সত্ত্বেও
হৃদ্য আপ্যায়নী অনুচর্য্যা-পরায়ণা,—
এমনতর কুলোজ্জ্বলা স্ত্রী
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার
জীবনীয় আশ্রয়। ৭২।

তুমি যদি এটা
স্বতঃসিদ্ধভাবেই ধ'রে নিয়ে থাক যে
পরিণীত হ'লেই
তোমার স্বামী
তোমার ভরণ-পোষণে বাধ্য,
সঙ্গে-সঙ্গে এও ভেবে রাখা
নিতান্তই সমীচীন—
তুমিও তোমার স্বামীকে
পূরণ ও পালন করতে বাধ্য;
এই বাধ্য-বাধকতার সাধ্য-সঙ্গতিকে
যতই অবহেলা করবে,
তাঁ'র স্বার্থ-সংশ্রয়ী

আপূরণী অনুচর্য্যা-তৎপরতা হ'তে
যতই বিমুখ হবে,
তাঁ'কে শোষণ করবার সম্বেদনাই
যত তোমার মুখ্য বিবেচ্য হ'য়ে উঠবে,—
তা'র ফলে, তোমারই স্বখাত-সলিলে
তুমি নিমজ্জিত হবেই কি হবে,
বিক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে
ভাবহীন, অনুচর্য্যাহীন,
রস-সঞ্চারিণী আবেগহারা হ'য়ে
অভাবের ব্যভিচারে
ক্রূর ক্ষুধা নিয়ে
জীবন কাটাতে হবে;
শুধু ঠকাবে না,
ঠকতেও হবে। ৭৩।

অশ্রেয় হীনকৃষ্টি-সম্ভূত কেউ
যদি তোমার বরেণ্য হ'য়ে থাকে—
বা তেমনতর কাউকে পূজার পাত্র ক'রে
তুমি যদি তা'তে সম্বন্ধান্বিতা হও,
তবে ধ'রে রেখো—
তুমি কতখানি
অশ্রেয়-সত্তায় অবস্থিতিলাভ করেছ—
যা'র ফলে,
ঐ অবকৃষ্ট বা অশ্রেয়
তোমার পূজার্হ হ'য়ে উঠেছে;
যে-পূজা মানুষের ব্যক্তিত্বকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে—
সেই পূজার পাত্র যদি অশ্রেয় হয়,
তবে ঐ পূজারী যে কতখানি
ইতর-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন,

সে-বিবেচনা কি তোমার অন্তরে
স্থান পায়?
তাই বলি—
সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় যিনি,
তাঁ'কেই পূজা কর,
আর, অশ্রেয়কে স্নেহল পরিপোষণায়
উৎকর্ষিত ক'রে তোল—
শ্রেয়প্রীতি যদি তোমার অন্তরে
পরিব্যাপ্তই হ'য়ে থাকে। ৭৪।

মেয়েদের
সুনিষ্ঠ শ্রেয়প্রাণা হওয়া চাই,
ঐ শ্রেয়ই শিবসুন্দর,
তাই, তা'দের তঁদনুচর্য্যী আগ্রহ-আবেগ
পাবন-প্রদীপ্ত হ'য়ে
হৃদ্য আত্মনিয়মনায়
অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া চাই—
আভিজাত্যের উদাত্ত গৌরবে,
মানসিক রুচি
সুন্দর ও পবিত্র হওয়া চাই,
শরীর ও সজ্জা পবিত্র হ'য়ে
চিত্ত-বিনোদক হওয়া চাই,
তা'দের বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যা
সম্ভ্রমাত্মক, পবিত্র, হৃদ্য,
মনোজ্ঞ হওয়া চাই,
ধী-ময়ী শুভ-সন্ধিৎসাপূর্ণ হওয়া চাই,
কারণ, মেয়েদের উপরই দাঁড়ায়
নারী-পুরুষ উভয়েই,
বিশেষ ক'রে, তা'দের উপর ভর দিয়েই
বেড়ে ওঠে সবাই। ৭৫।

যে-নারীর অভিপ্রায়-অনুসারিণী চলন
অন্তর-বাহিরে
উৎসাহ-অন্বিত নয়কো,
শ্রদ্ধানিপুণ অনুচর্য্যা
যা'কে নন্দিত ক'রে তোলেনি,
সন্ধিৎসু চক্ষুর সাথে
সক্রিয় তৎপরতা যা'র
দক্ষনিপুণ নয়কো,
পরিবেশের প্রতি
আচার-ব্যবহার, চালচলন
যা'র হৃদ্য নয়কো,
শুশ্রূষাপ্রবণ নয়কো,
আত্মম্ভরি স্বার্থসঙ্কুল
অনুচলন-অনুপ্রাণতাই প্রবল যেখানে,
তা'র সঙ্গে কামক্রীড়া
অন্য দিক্-দিয়ে প্রশস্ত হ'লেও
তা' হ'তে বিরত থাকাই ভাল। ৭৬।

যে-স্ত্রী
পতিকুলের প্রয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে
পিতৃকুলের প্রয়োজনীয় সেবাস্বার্থে সম্বন্ধপ্রবণা
বা পিতৃকুলের সেবাকেই
শ্রেয় ব'লে মনে ক'রে থাকে—
স্বামিকুলের প্রয়োজনকে অবজ্ঞা ক'রে,
সে তো পতিব্রতা নয়ই—
বরং স্বৈরিণী আখ্যার অধিকারিণী হ'য়ে থাকে;
পতিব্রতা ধৃতি
তা'র অন্তরে
নিষ্ঠাসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠেনি—
যদিও সে স্বামিকুলের অর্থলোভ

সম্বরণ করতে পারে না,
ঐ চরিত্র কিন্তু সন্দেহের;
দেখ,
শোন,
বুঝে চ'লো,
যা' করণীয় তা' ক'রো। ৭৭।

যাঁ'র আনুকূল্যে
তুমি উদ্দাম হ'য়ে উঠতে পারবে না,
প্রতিকূল যা'-কিছুকে
প্রতিবাদ, নিরোধ, নিরাকরণ
বা বর্জ্জন করতে পারবে না,
যাঁ'র মনোরঞ্জন করতে পারবে না—
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে,
আত্মনিয়মনায় তৎপর থেকে,
সুসন্ধিৎসু চলনে নিজেকে
নিয়োজিত রেখে,—
তাঁর স্ত্রী হ'তে যাওয়া
তোমার পক্ষেও একটা ঝকমারি,
আর, তাঁ'র পক্ষেও
একটা দুর্দ্দান্ত পীড়নে নিপীড়িত হওয়া—
অন্তরে, বাহিরে;
এতে জাতকও
শক্ত-সমর্থ হ'য়ে উঠবে কমই,
কারণ, অমনতর স্থলে
তাঁর দৈহিক নিরোধ-ক্ষমতা
প্রায়ই দুর্ব্বলই হ'য়ে থাকে;
তাই, পরিণীত হবার আগেই
প্রস্তুত হ'য়ো,
যা'তে ভাল-মন্দ সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
তাঁকে আগলে ধরতে পার। ৭৮।

যে-স্ত্রী স্বামীর কুল-মর্য্যাদাকে
প্রগল্‌ভ স্বৈরিণী আচারে
অবদলিত ক'রে চলে,
তা'র সংস্রব হ'তে
বিরত না থাকা মানেই
আভিজাত্যকে অবজ্ঞা করার অপরাধে
অপরাধ-পঙ্কিল হওয়া;
কারণ, স্বামিকুলমর্য্যাদা যা'র অন্তরে
শ্রেয় হ'য়ে ওঠেনি,
ব্যত্যয়ী স্বৈরাচার যা'র নিয়ামক,
প্রবৃত্তি-উচ্ছল ছন্নতাই
তা'র জীবনের উদ্ধত চলনা হ'য়ে ওঠে,
সে স্বামিকুলে সংঘাত তো হানেই,
তা' ছাড়া, তৎপ্রসূত সন্তানাদিও
কুল-কৃষ্টিকে অবজ্ঞা করার প্রবণতা নিয়ে
জ'ন্মে থাকে প্রায়শঃ;
নারী বিবাহিতাই হো'ক,
আর, নিবাহিতাই হো'ক,
সে যদি
স্বামী বা স্বামীর কুলাচারে
শ্রদ্ধাবনতা ও তদনুচর্য্যা-পরায়ণা না হয়,
অভিজাত গৌরব যদি তা'র হৃদয়কে
বিনীত বিন্যাসে
শ্রেয়-আচরণ-তৎপর ক'রে না তোলে,
স্বামী ও স্বামিকুলের দক্ষ বহন-প্রবণতা
তা'তে উজ্জীবিতই হ'য়ে উঠতে পারে না—
সৌষ্ঠব-আপ্যায়না নিয়ে;
তাই, তা'র সংস্রবও
অসাধুত্বেরই উদ্দীপক। ৭৯।

শোন, মেয়ে!
তুমি পরিণীতাই হও,
আর, নিবাহিতাই হও,
শ্রেয়চর্য্যী অন্তরাস-অনুবেদনা নিয়ে
তোমার বরেণ্য যিনি,
যিনি তোমার স্বামী,
শ্রেয়-বিবেচনায়
যাঁ'তে সম্বন্ধান্বিত হ'য়েছ তুমি,
তাঁ'র সার্থক স্বস্তি, সম্পদ্,
মান, মর্য্যাদা,
শুভদ সমর্থন ইত্যাদিকে
যতই অবজ্ঞা ক'রে চলতে থাকবে,—
ঐ বরেণ্য তোমার
ঐ স্বামী তোমার
তোমার প্রতি অন্তরাসী হ'য়ে উঠতে
পারবেন না,
তোমাতে
প্রীতিপ্রাণ হ'য়ে উঠতে পারবেন না,
তোমার ব্যক্তিত্ব তাঁ'র কাছে
প্রীতি-প্রলোভন-প্রবোধী হ'য়ে উঠবে না,
তোমার সঙ্গ ও অনুচর্য্যায়
তৃপ্ত ও অভিদীপ্ত হ'য়ে
উঠতে পারবেন না তিনি,
তোমার সঙ্গ ও সাহচর্য্য
শ্রী ও শ্রেয় চলন হ'তে
তাঁ'কে ব্যাহতই ক'রে তুলতে থাকবে;
তাই, দৈনন্দিন জীবনে
তুমি সম্বর্দ্ধনার ক্রমাগতি হ'তে
পিছিয়ে যেতে থাকবে,
ঠকবে তুমি;

শুভদ সন্ধিৎসু চলনে চল,
বরেণ্য-অনুচর্য্যায় তোমাকে
সার্থক ক'রে তোল,
ঈশ্বর-অনুদীপ্ত লক্ষ্মী-অনুবেদনা
তোমাকে আশিস্-দীপ্ত ক'রে
শ্রী-মণ্ডিত ক'রে তুলবে। ৮০।

তুমি যদি নারী হও,
তোমার সবর্ণ
বা তোমা হ'তে বর্ণে যিনি শ্রেষ্ঠ,
কুলে যিনি শ্রেষ্ঠ,
তদনুপাতিক শীল-অনুচর্য্যায়
বিদ্যা, বিনয়, সদাচার ইত্যাদিতে
যিনি শ্রেষ্ঠ,
ব্যক্তিত্বে যিনি শ্রেষ্ঠ,
সর্ব্বতোমুখীন সঙ্গতি নিয়ে
যিনি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন জীবনে,
যাঁ'র বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সৎ-সম্বেগ
প্রীতি-সন্দীপনা নিয়ে
অনুদীপনী অনুচর্য্যা-নিরত স্বভাবতঃ—
অচ্যুত শ্রেয়-নিষ্ঠাকে ভিত্তি ক'রে,
তৎস্বার্থে নিজেকে স্বার্থান্বিত ক'রে,—
তিনিই তোমার কাছে শ্রেয়,
তৎ-নিষ্ঠা ও অনুরতি তোমাকে
তদনুগ উন্নতির অভিযাত্রী ক'রে তুলবে—
নিঃসন্দেহে;
তবে বর-নির্ব্বাচনে
বিশেষ ক'রে দেখতে হবে—
ঐ বর
কুলে, শীলে, চরিত্রে
শ্রেষ্ঠ ও অনুপূরণী কি না,

আবার, যে-কোন শ্রেয়ই হোক না কেন,
বৈশিষ্ট্যপালী অপূরয়মাণ অনুরঞ্জনায়
শ্রেয়স্বার্থী হওয়ার প্রবৃত্তি
তাঁ'তে সক্রিয়ভাবে
মাথা-তোলা দিয়ে থাকেই কি থাকে,
ঐ-ই শ্রেয়ের মুখ্য লক্ষণ;
উন্নতির উদাত্ত অরুণদীপনাই ঈশ্বর,
তিনি বশী—
বিবর্ত্তনের পরম বিধৃতি। ৮১।

যা'রা
বাস্তবে স্বামিস্বার্থিনী নয়কো,
রক্ষণ ও উপভোগ-পরিপোষণার জন্য
স্বামীর প্রয়োজন যা'দের,
তা'দের হৃদয়
নিবিষ্ট অনুধ্যায়িতা নিয়ে থাকতে পারে না,
ভাব-বিপর্য্যয়ই তা'দের জীবনকে
দোলায়মান ক'রে রাখে,
নিনড় প্রীতি নেই ব'লে
তা'রা নির্দ্বন্দ্ব হ'তে পারে না কিছুতেই,
আবার, দ্বন্দ্ব-দোদুল হৃদয় ব'লে
সুসন্ধিৎসু সুবীক্ষণী সহানুধ্যায়ী
অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
স্বামীর স্বার্থ, অর্থ বা সামর্থ্য যা'-কিছুকে
সুযুক্ত সুসঙ্গত অনুবেদনায় বিনায়িত ক'রে
নিয়ন্ত্রণ ও সুব্যবস্থায়
স্বামীর পরিপোষণ-তাৎপর্য্যে
তা'কে ব্যবহার করতেও পারে না;
তা'দের অন্তরেও দ্বন্দ্ব,
বাইরেও দ্বন্দ্ব,
এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম ক'রে

বা বিনায়িত ক'রে
সহজ-সচ্ছল-ভাবে
নিজেকে সমাবেশও করতে পারে না,
বিরোধ, বিদ্বেষ, হিংসা
স্বার্থ-সন্ধিৎসু পরশ্রীকাতর মান-অভিমান
ও আত্মভরণী যা'-কিছু—
তা'তেই তা'রা ব্যস্ত হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
এই কপট স্ত্রীত্বে
আত্মিক বিক্ষেপ
নিরন্তর দ্রোহদীপনা নিয়েই চলতে থাকে;
নিষ্ঠা যেখানে সুন্দর,
ঈশ্বর সেখানেই নন্দনা-দীপ্ত। ৮২।

নারীত্ব সার্থক-সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে সতীত্বে,
আর, মাতৃত্ব সার্থক হ'য়ে ওঠে
সুসন্ততির প্রসূতিত্বে,
আবার, সতীত্বই হ'চ্ছে মাতৃত্বের জননী। ৮৩।

স্বামীর অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলনে
যে যত দক্ষা,
শুভানুধ্যায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণে
যে যেমনতর ধীময়ী,
কুশল-তৎপর,—
মাতৃত্বেও সে তত প্রাজ্ঞ। ৮৪।

সদ্বংশজা নারী
তখনই শুভ-সন্ততির অধিকারী হ'তে পারে,—
যখন সে
তা'র বরেণ্য-কুল-সঞ্জাত
শ্রেয়কেন্দ্রিক সুতপা পুরুষের সহিত
পরিণীতা হ'য়ে থাকে,

আর, এর উল্টো যেখানে—
পরিধ্বংসী প্রজারই উদ্ভব হ'য়ে থাকে
সেখানে। ৮৫।

মেয়েদের অবৈধ ব্যভিচারদুষ্ট
বিকৃত জনন-নীতির অনুচর্য্যায়
যে মাতৃত্বের আবির্ভাব হয়,
তা' কিন্তু কোন দিক্-দিয়েই
পূজ্য নয়কো,
বরং তা' অভিশপ্ত,
'কুপুত্র যদ্যপি হয়
কুমাতা কভুও নয়'—
এই সাধুবাদ সেখানে
লাঞ্ছিত ও বিপর্য্যস্তই হ'য়ে থাকে। ৮৬।

সকলেরই
বিশেষতঃ মেয়েদের
কখনও নেশা, ভাঙ, অখাদ্য, কুখাদ্য,
যথা পেঁয়াজ, রসুন, মাংসাদি গ্রহণে
অভ্যস্ত হওয়া উচিত নয়,
এবং অনাচার, কদাচার,
ব্যসন ও কুক্রিয়াসক্তি
সযত্নে পরিহার করা উচিত,
তা' ছাড়া,
শ্রেয় বা স্বামী-অনুবর্ত্তী হ'য়ে
পরিবার, পারিপার্শ্বিকের ইষ্টানুগ সেবা
ও শ্রদ্ধানুচর্য্যায়
ব্রত, পাল-পার্ব্বণে
ব্যাপৃত থাকা কর্ত্তব্য;
এটা শরীর-মনের পক্ষে জীবনীয়,
পরিবারের পক্ষে উপাদেয়

এবং সুজনন-ব্যাপারে
হিতকর হ'য়ে থাকে। ৮৭।

যে-স্ত্রী
অন্তরস্পর্শী স্বামী-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বা বেদরদী চলনায়
স্বামীকে যতখানি মুক্ত বা ব্যাহত করে,
যতখানি আপনার ক'রে নেয়,
নিজের সাথে একায়িত ক'রে তোলে,
কিংবা বিচ্ছিন্নতা বা বিভেদ
সৃষ্টি ক'রে চলে,
তৃপ্তি বা অতৃপ্তির কারণ হ'য়ে ওঠে,—
সে তা'র তেমনতরই
মনোজ্ঞ বা বিরাগভাজন হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'র সন্তান-সন্ততিও
তেমনতর হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৮৮।

স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা,
অননুচর্য্যা, অবজ্ঞা বা উপেক্ষা,
গুরুজন বা স্নেহাস্পদ যা'রা
তা'দের প্রতি ক্রূর দৃষ্টি,
প্রলোভন-প্রবল স্বার্থ-সন্ধিক্ষু ভোগলিপ্সা,
নিন্দুক প্রকৃতি,
নিন্দার্হ যা'
তা'কে নিরোধ না করা,
এবং প্রশংসার্হ যা'
তা'কে উৎসাহান্বিত না করা,
ঘরের কথা বাইরে ছিটিয়ে দেওয়া,
অপ্রিয়বাদিতা,
অন্যকে দোষারোপ ক'রে
আত্মসমর্থনস্পৃহা ইত্যাদি

অনাসৃষ্টিরই প্রিয় আমন্ত্রক—
তা' নিজেরই হো'ক
বা সন্তান-সন্ততিরই হো'ক। ৮৯।

ব্যভিচারিণী কোন স্ত্রী
পিতৃকুলের সমান বা বরেণ্য
এমনতর কোন পুরুষে আত্মোৎসর্গ ক'রে
নিবাহ-নিবন্ধে পরিশুদ্ধ হ'য়ে
তৎস্বার্থান্বিত হ'য়ে
সেই সংসারের পরিজন ও পরিবার-বর্গের
তদর্থ-পোষণী সেবানুচর্য্যায়
যদি জীবন অতিবাহিত করে,
সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠার সহিত
ঐ আশ্রয়ে বসবাস করে,—
তা'কে সেই পুরুষের
পোষ্যা স্ত্রী বলা যেতে পারে;
অমনতর জীবন-যাপন
কুৎসিত হ'লেও শ্রেয়-অন্বিত,
সুকেন্দ্রিক অন্তঃকরণে
তা'রাও সৎ-জীবন যাপন করতে পারে,
লোককল্যাণী হ'য়ে আত্মনিয়ন্ত্রণে
তা'দের চরিত্র যতই সেবামুখর
সদ্‌গুণ-সমাবিষ্ট হ'য়ে থাকে
যেমনতরভাবে—
লোক-শ্রদ্ধাকর্ষকও হ'য়ে ওঠে তেমনি,
বিচ্ছিন্ন ব্যভিচারকে অতিক্রম ক'রে
সৎ-অনুচর্য্যী হ'য়ে
তা'রা আত্মনিয়ন্ত্রণ যত করে—
প্রকৃতিও তা'দের ততই
বিহিত মর্য্যাদা দিতে থাকে,
তা'দের সন্তান-সন্ততিও

পিতৃবর্ণই প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে—
যদিও নিম্ন-পর্য্যায়ের তা'রা। ৯০।

যদি কোন উৎকৃষ্ট-কুলসম্ভূতা নারী
কোন অপকৃষ্ট-কুলসম্ভূত পুরুষের সহিত
যৌন-সংস্রবান্বিতা হয়,
সে-পুরুষ বিদ্বানই হো'ক
ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতই হো'ক,
বা যতই শ্রেষ্ঠত্বের আসন
অধিকার করুক না কেন,
ঐ অপকৃষ্ট জৈবী-সংস্থিতি-সম্পন্ন কুলের
সর্ব্বনাশ তো হয়ই,
তা' ছাড়া,
ঐ পুরুষের নিষিক্ত পুংবীজাণু
ঐ নারীর বিধানে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
এমনতর বিরুদ্ধ বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে
যা'র ফলে, সেই নারীর
মস্তিষ্ক, মন ও দেহের সঙ্গতিকে
বিকৃত ক'রে
তা'কে বিকেন্দ্রিক,
ক্রূর ও কদাচার-পরায়ণ ক'রে তোলে—
মন ও বিধানের
দুরপনেয় বিপর্য্যয় এনে;
কিন্তু আবার সেই নারী যদি
ঐ পুরুষের সংস্রব ত্যাগ ক'রে
উচ্চ-কুল-সম্ভূত কোন শ্রেয়-পুরুষের
সংস্রব লাভ করে,—
তাহ'লেও তার গর্ভজাত সন্তান
উৎকর্ষী শ্রেয়-সৌষ্ঠবের সম্পদ্ হ'তে
অনেকখানি বিচ্যুত হ'য়ে ওঠে;
বঞ্চিত হয় সে

তা'র বৈধী প্রাকৃতিক পরিপোষণা হ'তে
অনেকখানি,
তথাপি তা' মন্দের ভাল,
সে-জনন
গণ-বিধ্বংসী বৈধী-বিবর্ত্তনের ব্যতিক্রম
সৃষ্টি করে কমই। ৯১।

দুষ্টা, ব্যভিচারিণী নারী
কুলে, শীলে, যোগ্যতা ও মর্য্যাদায় শ্রেয়
কোন পুরুষকে অবলম্বন ক'রে
একানুধ্যায়ী আবেগ নিয়ে
যদি জীবন কাটায়,
গণ-সমাজে
সে-ও বরং গ্রাহ্য হ'তে পারে,
কিন্তু প্রতিলোম-পতিতপা নারী
যতই জলুসওয়ালা হো'ক না কেন,
সে অনাচরণীয়া—
সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্যা,
দেবসেবা, গণসেবা ও রাষ্ট্রকার্য্যের পক্ষে
সে বিষাক্ত আবহাওয়া বিশেষ,
সে পরিবার, গণ-সমাজ ও রাষ্ট্রের
অমর্য্যাদাবাহিনী তো বটেই,
তা' ছাড়া, এমনতর সংক্রমণ-সরবরাহী
অপকৃষ্ট জাতকের প্রসূতি—
যা'রা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র,
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির অভিঘাত-স্বরূপ,
এক-কথায়,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য-সংঘাতী
হানাদারের সৃজয়িত্রী তা'রা;
সাবধান সমাজ!
বাঁচতেই যদি চাও,

সম্বর্দ্ধনাই যদি চাও,
সন্ধিৎসাপূর্ণ কূট কটাক্ষে
এই বিপর্য্যয় অভিযানকে নিরোধ কর। ৯২।

মেয়েরা যদি সুকেন্দ্রিক সদাচারী না হয়,
বা তা'দের বিবাহ-সংস্কৃতি
যদি সমীচীন না হয়,
তবে তা'দের গর্ভজাত সন্তান-সন্ততিদের
হামেশাই
অসুস্থ ও কদাচারী-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন
হ'য়ে উঠতে দেখা যায়;
কারণ, ঐ কদাচার-সংস্কার
অন্তর্নিহিত ডিম্বকোষকে
ব্যত্যয়ী ক'রে
শারীরিক নিরোধ-ক্ষমতাকে
দুর্ব্বল ক'রে তুলতে থাকে;
আর, পুরুষের বেলায়ও
তা'দের বীজকোষে
ঐ কদাচার সংক্রামিত হ'য়ে
মনোবৃত্তিকেও তদনুগ ক'রে তোলে;
তাই, স্বামী-অনুগ সুকেন্দ্রিকতা নিয়ে
মেয়েরা যদি সদাচারী হ'য়ে ওঠে,
তা'দিগকে সৎ-উৎসারণী
সন্দীপনা-প্রবণ হ'য়ে উঠতে দেখা যায়;
আর, যে-অনুচর্য্যায়
মেয়েরা স্বামীকে
কদাচার-প্রবণ ক'রে তোলে,—
তা'দের মনোবৃত্তিকেও
তদ্গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠতে দেখা যায় প্রায়শঃ—
আরোতরে। ৯৩।

জননি! স্মরণ রেখো—
তোমার ইষ্টানুগ,
সশ্রদ্ধ, স্বামিস্বার্থ-পরায়ণ
প্রাণবন্ত চরিত্র—
যা' বাক্যে, ব্যবহারে
ও অনুবর্ত্তী অনুচর্য্যায়
একটা সুসঙ্গত সমন্বয়ী অভিদীপনার
সৃষ্টি ক'রে তুলেছে—
তা'র মেকদার যেমনতর,
তোমাতে শ্রদ্ধাভিদীপ্ত সন্তান-সন্ততির
শিক্ষার বনিয়াদও তেমনতর,
তোমার আচার, ব্যবহার, বাক্যালাপ,
এমন-কি, প্রতিটি পদক্ষেপ পর্য্যন্ত
তা'দের অন্তঃকরণে
ঐ অমনতরই উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রে
চরিত্রকেও ঐ রঙ্গে রঙ্গিল ক'রে তুলবে,
যে জৈবী-সংস্থিতির প্রসবিত্রী তুমি,—
তোমার ঐ প্রকৃতি-সঙ্গত পরিচর্য্যাই
তা'দিগকে
তেমনতরই উদ্গতির পথে নিয়ে যাবে;
তুমি নিজে সংস্থ হও,
সুনিয়ন্ত্রিত হও,
আচারে, বিচারে, বাক্যে, ব্যবহারে,
যোগ্য কর্ম্মকুশলতায়
ঐ অভিদীপনা যতই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে
জলুস বিকিরণ ক'রে—
ততই আকৃষ্ট হ'তে থাকবে
তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার দিকে,
শুধু তা'রাই নয়—
এমন-কি, তা'দের পরিবেশও
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠবে তোমাতে;

ঐ অনুসরণে তা'দের যোগ্যতাও
অভিদীপ্ত হ'তে থাকবে,
বাক্য, ব্যবহার, চালচলনও
নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকবে তেমনি,
তোমার পোষণই তোমার মাতৃত্বের
উপযুক্ত অর্ঘ্য আমন্ত্রণ করবে—
তোমার তৃপ্তি ও সন্তান-সন্ততির
উদ্বর্দ্ধনের চাবিকাঠি ঐখানে। ৯৪।

নারীর মস্তিষ্কে যৌনদীপনা নিয়ে
যত পুরুষের ছাপ নিবদ্ধ হ'য়ে রইবে,
ঐ নারী
যে-কুলেই পরিণীতা হো'ক না কেন,
সেই কুলের কৌলিক প্রকৃতি
ততই বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে চলবে,
যেমনতর সংস্রবের ভিতর-দিয়ে
যৌনদীপনা যে-পরিক্রমায়
যে-পুরুষের ছাপ
স্মৃতিপথে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলবে,—
সন্ততি-প্রকৃতি তেমনতরই
উন্মার্গ-প্রকৃতি-সম্পন্ন হ'য়ে উঠবে,
আর, ঐ প্রকৃতির দ্বারা
অভিভূত বা আবিষ্ট
সংস্কার-সম্বদ্ধ প্রবৃত্তি
যা' ঐ প্রকৃতির আওতায় থাকে,
সেগুলি তেমনি
বিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে
মর্য্যাদাহারা অভিশপ্ত আলোড়নে
মূঢ়ব্যক্তিত্বে তৎপ্রকৃতি-সম্পন্ন হ'য়ে
উদ্গতি লাভ করবে;
ঐ জাতকের প্রকৃতিতে

অচ্যুত একানুধ্যায়িতার অভাবই
ঘটতে দেখা যায় প্রায়শঃ,
আর, জাতকের বৈশিষ্ট্যও
ব্যতিক্রম-দুষ্ট হ'য়ে চলে,
তাই, নারী শ্রেয়-শ্রদ্ধা-অধ্যুষিত
ঐ শ্রেয়-স্বার্থ-অনুচর্য্যী
মনোজ্ঞ-তপা আত্মনিয়ন্ত্রণশীলা
যতই হ'য়ে ওঠে,
ততই পরিবার, পরিবেশ, সম্প্রদায়
সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষেও
শ্রেয়প্রসূতি হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনাকেই প্রদীপ্ত ক'রে তুলে' থাকে,
আর, তা'ই সর্ব্বথা শ্রেয়। ৯৫।

তোমার ছেলে-পুলে বা সন্তান-সন্ততি—
তা'রা যে তোমায় শ্রদ্ধা করে না,
সেবা করে না
বা সদ্ব্যবহার করে না তোমার সাথে—
কেন, তা' কি ভেবে দেখেছ?—
তুমি তোমার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী,
গুরু, আত্মীয়-স্বজনদিগকে
আপ্রাণ ইষ্টনিষ্ঠা নিয়ে
সক্রিয় সানুকম্পী বাক্য
ও সদ্ব্যবহারের সহিত সেবা করনি,
ফুল্ল ক'রে তোলনি তা'দিগকে,
তোমার হস্ত পদ্মহস্ত হ'য়ে ওঠেনি—
একটা সম্ভ্রম-স্নেহল-অনুরাগী সেবায়
তা'দের কাছে,
বাক্য, ব্যবহার ও কাজে
গরমিলই দেখে এসেছে

তোমার সন্তান-সন্ততি তোমাদের ভিতর,
হয়তো, দ্বন্দ্বভরা ঝগড়া-ঝাঁটি
তোমার স্বামী বা শ্বশুর-শাশুড়ী
বা গুরুজনের সাথে
দেখে এসেছে তা'রা,
তা'দের প্রবৃত্তিও ক্রমশঃই
সেই রং-এ রঙ্গিল হ'য়ে উঠে চলেছে,
তোমার চরিত্র দেখে
সশ্রদ্ধ, সানুকম্পী অনুরাগে
তা'রা তোমাতে
আনত হ'য়ে উঠতে পারেনি তাই,
খতিয়ে দেখ,
তোমার আপন প্রকৃতিই
তা'দিগকে
বিকৃত-প্রকৃতিসম্পন্ন ক'রে তুলেছে
ঐ অনুদ্যোতনায়;
নিজে সংস্থ হও,
সশ্রদ্ধ সেবা-সানুকম্পিতায়
বাক্ ও ব্যবহারে নন্দিত ক'রে
নিষ্ঠায় ইষ্ট-সুনিষ্ঠ ক'রে তোল—
নিজে হ'য়ে তা'দিগকে,
আর, বাক্য, ব্যবহার
ও লোকপরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তা'রা যেন তোমাকে
মিলনোচ্ছল, সৌজন্যপ্রাণ,
সেবাসম্বুদ্ধ প্রকৃতিযুক্ত দেখতে পারে,—
তা'দের মাথা যেন
আপনি আনত হ'য়ে ওঠে তোমাতে,
তুমিও স্বস্থ হবে,
তা'রাও সুখী হ'য়ে উঠবে তোমাতে। ৯৬।

নারীর সুজাতক-জননী হ'তে গেলেই চাই—
স্বামীর অর্থাৎ পুরুষের
মনোজ্ঞ হবার উদ্গ্রীব আকাঙ্ক্ষা
সক্রিয়ভাবে পেয়ে বসা,—
যা' না করতে পারলেই
নিজের অন্তর
বেদনায় অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে,
তা'র আনুকূল্যে উচ্ছল আগ্রহ
ও আনুকূল্যজনক কর্ম্ম-নিরতি,
প্রতিকূল যা'—
তা'র নির্ম্মম নিরোধ বা বর্জ্জনে
ইষ্টীপূত অনুনয়নে
সুব্যবস্থ মিতিচলনসম্পন্ন হ'য়ে
স্বামী ও স্বামীপরিবারের হৃদ্য অনুচর্য্যা,
নিন্দনীয় কোন-কিছুকে
বা দোষদৃষ্টিকে
কোনরকমে প্রশ্রয় না-দেওয়া
বা না-বলা,
শুভ বা সৎ যা'—
তা'কে কথায়, আচারে, ব্যবহারে,
পরস্পরের ভিতরে আদানে-প্রদানে
তৃপ্তি-উপভোগ;
নারী তা'র ব্যক্তিত্বকে বিনায়িত ক'রে
এইগুলি জীবনে যতই
আয়ত্ত করতে পারবে,—
বরেণ্য-কুল-অভিজাত স্বামী হ'তে
বরেণ্য সন্তানেরই
প্রসূতি হ'য়ে উঠতে পারবে ততই,
প্রসাদ-নন্দিত অন্তঃকরণ নিয়ে
দুনিয়াকে উপভোগ করা
তা'র পক্ষে হস্তামলকবৎ হ'য়ে উঠবে। ৯৭।

পুরুষের পৌরুষ-সম্বেগ-অনুস্যূত
জনি-বিনায়ন স্থিতিস্থাপক,
কিন্তু নারীর অন্তর্নিহিত যোগাবেগ-সম্ভূত
রজ্‌স-দীপনা,
ডিম্বকোষের ভিতর যে রজোবিন্যাস
সৃষ্টি ক'রে থাকে
যা'কে স্ত্রী-জনি বলে—
তা' পুরুষ-সঙ্গত অনুক্রমণায়
যথাপ্রকৃতি সজ্জিত হ'য়ে
মর্ম্মে ঐ পৌরুষ-সন্দীপ্ত ধারণার
রেখাপাত করে;
তাই, যে-নারী
যত পুরুষের সঙ্গতি লাভ করে,
রজোবিন্যাসও তা'র তেমনতরই
ঐ ঐ সম্বেগ-অনুপাতিক
বিন্যাস-বিধৃত হ'তে চায়,
আবার, বহু-পুরুষগামী যে স্ত্রী—
তা'র বিন্যাসও অমনতরভাবে
বহু পুরুষে বিন্যাসিত হ'য়ে
একটা বিড়ম্বিত বিকার সৃষ্টি ক'রে তোলে—
বিধানকে বিক্ষুব্ধ ক'রে,
ফলে, পুরুষ-বীজানুগ রজোবিন্যাসও
তেমনতর সম্বেগদীপ্ত হ'য়ে ওঠে না,
সুজননও ক্ষুব্ধ হয়—
ঐ অন্তরের ধৃতিরেখা-অনুবেদনী
অনুধায়ী বিড়ম্বনায়;
আবার, নারীর বহুগমনাধিক্য
যে-ক্ষেত্রে যত বেশী হয়—
সেখানে প্রকৃতি বা বৈধানিক স্বভাবই
তা'র গর্ভধারণ-ক্ষমতাকে
নিরুদ্ধ ক'রে তোলে,

তাই, নারীর বহু পুরুষ-সঙ্গতি
সৃজন-বিক্ষোভী, ব্যতিক্রমী,
কিন্তু পুরুষের বেলায় তেমনি নয়কো,
সেজন্য এক পুরুষ
বৈধী-অনুক্রমণায়
বহু স্ত্রীর স্বামী হ'তে পারে;
কিন্তু একই নারীর পক্ষে
বহু পুরুষের স্ত্রী হওয়া—
বিকারের বিড়ম্বিত আহ্বান ছাড়া
আর কিছুই নয়কো;
ঈশ্বর পরম পুরুষ—
প্রকৃতির বহু আলিঙ্গনেও
তিনি সলীল—
প্রদীপ্ত সম্বেগ। ৯৮।

পতিব্রতা সতী-সাধ্বী রমণীর সন্তান-সন্ততি
সুকেন্দ্রিক আত্ম-বিনায়ন-তৎপর হ'য়ে ওঠে,
কারণ, তা'র অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
এমনই দৃঢ় চলৎশীল,
যা'র ফলে, ঐ সন্তান-সন্ততির
বৈধানিক বিনায়না—
অন্তর্নিহিত যোগাবেগ—
তদনুপাতিকই হ'য়ে থাকে,
ব্যক্তিত্বও
ঐ সংগঠনে সংগঠিত হ'য়ে থাকে;
সম্বেগ যেখানে শ্লথ,
আত্মবিনায়ন-তৎপরতা
ও অনুচর্য্যী অনুবেদনাও
সুসঙ্গতি নিয়ে
সেখানে বিন্যাস-বিবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে না,
বোধিমর্ম্মও তেমনি অবিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে,

যে কুল, যে পুরুষানুক্রম
ও যেমনতর তপানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
পুরুষের অন্তর্নিহিত জনি
এবং নারীর অন্তর্নিহিত রজস্-দীপনা
যেমনতর বিন্যাস-সংস্থ হ'য়ে ওঠে,—
তা'দের বোধি, বিবেচনা, বিচারণাও
তেমনি বাক্য, ব্যবহার, আচরণ-সমন্বিত হ'য়ে
তেমনতর ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে;
তাই, উপযুক্ত পরিপোষণী কুলের
পরিপোষণী প্রকৃতি-সম্পন্ন কন্যার সহিত
যদি উপযুক্ত পরিপূরণী কুলের
পরিপূরণী চরিত্র-সম্পন্ন পুরুষের
বিবাহ হয়,—
তজ্জাত সন্তান-সন্ততিও
সেই বিধায়নায়
বিধৃত হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে—
যদি অন্তঃক্ষেপ কিছু
সংঘটিত না হ'য়ে থাকে;
ঈশ্বরের ব্যক্ত অভিদীপনাই
প্রেরিত পুরুষোত্তম,
তাঁ'তে আত্মবিন্যাস করাই
ঈশ্বরে আত্মবিন্যাস,
ঐ স্থয়ী বিন্যাস-সঙ্গতিতে
যে যেমন সঙ্গত হ'য়ে ওঠে—
অচ্যুত ভাব-সম্বুদ্ধ হ'য়ে,—
সে তদনুপাতিক
পরাবর্ত্তনী সংগঠনে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
ঈশ্বরই পরাবর্ত্তনী সম্বেগ। ৯৯।

জীবনে যদি প্রস্বস্তি উপভোগ করতে চাও,
অন্তঃকরণকে সুখী রাখতে চাও,—

স্বগণ ও গুরুজন-সহ
তোমার স্বামীর প্রতি
এক-কথায়, তোমার স্বামী ও তৎ-সম্পর্কিত
শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহাস্পদ যা'রা
তা'দের প্রতি নিরভিমান হও
অমানিতা নিয়ে;
স্বামীর সোহাগ প্রত্যাশা করতে যেও না,
স্বামীকে সোহাগ-সৌজন্যে
আপ্যায়নী অনুচর্য্যায়
স্ফীত-ফুল্ল ক'রে তোল,
এবং অপ্রত্যাশিতভাবে
তাঁ'র সোহাগ যদি পাও—
নিজেকে তা'তেই কৃতার্থ মনে ক'রো;
তাঁ'র স্বার্থ তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠুক,
তাঁ'র অনুরতি ও অনুগতি
তোমার জীবনের প্রিয়প্রবণতা হ'য়ে উঠুক,
তাঁ'রই উপচয়ী সম্বর্দ্ধনাই
তোমাকে ব্যাপৃত ক'রে রাখুক,
তাঁ'র জীবনবর্দ্ধনাই
তোমার আত্মপ্রতিষ্ঠা হ'য়ে উঠুক;
অমনতর ক'রেই
স্বতঃ-অনুধ্যায়ী অনুবেদনা নিয়ে
আত্ম-নিয়মন কর,—
সোহাগ-সন্দীপনী
আত্মপ্রসাদী অনুপ্রেরণা নিয়ে;
বাধাবিপত্তিগুলিকে বিনায়িত ক'রে
ব্যবস্থিত বিনায়নার কুশল দক্ষতায়;
স্বাস্থ্যকে স্বস্তি-মণ্ডিত রেখো,
শ্রমকাতর হ'য়ো না,
তাঁ'র বিরাগ, বিদ্রূপ বা ব্যতীপাতে

বিক্ষুব্ধ না হ'য়ে
তাঁ'র স্বার্থ ও স্বস্তি-সাধনে
রত থেকো,
এবং তাঁ'র অবগুণ যদি কিছু থাকে—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে
সুকৌশলে
তন্নিরাকরণে যত্নবান হ'য়ো;
এই স্ফীতি-ফুল্ল
আত্মবিনায়নী রাগদীপনাই
সুসন্তানের জননী হবার
সু-সন্দীপ্ত সু-বর্ত্ম,
সতী হও,
সাধ্বী হও,
ঈশ্বরই সৎ-সত্তা,
তাঁ'র আশীর্ব্বাদ-অনুরণন
তোমার জীবনকে নন্দিত ক'রে তুলুক—
যোগ্যতার জীয়ন্ত সংক্রমণে। ১০০।

যিনি সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
তোমার কুল-বরেণ্য—
তিনিই তোমার শ্রেয়,
তিনিই তোমার স্বামী হবার উপযুক্ত;
আগে সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
স্বামিতপা হও,
তাঁ'র অনুচর্য্যায়
তোমাকে ব্যাপৃত ক'রে তোল—
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনী অনুপ্রেরণায়,
সুতপা নিষ্পন্নতার সুদীপ্ত সৌকর্য্যে,
তিনিই তোমার সত্তার
কেন্দ্রপুরুষ হ'য়ে উঠুন,
সংহত হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে তুমি

সর্ব্বতোভাবে—
অবিচ্ছিন্ন অনুরতি নিয়ে,
তবেই তোমার স্ত্রী-ত্ব সার্থক হ'য়ে উঠবে;
আগে নারী হও,
উপযুক্ত স্ত্রী হও,
পরে মা হ'তে যেও,
সে-মাতৃত্ব সুজাতকেরই
জননী হ'য়ে উঠবে—
প্রাকৃতিক পরিবেষণী তৎপরতায়,
তা'ছাড়া, তোমার অন্তর-উৎসারিত মাতৃত্ব
স্বামিতপা অনুবেদনা নিয়ে
পরিবেশে সমীচীন তৎপরতায়
ব্যাপ্তিলাভ করতে থাকবে;
এই সক্রিয়-সহজ নিরতির ভিতর-দিয়ে
তোমার সতীত্ব যতই
স্বতঃ-গরীয়ান হ'য়ে উঠবে,
তোমার সত্তা যতই
স্বামী-সম্বদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
তোমার মাতৃত্বও ততই
সার্থক হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, প্রবৃত্তি-প্ররোচিত পাতানো মাতৃত্ব
অনেক সময়
পাতকেরই স্রষ্টা হ'য়ে থাকে;
চ্যুতির পরিচর্য্যা
নিজেকে প্রতারিত করে—
প্রবৃত্তির প্রলুব্ধ পরিবেদনায়। ১০১।

যিনি তোমার বরেণ্য—
তা' জন্মে, বর্ণে, গোত্রে,
কুলে, যোগ্যতায়,
আচরণে, চরিত্রে—

সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়,
তাঁ'র সাথে পরিণীতা হ'য়ে
তুমি যদি
ইষ্টানুগ চলনের সহিত
তাঁ'তে সর্ব্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ ক'রে
সুষ্ঠু আত্মনিয়মনী অনুবেদনায়
বহনই না করতে পার তাঁ'কে,
সরাসরি
তোমার স্বার্থ ক'রে তুলতে না পার—
নিজ স্বার্থকে তাঁ'তেই অর্থান্বিত ক'রে,—
তোমার বধূত্ব কিন্তু
সার্থকই হ'য়ে উঠবে না;
আর, বধূত্ব যেখানে সার্থক হ'য়ে ওঠে না—
নারীত্বও সেখানে ব্যর্থ হ'য়েই থাকে,
আবার, নারীত্ব যেখানে ব্যর্থ—
সন্তানের প্রসূতি হওয়াও
সেখানে দিকদারি মাত্র;
হৃদয়-ঢালা সুক্রিয় আবেগ নিয়ে
তাঁ'কে যদি আলিঙ্গন না করতে পার—
আচারে, ব্যবহারে,
পূরণে, পোষণে,
সংরক্ষণী তৎপরতায়,
সর্ব্বতোভাবে,
বাস্তব স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী অনুক্রিয়
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
কেন্দ্রায়িত ক'রে নিজের যা'-কিছুকে
অর্থনার অনুবেদনী ধী-বিনায়িত
ব্যক্তিত্ব নিয়ে,—
তুমি সুখী হবে কিসে?

নদীর কিনারায় ব'সেও
জলাতঙ্ক রোগীর মতন
ক্ষোভ ও অনুতাপ-জর্জ্জরিত হ'য়ে
তোমার জীবন অতিবাহিত করতে হবে;
মনে রেখো—
তোমার জীবনে শ্রেয় যিনি,
স্বামী যিনি,
তাঁ' হ'তে লাখ পেলেও
সুখ-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে পারবে না কিন্তু,
দিয়ে তাঁ'কে যত
প্রীতিপ্রদীপ্ত ক'রে তুলবে,
স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায়
অব্যর্থ ক'রে তুলতে পারবে—
পাবার প্রত্যাশা না রেখে,—
না-পেয়েও সুখের আলিঙ্গনে তৃপ্ত হবে তুমি,
আর, পেলে
তাঁ'র আশীর্ব্বাদী ব'লে
মাথায় ক'রে নিয়ে
তৃপ্তির অভিবাদনে
তর্পিত ক'রে তুলবে তাঁ'কে,
তুমি বুঝতে পারবে—
সুখ কেমন ক'রে ও কিসে হয়;
ফাঁকি-দেওয়া জীবন
চিরদিনই ফাঁকাই হ'য়ে থাকে;
তাই, সুকেন্দ্রিক হও,
ইষ্টানুধ্যায়ী অনুচলনে
স্বামিসেবায় নিরত থাক—
তাঁ'র স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনী
অনুকম্পী অনুচর্য্যা নিয়ে,
আর, তোমার ব্যক্তিত্ব
সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে;
ঈশ্বরই জনগণ-বল্লভ। ১০২।

নারি!
সব দিক-দিয়ে
বৈধী উপযোগিতার সহিত
তোমার যে বরেণ্য,
তাঁ'তে যদি পরিণীতা না হও,
আভিজাত্য ও কৃষ্টি-স্থৈর্য্যকে সার্থক না ক'রে
অশ্রেয়তে আত্মসমর্পণ কর,
বা অপকৃষ্টে আনুগত্য-সম্পন্ন হ'য়ে
নিজের অপলাপ আমন্ত্রণ কর—
অবৈধ ব্যভিচার-দুষ্ট কামনায়
প্রতারিত হ'য়ে,—
তোমার ঐ বিক্ষুব্ধ সত্তা
বিধ্বস্তির বিকৃত আলিঙ্গনে
নিজের বিশেষত্বকে অপমান ক'রে
লাঞ্ছিত ক'রে—
নগ্ন নারকীয় পুতিস্রোতা
হবে তো বটেই,
তা' ছাড়া, সন্তান-সন্ততির জৈবী-সংস্থিতিকে
বিক্ষুব্ধ ও বিমর্দ্দিত ক'রে
দিশেহারা তামস প্রবৃত্তির ইন্ধন-করতঃ
নরকস্রোতা ক'রে তুলবে—
পঙ্কিল, পাপ-সঙ্কুল
বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ক'রে,
দুর্ব্বল বা আসুরিক
অনুনয়ন-প্রবণতায়,—
যা' তোমার পরিবার ও পরিবেশে
সংক্রামিত হ'য়ে
সমাজ ও রাষ্ট্রকে
পরিধ্বংসের বিকট প্রবাহে নিক্ষেপ ক'রে
রাষ্ট্রিক লোকজীবনকেও
ধ্বংসস্তূপাচ্ছন্ন ক'রে তুলবে;

যত পাপই থাকুক না কেন—
প্রকৃতিতে এমনতর পাপের ক্ষমা
আছে কিনা জানি না,
আর, এতে তোমার মাতৃত্বও
বিকারগ্রস্ত হ'য়ে
রোদনমাতাল অভিযান-পরায়ণ হ'য়ে উঠবে,
তোমার অশুদ্ধ মাতৃত্ব
বিকারোচ্ছল অভিযানে
মাতৃত্বের পূজাকে অবদলিত ক'রে
সন্তান-সন্ততির জীয়ন্ত সমাধি সৃষ্টি ক'রে
চলতে থাকবে,
তোমার ঐ মাতৃত্ব
নাগমাতার সন্তান-হননক্রিয়াতেই
পরাকাষ্ঠা লাভ করবে,
তাই, ঐ জাতীয় মাতৃত্বের পূজা
পাপেরই আরাধনা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ১০৩।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ-শ্রেয়ানুচর্য্যী
স্বামী-স্বার্থান্বিত হ'য়ে
তদনুবর্ত্তিনী হওয়াই
স্ত্রীলোকের পুণ্য-সার্থকতা,
অর্থ, সম্পদ্, ব্যসন, ভূষণ,
ইত্যাদির প্রলোভনমুগ্ধ হ'য়ে
তাঁ'র সাধ্যমত অবদানকে
শ্লেষ-সম্বোধনে
তাচ্ছিল্য ও অনুযোগ ক'রে
তাঁ'র অন্তঃকরণকে বেদনাপ্লুত ক'রে তোলা
পাপ-ও-পাতিত্য-জনকই,
বাক্যে, কর্ম্মে, মন্ত্রণায়
অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে

সুখ-সন্দীপনায় তাঁ'কে উল্লসিত রাখাই
পাতিব্রত্যের মূলভূমি,
তাঁ'র সত্তাস্বার্থই
নিজের স্বার্থ ক'রে নিয়ে
জীবনের ভূষণ ক'রে নিয়ে
নিজের প্রবৃত্তিগুলিকে
ক্লেশ-সুখ-প্রিয়তায়
সার্থক অন্বয়ে
তৎসত্তাপোষণী
ও তদনুচর্য্যাপরায়ণ ক'রে তোলাই
বিবাহিতা নারীর পুণ্য তপ,
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
একানুধ্যায়িতায় নিজ সত্তা-জ্ঞানে
তাঁ'র অনুবর্ত্তন না-করা
নিজের পক্ষে তো ক্ষতিজনকই,
সন্তান-সন্ততির পক্ষেও
তা' বিষাক্ত প্রস্রবণ,
সন্তান-সন্ততির সর্ব্বনাশা অনুপ্রয়োগই ঐ,
এমন-কি, সন্তান-স্বার্থকে উপেক্ষা ক'রেও
স্বামী-স্বার্থ-সম্পোষণই শ্রেষ্ঠ করণীয়,
কারণ, সন্তানের স্বার্থও
মুখ্যতঃ স্বামী-স্বার্থের উপরই নির্ভর করে,
তা' ছাড়া, নিজের বাক্য, ব্যবহার
ও কর্ম্মঠ অনুচর্য্যা
পরিবার-পরিজনের প্রতি
যেমন অপ্রীতিকর হ'য়ে ওঠে,
সন্তান-সন্ততিও তা'দের কাছে তেমনি
অপ্রীতিকর হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
প্রীতি-অনুচর্য্যাই প্রীতির আমন্ত্রক;
স্বামী যদি কিছু দেন বা না দেন,
তা'তে বিরক্তি বা বিষাদ প্রকাশ করা

উচিত নয়কো,
এতে পাতিব্রত্য ভঙ্গ হয় নির্ঘাত কিন্তু,
তমসার গাঢ় আচ্ছন্নতা
তা'কে বিদ্রূপ করতে থাকে—
দাম্ভিক প্রবৃত্তির কূটদন্তী মুখব্যাদানে,
তাই, তিনি
তৃপ্তিসহকারে যা' দিয়ে সুখী হন—
তা'তেই উৎফুল্ল হওয়া সমীচীন;
গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় উপকরণ-সংগ্রহ
ও আয়-ব্যয় ও ব্যবস্থিতির
প্রয়োজনানুপাতিক পরিবেষণকে
কখনও অবহেলা করতে নেই;
স্বামীর দুঃখ-কষ্টের অংশীদার হ'য়ে
তাঁ'র হৃদয়ের বেদনা লাঘব করাই হ'চ্ছে
মানসিক অনুচর্য্যা,
আপদে, বিপদে, বিড়ম্বনায়, অপবাদে,
সুমন্ত্রণায়,
কুশলকৌশলী দক্ষ-তাৎপর্য্যে
তাঁ'র সমর্থক ও দুর্ভেদ্য রক্ষা-প্রাচীর হ'য়ে
নিজেকে দৃপ্ত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
নারী-বিক্রম,
তাঁ'র রক্ষণাবেক্ষণ, পূরণপোষণ
ইত্যাদি সব-যা'-কিছুর দায়িত্ব নিয়ে
তাঁ'কে স্বস্তিতে উদ্দীপ্ত ক'রে বহন করাই
বিবাহিতা নারীর স্ত্রী-ধর্ম্ম;
তাই বলি, নারি!
তুমি এই পুণ্য নীতি হ'তে
কখনও বিচ্যুত হ'য়ো না,
একে উপেক্ষা ক'রে
আত্মঘাতী হ'তে যেও না,

সন্তানঘাতী হ'তে যেও না,
আবার, ঐ আদর্শকে পরিবেষণ ক'রে
লোকঘাতীও হ'তে যেও না;
পতিই তোমার জীবনব্রত হউন,
শ্রেয়ানুগ অনুচর্য্যায়
তাঁ'কে সম্বুদ্ধ ও সমৃদ্ধ ক'রে তোল,
শীল ও সম্পদ্ নন্দিত-অভ্যর্থনায়
তোমাকে অভিবাদন করবে। ১০৪।

শোন কন্যা!
যখন তুমি বিবাহিতা হ'লে,
সদৃশ কুলে পরিণীতা হ'য়ে
তোমার বংশমর্য্যাদাকে
অটুট ও অক্ষুণ্ণ রেখে
সাংস্কৃতিক অনুচলনকে
উচ্ছল ক'রে তুলে'
পালন-পোষণ ও সত্তা-সংরক্ষণায়
সন্দীপ্ত ক'রে
ভরণে আপূরিত ক'রে
উচ্ছল উদাত্ত তৃপণায়
সন্তান-সন্ততিকে বিভাজিত ক'রে
দারাত্বের সার্থকতায়
সব দিক্-দিয়ে সম্বৃদ্ধ ক'রে চ'লে
সম্বর্দ্ধনার তৃপণ-ছন্দে
ধৃতিপোষণী নন্দনার ভাবদীপনাকে
উচ্ছলতায় সৌষ্ঠবমণ্ডিত করাই
তোমার ব্যবস্থ জীবনের
পরম ধর্ম্ম ও কর্ম্ম;
যে-প্রীতি
অন্যকে ক্ষুব্ধ না ক'রে
ধীরলক্ষ্যে ঐ স্বামীকে

যিনি তোমার সত্তার পরম বিভূতি—
তাঁ'কে
স্বস্তি ও সম্বৃদ্ধির
সেবামুখর কৃতি-আরতি নিয়ে
তৃপ্ত ক'রে তোলে,
তেমনতর প্রীতি-মুখর চলনে চলাই কি
তোমার সার্থকতা নয়?
ঐ স্বামীই অপত্যরূপে
জন্মগ্রহণ ক'রে থাকেন
উপযুক্ত সন্তান-সন্ততিতে,
তাই, তুমি আখ্যায়িত হও 'জায়া' ব'লে,
তুমি আখ্যায়িত হও 'বধূ' ব'লে,
তুমি আখ্যায়িত হও 'পত্নী' ব'লে,
তুমি আখ্যায়িত হও 'ভার্য্যা' ব'লে,
আখ্যায়িত হ'য়ে থাক 'দারা' ব'লে,
তুমি ঐ স্বামীরই স্ত্রীমূর্ত্তি;
তাই, স্মরণ রেখো—
তোমার সত্তার দায়িত্ব কতখানি,
লক্ষ্য রেখো—
সে-দায়িত্বকে আপূরিত করতে পার—
কোথায়, কখন, কেমন ক'রে,
সংসারের মিতি-চলনশীল
ব্যবস্থ বিনায়নে,
স্বস্তিতে সম্বৃদ্ধ ক'রে তাঁ'কে,
আর, অর্থান্বিত হ'য়ে উঠুক
তোমার জীবন তা'তেই
সব দিক্-দিয়ে
সব রকমে;
জীবনীয় ধৃতি-অনুশাসনকে
অক্ষুণ্ণ রেখে

জীবন-যাগ উদ্‌যাপন করতে ত্রুটি না হয়—
নজর রেখো,
তোমার এই স্বামী-যাগ
চিরদিনই অচ্ছেদ্য,
তাই, তুমি ছেদহীনা,
তাই, তোমার সত্তাই
দানদীপ্তা, যাগপ্লুতা। ১০৫।

স্ত্রীর স্বস্তি
তখন থেকেই সন্দীপিত হ'তে থাকে—
স্বামীর প্রতি
নিবিষ্ট নিষ্ঠা ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে
সেবামুখর অনুধায়নায়
যখন সে তাঁকে পরিচর্য্যা ক'রে
তৃপ্তি লাভ করে,
ক্রমেই স্বামীর যা'-কিছু সবই
তা'রই হয়ে ওঠে—
স্বামীর বাস্তব পূজারিণীর মত;
আর, তা'তে তৃপ্তিও পায় সে অঢেল,
ব্যতিক্রমদুষ্টও হয় না প্রায়ই;
আর, যখন স্বামী
স্ত্রীকে অনুসরণ করে,
তা'র মোহে মুগ্ধ হ'য়ে
নিজের পরিবারের আর সবাইকে
ব্যঙ্গদীর্ণ ঘৃণ্য চক্ষুতে
দেখতে থাকে,—
স্বস্তি তখন থেকেই
শীর্ণতা নিয়ে
ভঙ্গুর তাৎপর্য্যে
সমস্ত সংসারটাকে ছারখার ক'রে দেয়,
নষ্টও তখন

ক্রমশঃই স্পষ্টতর হ'তে থাকে,
পরে লাখো আপসোস হো'ক—
তা'কে আর
স্মিত-সুন্দর ক'রে তুলতে পারে না;
সমস্ত প্রবৃত্তির সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
নিবিষ্ট অন্তঃকরণে
স্বামিসেবাই তো
স্ত্রীর পরম সতীত্ব,
নয়তো—
নারীত্ব তো সেখানে ব্যর্থ,
বিভ্রান্ত, বিনষ্ট হ'য়েই চলতে থাকে;
তাই বলি—
নষ্টকে আমন্ত্রণ ক'রো না,
ইষ্ট-উদ্দীপনায়
একনিষ্ঠ হ'য়ে
স্বামীর যা'-কিছুকে আপন ক'রে নিয়ে
স্বামীর সেবাশুশ্রূষায়
তৎপর হ'য়ে থাক ;

গৃহস্থালীর যা'-কিছু সমস্ত
নর্ত্তন-ছন্দে
তোমার উপাসনা করতে থাকবে,
মাতৃত্ব
তোমার ভিতর দ্যুতিবিস্তার করবে,—
স্নেহ-নন্দনায়
সব যা'-কিছুকে আলিঙ্গন ক'রে
সন্তৃপ্ত করতে থাকবে। ১০৬।

কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে
শুধুমাত্র
কাম-কামনার ইন্ধন ক'রে নিয়ে থাকাই

পতি বা পত্নীত্বের পরিচয় নয়কো,
বা তা'কেই স্বামী বা স্ত্রী বলে না;
স্বামী মানেই হচ্ছে—
স্ত্রীর স্ব-এর প্রতীক পুরুষ,
আর, তিনিই তা'র প্রভু,
পত্নী মানেই পালয়িত্রী,
স্বামী স্ত্রীর পরিপূরক,
আর, স্ত্রী স্বামীর পরিপোষক,
এই পারস্পরিক পরিপূরণা ও পরিপোষণার
ভিতর-দিয়েই
উভয়ের সত্তা স্বস্তিলাভ করে;
স্বাভাবিকভাবে স্বামীর
অনুপূরণী অনুচর্য্যায়
সক্রিয় হ'য়ে ওঠা,
বা তাঁ'র পক্ষে যা' প্রতিকূল
বা অমনঃপূত
তা'র প্রতিবাদ করা, বর্জ্জন করা
বা নিরোধ করা,
সর্ব্বতোভাবে তাঁ'র মনোজ্ঞ হ'য়ে চলা,
পরিচর্য্যা-পরিবেষ্টিত হ'য়ে
পরিশোভিত হ'য়ে থাকা—
স্ত্রীত্বের সার্থকতা ওতেই,
তা' যেখানে সার্থক হ'য়ে ওঠেনি—
তা'র ব্যক্তিত্বও সেখানে ব্যর্থ। ১০৭।

যে-স্ত্রী স্বামিপ্রাণতা নিয়েও
ইষ্টনিষ্ঠায় স্বতঃ-সম্বৃদ্ধ,
সাত্বত-পন্থী,
শুভ-পরিচর্য্যা-নিরত,
কুশল-কৌশলী,
সে তো সহধর্ম্মিণী বটেই—

তা'ছাড়া মন্ত্রণার যোগ্যা,
তা'র বোধ, বৃত্তি ও পন্থাকে
বিবেচনা ক'রো,
আর, উপযুক্ততা-অনুযায়ী
তা' অনুসরণও ক'রো;
কিন্তু ইষ্টসঙ্গতির ব্যত্যয়ী যে,
আত্মস্বার্থ-পরায়ণতাই
যা'র স্বাভাবিক অনুচলন,
তোমার নিষ্ঠা শিথিল হয়
যা'র সাহচর্য্যে,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নিয়ে
অনুচর্য্যী নয়কো যে,
সে তোমার স্ত্রী হ'তে পারে,
সহধর্ম্মিণী নয় কিন্তু,
মন্ত্রণার উপযুক্ত পাত্রী নয়কো;
এমনতর ক্ষেত্রে
তা'র মন্ত্রণা নিয়ে চলা—
মানুষকে বিপদ্‌গ্রস্তই ক'রে তোলে,
বর্দ্ধনাকে সঙ্কুচিত ক'রে তোলে,
আর, তা' কাপুরুষেরই লক্ষণ। ১০৮।

যে-স্ত্রী
স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ-কারিণী
ক্লেশ-দায়িনী, দায়িত্ববিহীনা,
রুষ্টভাষিণী বা তাচ্ছিল্যপরায়ণা,
স্বামীর সত্তাপোষণী নয়কো,
স্বামী-স্বার্থে স্বার্থবতী নয়কো,
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে,
তাঁ'র সৎ-সম্বর্দ্ধনী নয়কো,
বিকেন্দ্রিক ব্যত্যয়ী-চলন-সম্পন্না,
অন্যায্য অমিতব্যয়ী,

আয়কে উল্লঙ্ঘন ক'রে
এমনতর ব্যয়ের অনুবর্ত্তনা সৃষ্টি করে—
যা'তে দৈন্যে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া
উপায়ই থাকে না,
অব্যবস্থ ও অসৌষ্ঠব চলনে
স্বামী-প্রস্বস্তিকে ব্যাহত ক'রে চলাই
স্বাভাবিক চলন যা'র,—
এমনতর স্থলে ইষ্টানুগ পথে
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ের সহিত
সুষ্ঠু বাক্ ও নীতি-তাৎপর্য্যের সুপরিবেষণে
সাধু ও সংযত ব্যবহারে
অথবা শাসন ও তোষণের সহিত
সেই স্ত্রীর
সংশোধন-প্রয়াসী হওয়াই শ্রেয়;
কিন্তু ঐ অবস্থা যদি
বিপর্য্যয়ী, সত্তাঘাতী হ'য়ে ওঠে—
তখন নিজেকে বিপন্ন না ক'রে
সাধ্যমত ঐ স্ত্রীর
জীবন-যাপনী খরচ বহন ক'রে
নিজেকে আলাহিদা রাখাই
সুযুক্তিযুক্ত,
কিংবা একত্র থাকলেও
ঐ স্বামীর এমনভাবে চলা উচিত—
যা'তে সে তা'র অবাঞ্ছিত ব্যবহার
এড়িয়ে চলতে পারে;
এটা ততক্ষণ—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে
স্বামী-সত্তাপোষিণী, দায়িত্বশীলা,
প্রিয়বাদিনী, মিতি-চলৎশীলা না হয়;
স্ত্রীর চরিত্রে
এই রকমের অবাঞ্ছিত দোষ ও ত্রুটি-বাহুল্য

যত বেশী হয়—
স্বামীর জীবনও ততই
ধিক্কারময় হ'য়ে ওঠে,
কারণ, স্ত্রীই হ'চ্ছে
স্বামীর ভূমি বা দাঁড়াবার স্থান। ১০৯।

তোমার স্বামীর কাছে
তুমি মানের দাবী রেখো না,
অভিমান ক'রো না কখনও তা'র প্রতি,
ভোগপ্রত্যাশা-প্রলুব্ধ হ'য়ে থেকো না,
তাঁ'র স্বার্থকেই
তোমার স্বার্থ ক'রে নাও—
অদ্রোহী সৎ-নিয়ন্ত্রণী সেবায়—
যথাসম্ভব অন্যে নির্ভরশীল না হ'য়ে,
তাঁ'র সুখ, দুঃখ, আয়, ব্যয় ও বর্দ্ধনায়
ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকো,
মনে রেখো,
তুমিই তাঁ'র শুভ আশ্রয়,
তাঁ'র রক্ষা ও নিরাপত্তা যেন
তোমার কাছে অমোঘ হ'য়ে ওঠে—
কুশল-কৌশলী বজ্র-কঠোর তাৎপর্য্যে—
সক্রিয় সুমন্ত্রণাকুশলতার—
সুবিবেচনার সহিত,
সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁ'র শুভানুধ্যায়িনী হও,
শুভ-সমর্থনী হও—
প্রীতিপ্রসন্ন বাক্য, ব্যবহার
ও অনুচর্য্যা নিয়ে—
সুব্যবস্থিতির সহিত,
তাঁ'র প্রতিষ্ঠাই
তোমার আত্মপ্রতিষ্ঠা হো'ক,
শ্রেয়ার্থ-পরিষেবী হ'য়ে

তাঁ'র আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে
তোমার সামর্থ্যমত
পালন, পোষণ ও প্রীণনে যত্নবতী থেকো—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে—
ক্ষিপ্র, তৎপর,
বিহিত বোধি-প্রাণনানুচর্য্যায়—
উপচয়ী সম্বর্দ্ধনায়—
সদাচারনিষ্ঠ হ'য়ে,
প্রত্যেকেরই শ্রদ্ধাভাজিনী হ'য়ে ওঠ;
মনে রেখো,
স্বামী কথার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
তোমার সত্তা,
তাই, তোমার সত্তায়
তাঁ'কে গ্রথিত ক'রে নাও,
এই গ্রথিত অন্তঃকরণ নিয়ে
ইষ্টার্থ-সার্থকতায় অন্বিত হ'য়ে ওঠ তুমি,
পতিব্রতা অথবা পতিতপা সাধ্বীর
মহান্ কিরীটই হ'চ্ছে স্বামী—
নিজেরই পুরুষ-সত্তা। ১১০।

যে-মেয়েরা নিজের কদর্য্য প্রবৃত্তিকে
ঢাকা দিয়ে
তা'র চরিতার্থতার জন্য বিবাহ করে,
বা স্বার্থ-পরিতৃপ্তির জন্য
নিজের সুখ-সুবিধার উপকরণ আমদানীর জন্য
দাবীর অধিকার কায়েম করার জন্য
আত্মতোষণ, পোষণ ও পরিচর্য্যার
ইন্ধন-সংগ্রহের অভিপ্রায়ে
কোন পুরুষকে
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ক'রে,—
তাঁ'কে আত্মস্বার্থ না ক'রে—

তাঁ'তে শ্রদ্ধা ও মমতানিবদ্ধ না হ'য়ে—
তোষণ, পোষণ, পালন-তৎপরতায়
স্বতঃস্বাভাবিক উৎসারণশীল না হ'য়ে
তাঁ'র দায়িত্ব যা', করণীয় যা',
নিজের দায়িত্ব ও করণীয় ব'লে
স্বাভাবিক সক্রিয়ভাবে স্বীকার না ক'রে—
তাঁ'র শরীর, মন ও সংস্থিতির
ইষ্টানুগ পুষ্টি-পরিচর্য্যার ভূমি না হ'য়ে
স্বার্থলোলুপ সর্পিল চক্ষু নিয়ে
পরশ্রীকাতর, দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ-প্রমত্ততায়
বিষাক্ত দন্ত-জিহ্বায়
শোষণতৎপর থাকে যা'রা,—
স্থায়িত্বপ্রাণ দায়িত্ব নিয়ে
স্বামীর কাউকে
আপ্তীকৃত ক'রে নিতে পারে না যা'রা—
মমতায়, ব্যবহারে, অনুচর্য্যায়,
একমুখীনতার ব্যভিচার-পরায়ণ যা'রা—
এমন-কি বৈধী বিবাহ-ব্যাপারেও
স্বামীর অবস্থা ও যোগ্যতায়
সন্তুষ্ট না হ'য়ে
আকাঙ্ক্ষা-প্রমত্তা
স্বৈরিণী-স্বভাবা যা'রা,—
তা'রা নারীর নারকীয় মূর্ত্তি,
কালের কুৎসিত লালসা,
সর্ব্বনাশের আগম-সঙ্গীত,
ঈশ্বরের ধিক্কার তা'রা,
গ্লানি তা'রা গণ-জগতের,
সাবধান থেকো তা'দের হ'তে,
দূরে থেকো,
বর্জ্জন ক'রো সেই বিষাক্ত আবহাওয়া,
ন্যায়, নীতি, বিধির ঘৃণ্য তা'রা,

শাস্তি
সংক্ষুধ প্রতীক্ষায়
অপেক্ষা করছে তা'দেরই জন্যে। ১১১।

উৎকৃষ্ট-কুলসম্ভূতা নারী
যদি অপকৃষ্ট-কুলসম্ভূত পুরুষের সহিত
যৌনসংস্রব স্থাপন করে—
কিংবা বিধিবিরুদ্ধ-কুল-সঞ্জাত পুরুষের সহিত
যৌন-সংস্রবান্বিতা হয়,
তাহ'লে সে যে ঐ অপকৃষ্ট কুলেরই
সৌষ্ঠব নষ্ট ক'রে
সন্তানের জৈবী-সংস্থিতিতে
ঔপাদানিক বিপর্য্যয় এনে
সুসম্ভাব্যতার অপনোদনে
অপলাপ-প্রসূতি হয়,
বা, পরিধ্বংসের প্রসূতি হয়—
শুধু তা'ই নয়কো,
ঐ অসম্পোষী বিধান-বিরোধী পুংবীজাণু
তা'র মস্তিষ্ক, শরীর ও মনে
এমনতরই বিষাক্ত অসঙ্গতি
সৃষ্টি ক'রে তোলে,
যা'র ফলে,
অব্যবস্থ, ক্রূরমনা, বিকৃতবোধি,
অসম্বদ্ধচিত্ত, ব্যতিক্রান্ত, অসংস্কারী,
ম্লেচ্ছ-প্রবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়ে
ভ্রষ্ট পন্থায়
নিজেকে বিসর্জ্জন দেওয়া ছাড়া
উপায় কমই থাকে তা'র;
ইষ্টহারা, কৃষ্টিহারা,
বিকৃত-বোধি, কদাচারী,
কুৎসিত-জনয়িত্রী

সর্ব্বনাশের করাল ব্যাদানে
তমসাচ্ছন্ন আত্মবিলয়ী আকর্ষণে
নিজেকে তো নিকেশ করেই,
তা' ছাড়া, যে-কুলে সে অধিষ্ঠিতা হয়
তা'রও সর্ব্বনাশের প্রসূতি হ'য়ে
জনগণকেও
ঐ ডাইনী অন্তঃস্রোতা-টানে টেনে
জাহান্নমের দিকে নিয়ে যায়;
বিধি বিলোল বিকম্পনে
ঐ বিষাক্ত নারীকে
অভিশাপে দীর্ণ ক'রে তোলে তো বটেই,
তা' ছাড়া তা'র আবহাওয়ায়
তদনুকম্পী বা অন্য যা'রা থাকে
তা'দের অল্পবিস্তর সবাইকেও;
বিস্ফারিত চক্ষে দেখ,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী চিন্তায় বিবেচনা কর,
বাঁচা ও বাড়ার পথে
ন্যায্য ব'লে যা' প্রতীয়মান হয়—
তাই কর। ১১২।

নারী যদি স্বভাব-শ্রদ্ধ
অনুশায়িতা নিয়ে
তৃপণ-দীপনায়
অনুচর্য্যী অবদানের সহিত
সর্ব্বতোভাবে-বরেণ্য শ্রেয়পুরুষে
সক্রিয়-অনুগতি-সম্পন্ন না হয়,
বা কোন পুরুষে
কোনরকম ব্যতিক্রম-বিক্ষুব্ধ হ'য়ে চলে,—
তা'র সন্তান-সন্ততি
তেমনতর বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন জৈবী-সঙ্গতি নিয়েই
উদ্গতি লাভ করে—

তেমনতরই খাঁকতি নিয়ে,
আবার, নারী যেখানে
সুনিষ্ঠ, শ্রেয়-সংশ্রয়ী
উপযুক্ত শ্রেয় স্বামীতে
সুকেন্দ্রিক নিষ্ঠা, অনুচর্য্যা ও অবদানমুখর
হ'য়ে চলে—
সর্ব্বকর্ম্মে তাঁ'র সহানুধ্যায়িনী
ও সাহায্যকারিণী হ'য়ে—
স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য-অনুযায়ী,—
তা'র সন্তান-সন্ততিও তেমনতরই
সুসঙ্গত নিষ্পন্ন-বীর্য্য হয়—
আয়ু, বল, শৌর্য্য, মেধা, স্মৃতি
ও পিতৃপুরুষের গুণাবলীর অধিকারী হ'য়ে;
ঐ অনুসরণ ও অনুচলনেই
সন্দীপনার অন্বিত সার্থকতায়
সে নিজেও পরিপুষ্ট হ'য়ে চলে—
তোষণ-তৃপণা নিয়ে,
একানুধ্যায়িতার তর্পণমুখর
তপস্যার শালীনতায়—
হৃষ্ট-গতিতে। ১১৩।

কামিনীদের ইতর-অনুশ্রয়ী কাম-কদাচার
তা'দের প্রীতিকে
ক্রূর-কৃতঘ্ন ক'রে তোলে,
তা'রা শ্রেয়-নিবদ্ধ হ'তে পারে না
প্রায়শঃ,
অন্তর্নিহিত যোগাবেগ তা'দের
লুব্ধ শ্রেয়-নন্দনায় নন্দিত হ'য়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তার অভিনন্দনায়
শ্রেয়-প্রেয়কে স্বস্তি-বিনায়নে
ফুল্ল ক'রে তুলতে পারে না,

স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী তৎপরতা
সর্পিল সংঘাতে
ম্রিয়ল হ'য়ে ওঠে তা'দের,
ফলে, তা'দের প্রীতি-প্রতিক্রিয়াই হ'য়ে ওঠে
কৃতঘ্ন অভিসম্পাত-জর্জ্জরিত,
অন্তরের দৈন্য ঢাকবার জন্য
তা'রা প্রায়শঃই আত্মপ্রশংসামুখর হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ হামবড়ায়ী আত্মম্ভরি প্রশংসা
ইতর অন্তঃকরণেরই আগম-অভিব্যক্তি;
তাই, মেয়ে ছোটই হো'ক,
আর, বয়স্কই হো'ক,
আভিজাত্যের উদয়নী তৎপরতায়
তা'কে শ্রেয়প্রাণা ক'রে তোল,
সুকেন্দ্রিক অনুশ্রয়ী ক'রে তোল,
তদনুগ আত্মবিনায়নী যোগ্যতায়
যোগনদীপ্ত ক'রে তোল,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী ক্লেশসুখপ্রিয়তার
শ্রদ্ধোষিত অনুবেদনায়
শ্রেয়চর্য্যী ক'রে তোল,
নয়তো, পাতিত্যের সংক্রমণে
সে সহজেই
বিষাক্ত হ'য়ে উঠবে,
পরিবার ও সংসারকেও
বিষাক্ত ক'রে তুলবে,
সে সংসারে ধৃতিশীলা হ'য়ে উঠবে না,
শ্রেয়-প্রীতি,
শুধু শ্রেয়-প্রীতি কেন,
প্রীতি-পরিবেদনাকে
সে কৃতঘ্ন ছোবলে জর্জ্জরিত ক'রে তুলবে,
পাতিত্যই হ'য়ে উঠবে তা'র কাছে
পরম দেবতা,

নিজের আত্মীয়-স্বজনকে
এমন-কি, পিতামাতাকেও
সে সংঘাত হানতে কসুর করবে না;
সাবধান! ১১৪।

তোমার স্বামীর ব্যাপৃতিতে
তুমি যদি নিজেকে
সৎ-সন্দীপী, উপচয়ী,
বর্দ্ধনানুধ্যায়িনী ক'রে
ব্যাপৃত ক'রে না তোল—
ইষ্টানুগ নিয়মন-তৎপরতায়,
তবে তাঁ'র জৈব-সংস্কৃতি-সঞ্জাত
ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে
অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে
তদনুগ আত্ম-বিনায়নে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে
তুলতে পারবে না;
আর, ঐ নিয়োজনী তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
তোমার স্বামীর কৌলিক অভিধ্যায়িনী সংস্কারে
নিজেকে সংস্কৃত ক'রে তোলা,
তা' যদি না কর—
তোমার সংগর্ভী-জাতককে
ঐ অমনতর জৈবী-সংস্কৃতিতে
বিনায়িত সংস্থিতি নিয়ে
আরোতে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে পারবে না;
আর, এই বিপর্য্যয়ী চলনে চলবে যতখানি—
ঐ বিপর্য্যয়ী অভিধা নিয়ে
জাতকও
তেমনতর ব্যতিক্রমী-চরিত্র হ'য়ে
খাঁকতিতেই উদ্গতি লাভ করবে;
তোমার স্বামীর অনুগতি-সম্পন্না,

শুভ-সন্দীপী,
সদ্‌-বিনায়নী যত হ'য়ে উঠবে,
ততই শ্রেয়-সঙ্গতির
অধিকারিণী হ'য়ে উঠবে;
আর, ঐ অনুগতিকে বাদ দিয়ে
নিজে যদি শত
শুভ-সন্দীপনা-সম্পন্নাও হও,
আর, তা' যদি
তোমার স্বামীর চিন্তা ও চলনকে
স্পর্শ না করে,—
সন্ততি শুভ-মণ্ডিত হবে না
কিছুতেই। ১১৫।

তুমি যদি তোমার স্বামীর
জীবন, অন্তঃকরণ,
শরীর ও সংসারের
উপচয়ী শুভ-স্বার্থী দায়িত্ব নিয়ে
সপরিবার তাঁকে
কুশল-কৌশলী বিনায়ন-তৎপরতায়
বর্দ্ধনায় অনুপ্রেরিত ক'রে তুলতে
না পার,
তাঁ'র স্বার্থ, পুষ্টি ও সম্বর্দ্ধনাকে
নিজেরই স্বার্থ, পুষ্টি ও সম্বর্দ্ধনা
ক'রে নিয়ে—
বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে
উপচয়ে নিজেকে
সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত রেখে
সৌষ্ঠব-অনুশীলনে
আচার, ব্যবহার ও বাক্যের
সার্থক সুবিনায়িত শুভ-প্রয়োগে
সর্ব্বার্থ-আপূরণী সঙ্গতি নিয়ে

ইষ্টার্থ-অনুধ্যায়িনী তাপস-প্রদীপনায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তাঁ'র গুণ-অগুণ, অন্যায়-অত্যাচার
সবগুলিকে হজম ক'রে
তাঁ'কে ইষ্টীচলনে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে না পার—
উৎকর্ষে অনুপ্রেরিত ক'রে,—
তাহ'লে, কিন্তু তোমার বধূত্বই ব্যর্থ,
আর, এই ব্যর্থতা
সপরিবার,
এমন-কি, পরিবেশ-শুদ্ধ তোমাকেও
ব্যর্থতাতেই বিপন্ন ক'রে তুলবে,
সে-অবস্থায়
তুমি প্রকৃতির অঙ্কে
একটা সঙ্ ছাড়া আর কিছুই নওকো;
কিন্তু অমনতর ইষ্টানুগ পরিচর্য্যায়
যতই কৃতবিদ্য হ'য়ে উঠবে,—
ঐ সুকেন্দ্রিক আত্মবিনায়নী
ক্রিয়া-কৌশলের ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বও তেমন
মহীয়ান হ'য়ে উঠবে। ১১৬।

তুমি নারী,
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
তুমি স্বামীতপা হ'য়ে উঠতে পারনি,
তোমার সত্তাকে—
যিনি তোমার শ্রেয়-পুরুষ
যিনি বরেণ্য তোমার
যিনি স্বামী তোমার—
সর্ব্বতোভাবে সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারনি

তাঁ'তে,
তাঁ'র জীবন ও বৃদ্ধির চর্য্যায়
তুমি স্বতঃ-তৎপরতায় ব্যাপৃত হ'য়ে
নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে পারনি,
তা'র মানেই
তুমি পতিতপা হ'য়ে ওঠনি—
তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে,
এক-কথায়, তাঁ'কে তুমি
আপন ক'রে নিতে পারনি—
সব দিক্-দিয়ে
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে;
—অথচ তুমি একপুরুষ-আনতি-স্পর্দ্ধায়
নিজেকে দাম্ভিক ঔদ্ধত্যে
প্রতিষ্ঠা করতে
জায়গা-মতো কসুর কর না;
আবার, তোমার প্রবৃত্তি-পোষণী
মনোজ্ঞ অনুচর্য্যী
যা'কেই পাও না কেন,
সমর্থন-স্তুতিতে
উৎফুল্ল অনুবেদনায়
তুমি তা'র দিকে আনত হ'য়ে ওঠ—
তা' তোমার পাতিব্রত্যকে
একান্তভাবে ক্ষুণ্ণ করলেও,—
এই অসঙ্গতিই কিন্তু
তারস্বরে ঘোষণা করে—
তুমি ব্যতিক্রমেই ভ্রাম্যমাণ। ১১৭।

যদি সুজাতকই লাভ করতে চাও,
তবে শ্রেয়নিষ্ঠ সুকেন্দ্রিক
পিতৃকুল-বরেণ্য উৎকৃষ্ট
পুরুষের সঙ্গে পরিণীতা হও,

আর, সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
সার্থক অনুক্রিয়তায়
সর্ব্বতোভাবে
তাঁ'র অনুগতিসম্পন্না হ'য়ে ওঠ—
শ্রেয়ানুগ অনুনয়ন-তৎপরতায়,
আর, এই হ'চ্ছে—
শ্রেয়প্রসূ নারী-ধর্ম্ম,
যা'র ফলে
তুমি তো তৃপ্ত হবেই,
তোমার পরিবার, পরিবেশ, পরিস্থিতিও
শুভ-সন্দীপনায়
উৎকর্ষ-অনুনয়ন-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
চলতে থাকবে;
আর, উৎকৃষ্ট মানেই হ'চ্ছে—
উৎকর্ষী জৈবী-সংস্থিতি নিয়ে
উৎকর্ষী কুলধর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
উৎকর্ষী অনুদীপনায়
যে বা যা'রা
নিজেকে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলেছে—
অভ্যুদয়-অভ্যস্ত চরিত্রের দ্যুতি নিয়ে,
আর, অবকৃষ্ট তা'রাই—
যা'দের জৈবী-সংস্থিতি
উৎকর্ষে স্থিতিলাভ না করলেও
যা'রা সুকেন্দ্রিক অনুনয়নে
অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে
নিজেকে কৃষ্টিতপা ক'রে চলেছে;
তা'ছাড়া, অপকৃষ্ট তা'রাই—
আদর্শহারা বিকেন্দ্রিক চলনে চ'লে
বিকৃত কৃষ্টির অভিচারলুব্ধ হ'য়ে
যা'রা নিজেদের ইতস্ততঃ
চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ১১৮।

কোন স্ত্রীকে
তা'র স্বামী যদি ত্যাগ ক'রে
পুনরায় কোনমতে গ্রহণ না করে—
এবং সেও তা'র স্বামীর চিত্তের
প্রসন্নতা-উৎপাদনে অসমর্থ হয়—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়,—
তেমনতর পরিত্যক্তা স্ত্রী
বা কোন পুত্রবতী বিধবা
প্রবৃত্তি-তাড়িতা হ'য়ে
বৈধী গমনীয় কোন পুরুষের আশ্রয়ে
তৎস্বার্থী পরিচর্য্যা নিয়ে
যদি জীবন অতিবাহিত করে—
তা' ঐ নিকৃষ্ট ব্যভিচার হ'তে
বহুলাংশে শ্রেয়,
অপ্রশস্ত হ'লেও উৎকর্ষ-সন্দীপী,
গণক্ষোভের খানিকটা প্রশমক;
কিন্তু কোন স্বামী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রী
বা পুত্রবতী বিধবার
পুনরায় কোন পুরুষকে গ্রহণ করা
সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় ও অবৈধ,
কারণ, যিনি দত্তা কন্যাকে গ্রহণ করেছেন
বৈধ-ভাবে
ঈশ্বর ও ইষ্টকে স্মরণ-সাক্ষী ক'রে,—
ন্যায়তঃ তাঁ'র স্বামিত্ব
কখনই ব্যাহত হয় না;
আর, ঐ পরিত্যক্তা স্ত্রী
কোনপ্রকার দুষ্টা না হ'য়ে
আত্মবিশ্লেষণে অনুতপ্তা হ'য়ে
যা'র কাছে প্রথম আত্মনিবেদন করেছিল—
সেই স্বামীর কাছে
যদি পুনরায় ফিরে আসে,

এবং স্বামী যদি তা'কে গ্রহণ করে,—
সেই-ই তা'র পক্ষে পরম তীর্থ,
শ্রেয় ও মর্য্যাদার শুভঙ্করী সন্দীপনা
পুনর্জীবনীয়;
আবার, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতই হোক—
ব্যভিচারদুষ্টা হ'য়েও
কোন পরিত্যক্তা স্ত্রী
যদি অনুতপ্তা হ'য়ে
তা'র পূর্ব্ব স্বামীর কাছে ফিরে আসে
এবং সে-স্বামী যদি তা'কে আশ্রয় দেয়—
শুদ্ধি ও সৎসন্দীপী সংস্কারে,
আর, সে যদি ঐ স্বামী-স্বার্থী হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণে
সৎজীবন যাপন করে সর্ব্বতোভাবে,—
তা' ঐ স্ত্রীর পক্ষে অনুপম,
উদ্বর্দ্ধনী, মর্য্যাদাদায়ক,
এবং সে-পুরুষও লোকশ্রদ্ধেয়, ধন্যবাদার্হ;
কিন্তু পরিত্যক্তা স্ত্রী অনুতপ্তা
ও স্বামীর পোষণচারিণী হওয়া সত্ত্বেও
স্বামী যদি তা'কে গ্রহণ না করে—
সে-ক্ষেত্রে ব্যভিচারিণী না হ'য়ে
আত্মনিয়ন্ত্রণে শ্রেয়-সন্দীপী হ'য়ে
সদ্‌জীবন যাপন করাই
তা'র পক্ষে
মহিমা লাভের সোপান। ১১৯।

যা'রা প্রাপ্তির প্ররোচনায়
স্বার্থসিদ্ধি ও ভোগলালসার
আকাঙ্ক্ষা-পরামৃষ্ট হ'য়ে
কান্তাভাবের ঢং ধ'রে
প্রতারণা বা ছলনার ছদ্মবেশে চলে,—

তা'রা নিজেকে
যাঁর কান্তা ভেবে থাকে
বা ব'লে থাকে,
তাঁ'র অনুশাসন-অনুনীত হ'তে
পারে না,
তাঁ'র অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলন
তা'দের পক্ষে
একটা দুরত্যয়া অনাসৃষ্টি ছাড়া
কিছুই না,
তা'রা কিছুতেই
ঐ চলনে চলতে পারে না,
কারণ, অনুরাগ তা'দের শ্রদ্ধানিষ্ঠ নয়কো,
খামখেয়ালী চলনই তা'দের ভোগদীপনা;
আবার, প্রবৃত্তি সব সময়
তা'দের চিন্তার ইন্ধনের ভিতর-দিয়ে
নানা রূপ ধ'রে
ঐ নেশায় তা'দিগকে
ছন্নছাড়া ক'রে রাখে,
তা'দের প্রীতিদীপনা
অচল-অটল নিষ্ঠানন্দিত হ'য়ে
আপূরণ-অনুচর্য্যায়
কখনই নিয়োজিত থাকতে পারে না;
আজ একরকম,
কাল আর-এক রকম,
এখন একরকম,
তখন আর-এক রকম,
ভাল-মন্দ সত্য-মিথ্যার
তোড়জোড় তা'দের
সবই ঐ খেয়ালী চলনায়
অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে;
তা'রা কিন্তু বীভৎস মানুষ,

শ্রেষ্ঠনিষ্ঠ একটা বারবিলাসিনীরও
উন্নতি সম্ভব,
কিন্তু তা'দের নয়কো,
সাবধান থেকো। ১২০।

শ্রেয়-পরিণয়ই হ'চ্ছে
মেয়েদের জীবনের প্রথম সার্থকতা—
তা' কিন্তু বর্ণে, বংশে, বৈশিষ্ট্যে,
বিদ্যা বা যোগ্যতায়—
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে;
তারপরই হ'চ্ছে
স্বামী বা স্বামী-পরিবারের
অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
তা'দের তর্পণ-কেন্দ্র হ'য়ে
ধারয়িতা হ'য়ে
প্রাধান্য লাভ করা,
প্রাধান্য লাভ করা মানেই
সর্ব্বসঙ্গতি-অনুক্রমায়
ধারণ-পালনী হ'য়ে ওঠা—
সর্ব্বতোভাবে নিজেকে
তৎস্বার্থান্বিত ক'রে,
অর্থাৎ স্বামী ও তাঁ'র পরিবারকে
আপন ক'রে;
তারপর হ'চ্ছে—
চারিত্রিক প্রীতি-নিয়মনায়
যোগ্যতার ভিতর-দিয়ে
সার্থক সন্দীপনায়
শ্রদ্ধা-প্রদীপ্ত আকর্ষণে
পরিবার-পরিজনকে
সার্থক সঙ্গতিতে
সুসম্বদ্ধ ক'রে তোলা;

আর, এরই ভিতর-দিয়ে
সুসন্তানের জননী হ'য়ে
সন্তান-সন্ততিদিগকে
নিজ প্রকৃতির অনুপ্রেরণায়
সৎ-অনুধ্যায়িতায়
সব দিক্-দিয়ে
যোগ্যতর ক'রে তুলে'
সার্থকতার অন্বিত সঙ্গতিতে
নিজেকে কৃতকৃতার্থ ক'রে তোলা;
আর, মেয়েদের এই হ'চ্ছে—
সার্থক কৃতকৃতার্থতার পরম অর্থনা,
কিন্তু প্রতিলোম-সংস্রব
দুর্ভাগ্যেরই হোতা—
জনয়িতা,
প্রতিলোম-সঞ্জাত সন্ততির
অন্তর-প্রবণতা
যতই প্রখর হ'য়ে উঠুক—
প্রাচুর্য্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে,
তা'দের অন্তরে বিশ্বস্তি
বিকম্পিতই হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ,
এবং এর ব্যত্যয় কমই দেখা যায়,
তাই, প্রতিলোম-সংস্রব
পরিবার-পরিবেশের পক্ষে
এমন-কি, রাষ্ট্রের পক্ষেও
দুষ্টভজনা ও দুরদৃষ্টেরই
উপানতি। ১২১।

মেয়েদের বৈধানিক সহন-ক্ষমতা
বা নিরোধ-ক্ষমতা
পুরুষের অন্ততঃ দ্বিগুণ,
পুরুষ যত শীঘ্র সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে—

নারী তেমনতর নয়,
আর, এই সহন-ক্ষমতা আছে ব'লেই
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়েও
তা'রা কম নয়;
আবার, এই সহন-ক্ষমতার অন্তর-মর্ম্মই হ'চ্ছে
যোগাবেগ-সম্ভূত রজস্-দীপনা,
ঐ রজস্-দীপী যোগাবেগ নিয়ে
তা'রা এমনভাবে পুরুষের সহিত
অন্বিত হ'য়ে উঠতে পারে—
যা'র ফলে, তা'রা ঐ পুরুষদেহেরই
অঙ্গ-স্বরূপ হ'য়ে ওঠে—
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে,
তা'র অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্বকে
উৎসর্গীকৃত ক'রে
উৎসারণী আবেগ-অনুকম্পায়;
তাই, তা'রা যদি
শ্রেয়কেন্দ্রিক সুষ্ঠু সঙ্গত হ'য়ে
নিজেদের তদনুগ নিয়মনে নিয়ন্ত্রিত করে—
ইষ্টার্থ-পরিবেদনায়,—
তা'রা হ'য়ে ওঠে—
রজস্-রঞ্জনী দীপ-প্রভ
আবেগ-ঊর্জ্জিত অনুবেদন-তৎপর—
একনিষ্ঠ প্রদীপ্ত আগ্রহে—
নিরবচ্ছিন্নভাবে;
তাই, তা'রা স্বভাব-শুশ্রূষু,
পরিচর্য্যা তা'দের সাত্ত্বিক ধর্ম্ম,
তা'রা যদি বিকৃত না হয়—
তা'দের ঐ আবেগময়ী উদাত্ত অনুগমন
স্বতঃসলীল ও স্বাভাবিক,
পৌরুষ-বীর্য্যকে
তা'রা তা'দের রজস্‌দীপনায়

পরিদৃপ্ত ক'রে
বিবর্দ্ধনে বিবর্ত্তিত ক'রে তুলতে পারে;
ইষ্ট-নিষ্ঠা, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, সদাচার
অস্তিবৃদ্ধির বিনায়ন-দীপ্ত তৎপরতা
স্বভাবসিদ্ধ তা'দের,
তাই, তা'রা ধাত্রী,
তাই, তা'রা জননী,
তাই, তা'রা বিবর্ত্তনার
বিবর্দ্ধনী অনুপ্রেরক;
ঈশ্বর
সবারই অন্তরে আবেগ-প্রতিভা,
সুকেন্দ্রিকতায় তিনি বিবর্ত্তন-আকৃতি,
তিনিই জীবনের ধাতা,
তিনিই নারী-পুরুষের
একনিষ্ঠ মিলন-সম্বেগ,
যোগবাহী অনুদীপনী অনুচর্য্যা। ১২২।

স্বামী কথার অর্থই হ'চ্ছে—
যিনি তোমার স্ব,
এক-কথায়, যিনি তোমার সত্তা,
তুমি যদি তাঁ'তে এমনতরভাবে
নিজেকে নিবদ্ধ না করতে পার,
সমাহিত হ'তে না পার,
যা'র ফলে, নিজের সত্তাকে
সর্ব্বতোভাবে তাঁ'তে
অর্থান্বিত ক'রে তোলা সম্ভব হয়,—
তোমার নারীত্ব বা স্ত্রীত্ব
তখনও সার্থক হ'য়ে ওঠেনি,
বা অর্সেনি;
তুমি তাঁ'র আওতায় আছ মাত্র,
তাঁ'র স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনাকে অতিক্রম ক'রে

বা ব্যর্থ ক'রে
তোমার আত্মস্বার্থ-পরিচর্য্যায়
যে-মুহূর্ত্ত থেকে
তুমি অন্তরাসী হ'য়ে উঠলে—
যা'র ফল তাঁ'র সত্তা ও স্বার্থকে
পরিপোষিত ক'রে
তোমাকে প্রসাদ-মণ্ডিত ক'রে তোলে না,
সেখানে তোমার আত্ম-অনুচর্য্যাই
প্রবল কিন্তু,
তোমার তথাকথিত স্ত্রীত্ব
সেখানে সার্থকই হ'য়ে ওঠে না;
বেশী যদি হয়,—
তুমি সত্ত্ব-নিবদ্ধ সেখানে মাত্র,
তুমি তাঁ'র পত্নী নও,
বা স্ত্রী নও,
সে-স্থলে
তাঁ'র কোন বিষয়ে বা কোন ব্যাপারে
সম্পদে বা বিপদে
তোমার কোন আধিপত্য নেই,
কারণ, তুমি তাঁ'কে ধারণও কর না,
পালনও কর না,
তুমি তাঁ'র জীবনে
একটা অত্যাচারী উৎক্ষেপ ছাড়া
কিছুই নওকো;
এইভাবে চললে
প্রকৃতির অনুশাসন তোমাকে
তাঁ'তে বা তাঁর যা'-কিছুতে
বিনায়িত হ'তে দেবে না,
তাই, তাঁ'-হ'তে পেতেও পার না
তুমি কিছু,
তুমি তাঁ'র পক্ষে ঠগী ছাড়া
আর কিছুই নওকো। ১২৩।

যা'রা, অর্থাৎ যে-মেয়েরা
গর্ব্বেপ্সু দৈন্য ধুক্কায় ব'লে থাকে—
'আমার জীবনে এক পুরুষ ছাড়া
আর কেউ নেই',
অথচ তদনুপাতিক মমতাদীপ্ত
আত্মনিয়ন্ত্রণী চালচলন
বা আচরণ নেইকো—
যে-আচরণ পুরুষ-সঙ্গতিকে
স্বতঃ-অনুবেদনায়
অভিব্যক্ত ক'রে তোলে,—
সেখানে সন্দেহ করতে পার—
বহুপুরুষ-অনুরক্ত ভোগলিপ্সু দ্বিচারণা,—
অন্তরেই হো'ক আর বাহিরেই হো'ক—
তা' আছেই;
যেখানে ঐ আত্মনিয়ন্ত্রণী চালচলন আছে,—
সেখানে সে
ভাব, বাক্য ও কর্ম্মের
সুসঙ্গত শালিন্যে
বিহিত পন্থায়
স্বামী-স্বার্থী না হ'য়েই পারে না,
সুকেন্দ্রিকতা, কেন্দ্রানুপূরণী ভাব, বাক্য
ও ব্যবহার-সম্বুদ্ধ কর্ম্মানুপ্রেরণা
তা'র থাকবেই কি থাকবে;
প্রীতি যেখানে কপট—
সেখানে তা' থাকে না;
যেখানে অনুবন্ধ স্বাভাবিক—
বন্ধুত্বও সেখানে প্রদীপ্ত,
বন্ধুত্ব
প্রিয়-বিরহ সহ্যই করতে পারে না,
প্রিয়ানুগতি তা'র
সহজ ও সুখের হ'য়ে ওঠে,

বন্ধু বা বান্ধবতার প্রকৃতিই এই;
সৌহার্দ্দ্য যেখানে থাকে—
একমত বা অনুমত সেখানে থেকেই থাকে,
অনুচর্য্যা ও কর্ম্ম-সন্দীপনাও
তেমনি হ'য়ে থাকে,
ঐ মত ও ক্রিয়ার ঐক্য যেখানে,
অনুপ্রাণন-প্রবোধনা-প্রবুদ্ধ যা'রা পরস্পরে—
একে অন্যের প্রতি,—
মৈত্রী সেখানে
ব্যক্ত মূর্ত্তিতে বসবাস করে;
সখ্য যেখানে সরল—
সমপ্রাণতাও সেখানে সবল,
তাই, ভাব, বাক্য ও কর্ম্মের
সঙ্গতি যেখানে যেমনতর—
ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক প্রকাশও
সেখানে তেমনি,
যেখানে তা'র অসঙ্গতি যেমন—
বিকৃতিও সেখানে তেমনতর;
ঈশ্বর কৃতিত্বের প্রেরণ-দ্যুতি—
ভাব, বাক্য ও কর্ম্মের সুসঙ্গত শীলধর্ম্মী
বাস্তব অভিব্যক্তির প্রাণন-সম্বেগ,
ঈশ্বরই প্রাণন-দীপনা। ১২৪।

কোন শ্রেয়-পুরুষে
তদনুপোষণী চরিত্র নিয়ে
যদি তোমার সত্তাকে নিবদ্ধ ক'রে থাক,
তাঁ'কে যদি
স্বামী ব'লেই বরণ ক'রে থাক,
তোমার যোগাবেগ-সন্দীপ্ত আকুতি
সেখানে যেন তদনুচর্য্যী হ'য়ে ওঠে;
তদর্থী আত্মনিয়মনে

তৎ-স্বার্থে নিজেকে স্বার্থান্বিত ক'রে তোল—
বিহিত ব্যবস্থ অনুচর্য্যাতপা হ'য়ে;
ভোগ-লিপ্সার ইন্ধন-স্বরূপ
বা উপভোগ-প্রত্যাশার ক্রীড়নক ক'রে
তাঁকে যতই ব্যবহার করতে যাবে,
ঠকবে তুমি ততই;
যত পার, সব রকমে তাঁকে দাও,
তুমি নিজেকে উৎসর্গীকৃত ক'রে তোল
তাঁতে,
উৎসর্গ করা মানেই হ'চ্ছে—
নিজেকে উন্নত-বিনায়নায়
মহত্তরে বিসৃষ্ট ক'রে তোলা;
তোমার স্বামীর
জীবনবর্দ্ধনার অন্তরায়ী যা'
তা'ই তোমার পক্ষে অসৎ;
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম যেখানে—
প্রীতিরাগদীপনাও
ঝাঁঝাল তেমনি সেখানে;
তাঁ'র অপ্রতিষ্ঠা, অপবাদ, অপচয়,
অসম্ভ্রম বা বিকারমৃষ্টতাকে
হৃদ্য বিনায়নে বিনায়িত ক'রে,
নিরোধ ক'রে,
জীবন-বর্দ্ধনার বজ্রশিখার মতন
প্রীতি-উচ্ছল পরাক্রম নিয়ে
তাঁ'র সম্মুখে দাঁড়াও,
'অভীঃ'-উচ্ছল উদ্দীপনায়
আশ্বস্ত কর তাঁকে,
স্বস্তি-উচ্ছল ক'রে তোল তাঁকে,
সন্দীপ্ত ক'রে তোল তাঁকে,
সক্রিয় ক'রে তোল তাঁকে,
উপচয়ী নিষ্পন্নতায়

উদ্দীপ্ত ক'রে তোল তাঁকে,
আর তা'ই তোমার ধর্ম্ম,
নারীত্বের দ্যোতন মূর্ত্তি সেখানে;
আর, ঐ নারী হ'চ্ছে—
মহৎ-প্রসূতি,
উজ্জয়িনী অপার মাধুর্য্য,
সতীত্বের কম্বু-নির্ঘোষী জয়ধ্বনি,
ধারণ-পালনী আধিপত্যের সাধ্বী-সংগর্ভী,
বিরাটের স্বরাট্ মূর্ত্তি;
তুমি নারী,
ওঠ,—জাগো,
বরেণ্যের অনুসরণ কর,
তাঁ'দের বাণী শ্রবণ কর,
সেই বাণী তোমার চলন-প্রদীপ হ'য়ে উঠুক,—
প্রজ্ঞায় নিবদ্ধ হ'য়ে উঠুক;
ঈশ্বর পরম প্রাজ্ঞ,
ঈশ্বরই শিব-সুন্দর,
ঈশ্বরই সত্য-স্বরূপ,
ঈশ্বরই জগৎপাতা,
তিনিই জগৎপতি। ১২৫।

তোমার শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
স্বামী যিনি,
বা স্বামীর গুরুজন যাঁ'রা
বা তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী যাঁ'রা,
আদর্শানুগ অনুচলন নিয়ে
তাঁ'দের প্রতি শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যা
তোমার নিরভিমানত্ব ও অমানিতা,
চিন্তায়, বাক্যে, ব্যবহারে
দায়িত্বপূর্ণ পরিবীক্ষণী সুব্যবস্থ সেবাসঙ্গতি,
নিরন্তর জাগ্রত

অনুধায়িনী সতর্ক পরিচর্য্যায়
নিজের জীবনকে
তদনুগ বিনায়নে বিনায়িত করা,
ভাবদৃঢ় স্মিত-গম্ভীর আবেগময়ী
সেবানুশীলনা,—
এইগুলিই কিন্তু তোমার জীবনে
আত্মপ্রতিষ্ঠা,
ঐ অমানিতাই তোমার মহাসম্মান,
আর, সেবানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'দের সত্তাকে
যেমনতর প্রস্বস্তি-পুষ্ট ক'রে তুলছ,
তাই-ই তোমার জীবনের প্রস্বস্তি;
তুমি যত বড়ই বিদুষী হও না কেন,
ঐ সুকেন্দ্রিক সুব্যবস্থ সেবানুচর্য্যী
ভাবঘন চলন-চর্য্যাকে
তোমার মান-বড়াইয়ের খাতিরে
যদি বর্জ্জন ক'রে চলতে থাক,—
তুমি সুখী হ'তে পারবে না কিছুতেই,
স্বস্তি তোমাকে আগলে ধরবে না
কিছুতেই;
তুমি
ধনী, মানী, বিদুষী,
যা'ই হও না কেন,
সব জলাঞ্জলি দিয়েও যদি
তুমি তোমার ঐ স্বামীকে,
শ্বশুর-শাশুড়ীকে,
গুরুজনদিগকে,
ঐ অনুচর্য্যায় সন্দীপিত ক'রে তুলতে পার,—
তোমার ধী
নন্দন-দীপনায়
চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি ক'রে

তোমার হৃদয়
ও তা'র পরশ-পাওয়া পরিবেশকে
ঐ প্রস্বস্তিতে উন্নীত ক'রে তুলবে,
তুমি সবারই পূজার পাত্রী হ'য়ে উঠবে;
ঈশ্বর পরম পুরুষ,
তিনি সৎ,
এই সৎ সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধোষিত
আত্মনিয়ামক অনুরতিতেই
তাঁ'র আরতি নিষ্পন্ন হয়,
ঈশ্বর প্রীতি-নিক্কণে
তা'র হৃদয়ে বসবাস করেন। ১২৬।

বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য
ও তদনুক্রমিক বর্গসমূহের পুরুষ
বৈধী অনুক্রমিক জনন-নীতির
সার্থক সম্বর্দ্ধনী অনুদীপনায়
অনুলোমক্রমে
যে-কন্যাকে বিবাহ করেন,
সেই বিবাহিত কন্যা অর্থাৎ স্ত্রীও
যেন তা'র স্বামী-কুলোচিত আচার-নীতি
ও তৎ-সম্বর্দ্ধনী কুলাচার যা'-কিছুকে
শ্রদ্ধোৎসারণী তত্তপা
অনুগমন-তৎপরতার সহিত
বিহিত নৈষ্ঠিকতায়
পরিপালন করেন;—
কারণ, ঐ কুলাচার
বিহিতভাবে পরিপালিত না হ'লে
নিজের সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনা
ও সন্তান-সন্ততির জৈবী-সংস্থিতি
সুশীল সমাহারে সুসঙ্গত হ'য়ে ওঠে না—
বিহিত শৌর্য্য ও বীর্য্যের

অন্বিত অনুবেদনায়;
তাই, স্বামিনিষ্ঠা ও তদনুচর্য্যা
সেবানুচলনের সহিত
ঐ কুলাচার বিহিতভাবেই পরিপালনীয়—
তা' সবর্ণা ও অসবর্ণা স্ত্রী
উভয়ের পক্ষেই;
সহ্য, ধৈর্য্য
ও অধ্যবসায়ী আত্মবিনায়না নিয়ে
অর্ঘ্য-অনুবেদনায়
ঐ কুলাচার-সঙ্গত প্রথা
উপযুক্তভাবে পালন-পরিচর্য্যা করাই
তা'দের পক্ষে নিতান্ত সমীচীন,
আর, যা'তে ঐ উৎক্রমণী অনুচর্য্যায়
নিজেকে
উপযুক্ত ও সমর্থ ক'রে তোলা যায়—
শ্রেয়তপা স্বামী-অনুগ সঙ্গতি নিয়ে,—
তেমনতর আত্ম-বিনায়না
নিতান্তই করণীয় তা'দের—
যা'র ফলে, সংসার ও সন্ততি
সম্বর্দ্ধনাতেই
উৎক্রমণশীল হ'য়ে চলতে পারে;
যে-স্ত্রী
এই আচারকে অবজ্ঞা ক'রে চলে—
সে সংসারে
সংঘাতই সৃষ্টি ক'রে থাকে,
ফলে, কুল
স্বীয় উৎক্রমণী মর্য্যাদা হ'তে
বিশ্লিষ্ট হ'য়ে চলতে থাকে,
তাই, তা' পাতক,
অপরাধ,
অশিষ্ট সংঘাত। ১২৭।

তুমি বিবাহিতাই হও,
আর, নিবাহিতাই হও,
তোমার বরেণ্য যিনি,
শ্রেয়-প্রেয় যিনি,
তাঁ'কে তাঁ'র যা'-কিছু নিয়ে যদি
সর্ব্বতঃসঙ্গতিতে
সার্থক অন্বয়ে
বহন করতে না পার,
সব দিক্-দিয়ে আপনার ক'রে
না তুলতে পার—
ইষ্টানুগ আত্মনিয়মনে,
তাঁ'র ঈপ্সিত যা'
শুভ যা'
স্বার্থ ও সমর্থনীয় যা'-কিছু,
সক্রিয় সন্ধিৎসু তৎপরতায়
তাঁ'র পরিরক্ষণ ও পরিপোষণ
করতে না পার,
অনুধ্যায়িনী সক্রিয় সন্ধিৎসা নিয়ে
দক্ষকুশল তৎপরতায়
শুভ-তৃপণায়
যদি নন্দিতই ক'রে না তুলতে পার তাঁ'কে—
নিজের জীবনে মুখ্য যা' ছিল
সবগুলিকে গৌণ ক'রে
শুভ-বিন্যাসে
তদর্থী উপচয়ী ক'রে,
যা' তাঁ'র অভিপ্রায়-সিদ্ধ নয়—
কথায় বা ভাবভঙ্গীতে
সেগুলিকে বুঝে
বিরত হ'য়ে সেগুলি হ'তে,
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যায়
সব বিষয়ে সব দিক্-দিয়ে

শুভ ও সুখপ্রসূ হ'য়ে,
আত্মত্যাগী তদর্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তার
সম্বর্দ্ধনী পরিচর্য্যায়,—
সুখের উপকরণ লাখ থাক্,
তুমি সুখী হ'তে পারবে না অন্তরে,
তোমার জীবন
অন্তঃসারশূন্য হ'য়েই চলবে
বোধি অবেদ্য নৈবেদ্য নিয়ে
তোমাকে বিদ্রূপই করতে থাকবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিনায়নী তৎপরতায়
সার্থক সঙ্গতিশালিন্যে
জীয়ন্তই হ'য়ে উঠবে না;
যা'ই কর আর তা'ই কর,
দীপ্ত জীবনে
বর্দ্ধনার হোম-অগ্নির আহুতি-নন্দনায়
নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে পারবে না;
অবিশ্বস্ত, অনিয়ন্ত্রিত অন্তঃকরণ
একটা দিশেহারা রহস্যময় বিদ্রূপ-ভঙ্গীতে
ব'লে উঠবে—
'তুমি বিভ্রান্ত,
তুমি ব্যর্থ',
তাই, সুকেন্দ্রিক সুতৎপর হ'য়ে
শ্রেয়-তৃপণায়
নিজেকে পরিতৃপ্ত ক'রে তোল,
নিতান্তই আপনার হ'য়ে ওঠ তাঁ'র—
আত্মাহুতি দিয়ে তাঁ'তে,—
শ্রেয় শুভ-শালিন্যে
তোমাকে অভ্যর্থনা করবে। ১২৮।

তোমার স্বামী এক-পত্নীকই হো'ন,
আর, বহু-পত্নীকই হো'ন,

তুমি তাঁ'র অনুগতিসম্পন্ন
ও অনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে,
যেমনতরভাবে
যে দিক্-দিয়ে
তাঁ'র মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠবে,
ও তাঁ'র প্রতি তোমার আনতি
যেমনতর গজিয়ে উঠবে—
স্বতঃ-অনুনয়নে,
তোমার সন্তান-সন্ততিও
তেমনতর প্রভাবে
প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
আর, তুমি তেমনতর সন্তানেরই
জননী হ'য়ে উঠবে;
আর, তোমরা প্রত্যেকে পরস্পরকে
আপনার ক'রে নিয়ে
স্ববৈশিষ্ট্যে অটুট থেকে,
সার্থক সঙ্গতিশীল
সমবেদনী অনুচর্য্যায়
যতই স্বামীতে সংহত হ'তে থাকবে,—
তোমাদের সন্তান-সন্ততিও
তেমনতর সঙ্গতিশীল হ'য়ে
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের
সার্থক বিন্যাস-বিভূতিতে
বিভূষিত হ'য়ে
তোমাদিগকে অনুরঞ্জিত ক'রে তুলবে;
তাই, মনে রেখো—
স্বামীর প্রতি তোমাদের আরতি যেমনতর,
ও তাঁ'র মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠেছ
যে দিক্-দিয়ে
যেমনতরভাবে,
তোমরা তদ্‌বৈশিষ্ট্যেরই

শুভসুন্দর জাতকের জননীত্ব লাভ করবে;
একজন পুরুষ বহু পত্নীকে
বহু রকমে ভালবাসতে পারে,
কিন্তু সবাইকে এক রকমে
ভালবাসতে পারে না কখনও;
আর, প্রত্যেককে তা'র মত ভালবাসাই
সকলকে সমান ভালবাসা,
সমান কথার মানে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক ওজন-সমন্বিত,
ফলকথা, বহু স্ত্রীর মধ্যে যে যেমন মনোজ্ঞ,—
স্বামীর প্রীতিও
তা'কে তেমনি অভিষিক্ত ক'রে তোলে। ১২৯।

কোন স্ত্রীলোক
স্বীয় পুরুষের অজ্ঞাতসারে
যদি তা'র অর্থ, বিত্ত বা অন্য কিছু
অপহরণ ক'রে
আত্মভোগ-প্রণোদনায় ব্যবহার করে,
বা নিজস্ব প্রীতি-সম্পর্কীয় যা'রা
তা'দিগকে দেয়
স্বীয় পুরুষকে শোষণ ক'রে—
ঐ পুরুষের সম্পোষণী স্বার্থ না হ'য়ে,—
তবে সে
একানুধ্যায়ী অনুচর্য্যা-নিরত থাকার ফলে
যে কর্ম্ম ও বোধি-বিন্যাস সংসাধিত হ'ত
তা' হ'তে বঞ্চিতই হ'য়ে ওঠে,
সে সার্থকতায় আপূরিত না হ'য়ে
বিক্ষুব্ধ দুর্দ্দশায় জর্জ্জরিত হ'য়ে ওঠে,
স্বভাব তা'কে কিছুতেই ত্যাগ করে না,
ঐ চৌর্য্যপ্রকৃতি এমনতর কপটজাল
বিরচিত ক'রে

তা'র বোধধৃতিকে
ফাটল-স্ফুটবিধুর ক'রে তোলে,
যা'র ফলে, তা'র অন্তঃকরণ
দীর্ণতায় খান-খান হ'য়ে
বিকৃত ধারণার ছন্নতায়
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
শূন্যতায় হাহাকার করতে থাকে,
ধুক্ষিত ধক্‌ধকানির দরুন
তা'র হৃদয়
স্থিতিপ্রদীপ্ত হ'য়ে চলতে পারে না,
মর্ম্মর-ফাটলের মত
সত্ত্ব অসঙ্গতিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে,—
মৃত্যুভীতি ও জীবনভীতি
তা'র অস্তিত্বকে শঙ্কান্বিত ক'রে
দুর্দ্দশার দিকে
ধাক্কা দিতে-দিতে নিতে থাকে;
তুমি যদি তোমার স্বীয় পুরুষের
কিছু সঞ্চয় ক'রে রাখতে পার—
তবে তা' নিয়ে
শুভ-সন্দীপনায়
তৎপোষণী আবেগ নিয়ে
তাঁ'রই আপদ্‌-মুক্তির জন্য প্রস্তুত থেকো,
সে-সংরক্ষণা তোমাকে
সঙ্কীর্ণ ক'রে তুলবে না,
বরং প্রসাদমণ্ডিতই ক'রে তুলবে;
যদি এমনতর ক'রে থাক,—
এখনও সাবধান হও,
কাপট্য ছাড়,
নিজেকে ইষ্টার্থপরায়ণ,
আত্মবিনায়নী তৎপরতা
ও তদনুগ পরিপোষণায়

নিরত ক'রে তোল,
বাঁচবার পথ এখনও প্রশস্ত;
ঈশ্বরই পরম পবিত্র,
সুকেন্দ্রিক পরিবেদনী পরিপোষণার ভিতর-দিয়ে
তিনি প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠেন,
তিনি সাধ্বীর সাধনা,
তিনি পতিতের উদ্ধাতা,
তিনিই পরম-পুরুষ,
শ্রদ্ধোষিত ভক্তি-অনুচর্য্যাই তাঁ'র অর্ঘ্য,
আত্ম-বিনায়নী সম্বর্দ্ধনাই তাঁ'র অবদান। ১৩০।

সতীত্বকে পূজার্হ ক'রে তোল,
কারণ, সতীত্ব একানুবর্ত্তী ক'রে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী পরিচর্য্যায়—
তদর্থিতায়
নারীর শরীর-বিধানকে
তদনুপাতিক সংস্থিতিসম্পন্ন ক'রে
তা'কে বোধি ও প্রজ্ঞার
অধিকারী ক'রে তোলে,
আবার, তা'তেই সে স্বস্থ, সুধীর
ও সুদীর্ঘ জীবনের প্রসূতি হ'য়ে
সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রকে
সম্বর্দ্ধনী প্রেরণায়,
উদ্যোগী পরাক্রমে
যোগ্যতায় পরিপালিত ক'রে চলে;
বিহিত সবর্ণ
এবং অনুলোম-পরিণীতা নারীকে
স্বাভাবিক মর্য্যাদায় সমাসীন ক'রে রাখ;
অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্ষিতা যা'রা
তা'দের সাধু মর্য্যাদা দাও,
কারণ, একানুবর্ত্তী অধিগমন হ'তে

তা'রা বিচ্যুত না হ'য়েও
বাধ্যতামূলক আপদ-মর্দ্দিত হয়েছে,
একধর্ম্মিতা তা'দের ত্যাগ করেনি,
সৌজন্যের সহিত তা'দিগকে
উপযুক্তস্থানে প্রতিষ্ঠা কর,
তা'রাও সুধী-প্রসূতি হ'তে পারে;
নষ্ট, ব্যভিচারিণী যা'রা তা'দিগকেও
বিহিত শুদ্ধি ও সংস্কারে
একানুবর্ত্তিতায়
শ্রেয়কেন্দ্রিক ক'রে তোল,
এবং শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী ক'রে
পরিবার ও পরিজনের সেবায়
কৃতি-সৌকর্য্য লাভের অবকাশ দাও,
তা'রাও যেন সুজননী হ'তে পারে,
এও কিন্তু মন্দের ভাল,
কারণ, শ্রেয়-সংশ্রয়ে
তা'দের বিলোল বিকেন্দ্রিকতা
শুভ-বিন্যাসে অন্বিত হ'য়ে
তা'দিগকে উচ্ছল ক'রে তোলে;
প্রতিলোমকে সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধ কর—
তা' বিসদৃশ,
বিকর্ষণী জৈবী-সংস্থিতির জনয়িতা,
প্রতিলোম-বিবাহিতা নারীগণ
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রে
দূষক প্রসূতি ছাড়া আর কিছুই নয়কো;
অনবধানে
অশ্রেয় অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণ বা বংশে
কন্যা সমর্পিত হ'লে
উক্ত বিবাহকে অসিদ্ধ জ্ঞানে
কন্যাকে সমান
কিংবা কুলে-শীলে শ্রেয় কোন পাত্রে

অর্পণ ক'রে
কুজননের প্রশমনে
দেশ, সমাজ ও জাতিকে
উন্নতি-পরিচারী ক'রে তোল;
বিধি-ব্যত্যয়ী শ্রেয়বিমুখ,
কুবিধায়ক বিবাহকে
প্রতিরোধ কর,
কারণ, তা'
জৈবী-সংস্কৃতির অপকৃষ্ট সমাবেশে
অপকর্ষী জননকেই
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে,
তা'র ফলে, গণসমাজ
বিচ্ছিন্ন ও সংক্ষোভিত হ'য়ে ওঠে,
দেশে শ্রেয়বিমুখ অরাজকতা,
পারস্পরিক সহানুভূতির অভাব,
মতানৈক্য, প্রবৃত্তিস্বার্থী বিক্ষোভ,
আত্মঘাতী বিদ্রোহ, অশ্রদ্ধা,
অনাচার ইত্যাদির সমাবেশে
অশান্তির আগুন দাউ-দাউ ক'রে
জ্ব'লে ওঠে;
বিহিত স্থান-ব্যতিরেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ
এবং পরিত্যক্তা স্ত্রীর পুনর্বিবাহ
একেবারে রুদ্ধ ক'রে ফেল;
স্ত্রী-সমাজকে
বিহিতভাবে, বিহিত বিন্যাসে
সত্তাপোষণী বাস্তব শিক্ষায়
সমৃদ্ধিশালিনী ক'রে তোল—
সত্তা, সম্বৃদ্ধি ও শান্তিতে
নিরাপত্তাই যদি উপভোগ করতে চাও,
আমার সুসন্ধিৎসাপূর্ণ বহুদর্শিতা
যা' উপলব্ধি করেছে তা' এই,

তুমি
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন বেদ-বিজ্ঞানকে
জিজ্ঞাসা কর। ১৩১।

কন্যা! শতবার তুমি স্মরণ ক'রো,
বরেণ্য পুরুষে পরিণীতা হওয়ার পূর্ব্বেই,
এমন-কি, বাগ্‌দানের পূর্ব্বেই,
বিশেষ বিচারণায় বিবেচনা ক'রো,
তোমার বৈশিষ্ট্য-অন্বিত আভিজাত্যকে
স্মরণ ক'রে
এই সুসিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ো—
যে, তুমি তোমার স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী
বা তৎ-সম্বন্ধীয় কা'রও
গলগ্রহ হবার জন্য
পরিণীতা হ'তে যা'চ্ছ না,
তোমার ভরণ-পোষণ-দায়িত্বে
তা'দিগকে বাধ্য করবার জন্য
ঐ সংসারে তুমি উপনীতা হ'তে যা'চ্ছ না;
তুমি লক্ষ্মী—
তোমাকে আবাহন ক'রে তা'রা নিয়ে যা'চ্ছে—
সংসারকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করবার জন্য;
তুমি যা'চ্ছ সেখানে
তোমার শ্রদ্ধোষিত অচ্যুত প্রীতি-দীপনা,
ধী-বিনায়নী অনুচর্য্যা,
আলোচনা, সুদর্শন
ও সমীচীন সৌজন্য-আপ্যায়নায়
তোমার করণীয় যা'-কিছুকে
চিনে, জেনে, চিহ্নিত ক'রে
তা'র সুব্যবস্থিতি ও সুবিনায়নার ভিতর-দিয়ে
উচ্ছল করতে তা'দিগকে,
বাক্যে, ব্যবহারে, আয়ে, সংস্থিতিতে,

অর্জ্জনী-প্রেরণায়
প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে সবাইকে,
আদর্শ-সংহতিতে বিনায়িত ক'রে তুলতে,
সংসারে সম্রাজ্ঞী হ'তে,
তা'দের ভার হবার জন্য নয়কো,
তা'দের ভার গ্রহণ করতে,
তা'দিগকে ধারণ করতে,
পালন করতে,
প্রবর্দ্ধিত করতে;
আর, তা'ই
তোমার আভিজাত্যের গৌরব,
পিতৃপুরুষের সৌষ্ঠব-মণ্ডিত
সম্বর্দ্ধনা তোমার সেখানে;—
তোমার শিক্ষা, দীক্ষা,
ধী-প্রবুদ্ধ বিবেচনা,
সুদর্শনী ব্যবস্থিতি
অর্জ্জন-উদয়নী অনুপ্রেরণা
যেন তেমনিই হয়;
তুমি বধূ হ'তে চলেছ,
শ্রদ্ধাসন্দীপ্ত অনুচারণার ভিতর-দিয়ে
বাক্য ও ব্যবহার-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে
অনুপ্রেরণার ভিতর-দিয়ে
সম্বর্দ্ধনাকে আহরণ ক'রে চল—
স্বামীর সত্তাপোষণী হ'য়ে,
সংসারের সত্তাপোষণী হ'য়ে;
তোমার স্বামীই যেন হ'য়ে ওঠেন
তোমার সত্তার সংস্থিতি,
আর ঐ স্বামীর সংসার-সংরক্ষণী
অনুচর্য্যা ও ব্যবস্থিতিই যেন
তোমার উপজীব্য হ'য়ে ওঠে;

আবার বলি—
এমনতর প্রস্তুতি নিয়ে
তুমি সম্বর্দ্ধিত হও,
এমনতর দায়িত্ব নিয়েই
তোমার ধৃতি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক,
এমনতর পরিচর্য্যায়
পরিপালিত হ'য়ে উঠুক তোমার সংসার,
তুমি ধারণে, পালনে
দুর্গা হ'য়ে ওঠ,
সতী হ'য়ে ওঠ,
সাবিত্রীর মতো
অচ্যুত অনুচর্য্যা-অনুগমনী অনুপূরণে
তোমার স্বামীকে
জীয়ন্ত ক'রে তোল আরোতে—
জীবন-লাস্যে,
ছন্দায়িত শীল-সৌজন্যে;
ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন,
ঈশ্বরই মানুষের আশিস্-উৎস। ১৩২।

কোন শ্রেয়-পুরুষকে
স্বামিত্বে বরণ ক'রে নিয়েও
সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে
তাঁকে যদি আপনার ক'রে নিতে না পার—
তাঁ'র আদর, অনাদর,
এমন-কি, অত্যাচারেও
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী
অনুচর্য্যী আলিঙ্গনে,
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
সর্ব্বতোভাবে,
স্ত্রীত্বের বাহানায়
আলোকলতার মতো

যদি তাঁ'র শোষক হ'য়েই
বসবাস কর,
প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁ'কে
ধুক্ষাপীড়িত ক'রে
তাঁ' হ'তে আত্মপুষ্টি আহরণ কর,—
সে কি তোমার পক্ষে ব্যভিচার নয়?
ভেবে দেখ—
তা' তোমার পক্ষে
কত বড় অসাধ্বী চলন,
এতেও কি সুখী হ'তে পারা যায়?
শ্রদ্ধোজ্জ্বলা ব্যক্তিত্ব নিয়ে
সকলের শ্রদ্ধাভাজন হওয়া যায়?
নিজে অশাসিত হ'য়ে
শাসন-সন্তাপিত ক'রে
কখনও কি
ছড়িদারী বা কর্ত্তৃত্ব পাওয়া যায়?
স্মরণ রেখো—
তাঁ'কে আপনার ক'রে নেওয়ার দায়িত্ব
তোমারই,
কারণ, তাঁ'কে তোমার জীবন-দাঁড়া ক'রে নিয়েছ,
তোমার মানপ্রতিষ্ঠা,
সম্বর্দ্ধনা ও ভরণপোষণের
পরম হোতা তিনিই হ'য়ে উঠেছেন,
তিনি তোমার কিছু না করলেও
তাঁ'র বাস্তব ব্যক্তিত্ব
তোমাকে মর্য্যাদার আসনে
প্রতিষ্ঠিত করেছে,
ফলকথা, তোমার যা'-কিছু
যদি তাঁ'তে সার্থক হ'য়ে না ওঠে—
তাঁ'কেই কেন্দ্র ক'রে,—
তোমার প্রতিষ্ঠা

যত বড়ই হো'ক না কেন,
তা' কিন্তু ব্যভিচারযুক্ত,
জনগণ তেমনতর চক্ষেই
তোমাকে দেখতে থাকবে;
তাই, আগে নিজে শাসিত হও,
আনুগত্যে আত্মবিনায়ন কর,
জীবনকে প্রভাবান্বিত ক'রে তোল,
তোমার শাসন, ভর্ৎসনাও যা'তে
হৃদ্য হ'য়ে ওঠে সবার কাছে,
এমন ক'রে চল—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে বজায় রেখে,
যা'র সঙ্গ বা পরিচর্য্যা
তাঁকে সার্থক ক'রে তোলে না—
তা' যথাসম্ভব উপেক্ষা ক'রে,
প্রেয়-পরিচর্য্যায়
নিজেকে সুকেন্দ্রিক সন্তর্পিত চলনে
বিনায়িত ক'রে,—
শুভ-সম্বর্দ্ধনা তোমাকে
স্বতঃই অভিবাদন ক'রে চলবে;
নয়তো, নীতিকথার মত
তোমার বলতেই হ'বে—
'ভাল ক'রেও সবারই যে ভাল হয়,
তা' নয়কো',
আর, এই নীতিবাদই
তোমার পরিচয় দিয়ে দেবে। ১৩৩।

তোমার পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়
অন্তরেন্দ্রিয়
সবটার সার্থক সমবেত আকৃতির সহিত
সত্তার প্রতিটি কণায়-কণায়

কানায়-কানায়
সার্থক সঙ্গতিশীল
আকুল আগ্রহ নিয়ে
অনুকম্পী সমাহ্বেতির সহিত
যখন প্রেষ্ঠ-পরিচর্য্যায় নিয়োজিত হ'য়ে
অত্যাজ্য নিষ্ঠা-নন্দনায়
তা'রই ভরণে, পূরণে,
ধারণ-পোষণী নিয়োজনায়
সর্ব্বতঃ সঙ্গম-সঙ্গতিতে
পরিচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
অবিরাম-স্রোতা হ'য়ে,—
ঈশ্বরে কান্তাভাব সিদ্ধ তো তখনই;
ঐ অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলন
নিজেকে কৃতার্থ ক'রে
ভৃতি-তৎপরতায়
তাঁ'কে পূরণপ্রসন্ন করার সার্থকতায়
নিজেকে অর্থান্বিত ক'রে চলে,
তাই, তা' শিব,
তাই, তা' সুন্দর,
তাই, তা' সোহাগ-উদ্বেলনার
উদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্বের উচ্ছল প্লাবন,
আর, তা'তেই আছে—
প্রীতি-উচ্ছল অনুকম্পা,
সেবা-উচ্ছল পরিচর্য্যা,
কৃতি-কৃতার্থ কৃষ্টি,
আর আছে, অজচ্ছল উপভোগের
উদ্বেলনী ঢেউ-এর মতন
আশা-নিরাশার
সুখ-দুঃখের বিরহ-মিলনের
আকুল আলিঙ্গন,—

যে-আলিঙ্গনে প্রেষ্ঠ তোমার
রাগরঞ্জনী শুভ-সন্দীপনায়
লীলাপ্রসন্ন হ'য়ে
তোমার-তাঁ'র মিলন-মাধুর্য্যে
আরতি-অনুরঞ্জিত হ'য়ে ওঠেন—
লীলায়িত আলিঙ্গন-চুম্বনের
রাগরতিমত্ত মলয়নর্ত্তনায়,
অমৃত-নিষ্যন্দী পরাগ-পরিচর্য্যার
পারিজাত সজ্জার শুভ-নিক্কণে;
ঐ তো অমৃত,
ঐ তো উপভোগ। ১৩৪।

তুমি নারী,
শ্রেয়নিষ্ঠ কান্তা-বোধনা
তোমার জীবনের
পরম সার্থকতা যদিও,
তা' যদি বৈধ অনুশাসন-দীপনায়
বিনায়িত না হয়,
সঙ্গতিশীল অনুশীলন-আরাধনা নিয়ে
অটুট নিষ্ঠায়
কান্ত-অভিপ্রায়-অনুসারী
অনুনয়ন-তাৎপর্য্যে
তোমার জীবনকে
উচ্ছল-গতিসম্পন্ন ক'রে না তোলে,
নিষ্ঠা-অনুপোষণী অভিপ্রায়ের
আমোদ-উল্লাসই
তোমার কান্তকে
তোমার পরম উপভোগ্য ক'রে না তুলে,
প্রবৃত্তির দোলন-তৎপরতায়
এখন একরকম
তখন আর-এক রকম—

এমনতর উচ্ছৃঙ্খল নিষ্ঠাসংঘাতী চলন
যদি তোমাকে আকৃষ্ট ক'রে চলে,
—ঐ কান্তা-তপ ভর্ৎসিত হ'য়ে
নিষ্ঠাহারা পঙ্কিল পরামর্ষণে
তোমাকে অধঃপাতের দিকেই
টেনে নিয়ে যাবে নির্ঘাত;
সাপ নিয়ে খেলা করা বরং ভাল,
দুঃশীল, দ্বিচারিণী বা বহুচর্য্যী কান্তাভাব
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার সর্ব্বনাশা,
জীবনকে কূটপঙ্কিলতায়
আবর্ত্তিত ক'রে
তা' কিন্তু জাহান্নমের দিকেই
শাতন-তপা ক'রে তুলবে—
জীবন ও জননকে বিকৃত ক'রে;
তাই বলি—
শ্রদ্ধাপূত নিষ্ঠা নিয়ে
অচ্ছেদ্য অনুচলনে
শ্রেয়-কান্তের যদি কান্তা হ'তে পার,
আর বৈধী-সৌজন্যে
শ্রেয়-নিরতির আলিঙ্গন-গ্রহণে
তুমি যদি উচ্ছল হ'য়ে উঠতে পার,
তা' ভালই—
যদি তোমার জীবনে ঐ ভাব
পঙ্কিলতা-পরামৃষ্ট হ'য়ে না ওঠে;
শুভ-সম্বর্দ্ধনাকে একনিষ্ঠ অনুচর্য্যায়
ধারণা করাই ধৃতি,
আর, ঐ পূত ধৃতিকে
যদি বহুনৈষ্ঠিক শাতন-পরিচর্য্যায়
নিয়োজিত কর,
নিরয়ের শিলাবৃষ্টি
তোমাকে অজচ্ছল আঘাতে

ছন্নছাড়া ক'রে
দুর্গম দুর্গতির অধিকারী ক'রে তুলবে;
তাই আবার বলি—
সাবধান!
তোমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে যিনি শ্রেয়—
বংশে, বর্ণে, চরিত্রে, বোধন-দীপনায়,—
জীবনে তাঁ'রই ভজন-দীপ্তা হ'য়ে ওঠ,
আর, ঐ চরিত্রের
ঐ ইচ্ছার
অনুসারিণী অনুচর্য্যায়
নিজেকে নিয়োজিত কর—
নিষ্ঠান্বিত সাত্বত অনুচলনে,
ইষ্টার্থ-অনুদীপনায়,
আর, তা'ই তোমার
অমৃত-অলঙ্কার হ'য়ে উঠুক। ১৩৫।

স্ত্রীকে
স্ত্রীবৈশিষ্ট্যে উচ্ছল হ'তে দাও,
পরিবার-পরিজনের
পালন-পোষণী তৎপরতায়
যা'-কিছু করতে হয়—
তা'তে অভ্যস্ত ক'রে তোল,—
যা'তে তোমাদের সত্তা
শিষ্ট, সম্বুদ্ধ ও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চলতে পারে;
স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই যদি
চাকুরীজীবী হ'য়ে ওঠ,—
স্বস্তিদীপনা কোথায় অপসারিত হ'য়ে উঠবে—
তা'র ঠিকও পাবে না,
বিব্রত বিদগ্ধ হৃদয় নিয়ে
চলতে হবে অহর্নিশ;
লাখ উপার্জ্জন কর—

সেগুলির বিহিত বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
তোমার সত্তাকে
শিষ্ট ও সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে তুলতে
যদি না দাও—
তোমার পরিবারের ছেলেমেয়েদিগকে
তা'দের বৈশিষ্ট্যে
নিবিষ্ট শিষ্ট-অনুশাসনে রেখে—
তবে তোমাদের—
অর্থাৎ যা'রা পুরুষ—
বাহির থেকে যা'রা আহরণ ক'রে থাকে—
তা'রা
ভঙ্গুর হৃদয় নিয়ে
বিকৃতি ও বিপর্য্যয়ে
নিজদিগকে বিনায়িত ক'রে
নিরয়ের নষ্ট বিভবে
বিভবান্বিত ক'রে—
অশিষ্ট ও অতিষ্ঠ হ'য়ে
নিজের পরিবার, দেশ ও সমাজকে
সংক্রামিত ক'রে তুলবে;
আমি বলি,
যদি কেউ ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে থাক—
এখনও শিষ্ট অনুচলনে চল,
নতুবা, ভাগ্যের বিকৃত ভজন হ'তে
তোমাকে ধ'রে তোলবার
কেউ থাকবে না;
ভাব,
বোঝ,
বুঝে দেখ,
চল। ১৩৬।

মানুষ যতক্ষণ প্রবৃত্তি-উন্মাদ না হয়—

তা'রা ততক্ষণ
বিবাহ-বিচ্ছেদকেও আমল দেয় না,
স্ত্রী-পুরুষের
একত্র শিক্ষার পদ্ধতিকেও
উচ্ছল ক'রে
প্রলুব্ধ ক'রে তোলে না,
আর, মেয়েদের
চাকুরীজীবীও ক'রে তুলতে চায় না;
ভারতের মেয়েরা
গৃহলক্ষ্মী,
গৃহকর্ত্রী,
তা'রা চায়—
গৃহস্থালীর প্রত্যেকটি মানুষকে
বিষয় ও বিভবে বিভূতিসম্পন্ন ক'রে
উচ্ছল ক'রে তুলতে,—
তা' নিজের পরিবারে যেমন
পাড়াপড়শীর পরিবারেও তেমন,
চরিত্রকে
সুঠাম সন্দীপনায়
বিনায়িত ও সম্বুদ্ধ ক'রে তুলে'
বাস্তব উপদেশে
ভালমন্দে
সব দিক্‌টা দেখিয়ে
বস্তুতঃ তাৎপর্য্যে
বিনায়িত করতে—
পরিবারকে সংগ্রথিত ক'রে
প্রীতিমার্জ্জিত
শাসন-সুনিয়মনী তৎপরতায়—
যা'তে ছেলেপুলে হ'তে সবাই
শিষ্ট বৈধী-আচারে
কুলাচারকে

জীবনীয় তাৎপর্য্যে আঁকড়ে ধ'রে
চলতে পারে—
বিহিতকে গ্রহণ করতে,
যা' ব্যর্থতা আনে—
তা'কে পরিত্যাগ করতে,
নিষ্ঠাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে
ব্যতিক্রমকে দূরীকৃত করতে;
মোক্তা কথায় এই হ'চ্ছে—
ভারতপল্লীর লক্ষ্মীদীপ্ত রূপ,
এর ব্যতিক্রম
দেশকে লক্ষ্মীছাড়া ক'রে ফেলে—
তা' নির্ঘাৎ কিন্তু,
আর, তা'তে
দুর্গা-সরস্বতীরও
আবির্ভাব হ'য়ে ওঠে না কোন ব্যক্তিত্বে,
মাতৃত্বই সেখানে মর্য্যাদাহারা। ১৩৭।

তুমি যতক্ষণ না
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-ইষ্টানুগ
আত্মবিনায়নায়
তোমার স্বামী ও স্বামী-পরিবারের
সুনিষ্ঠ পরিচর্য্যায়
আত্মবিনায়িত ক'রে
বাক্যে, ব্যবহারে,
সুব্যবস্থ সেবানিরত অনুধ্যায়িতা নিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
নিজেকে তদর্থে অন্বিত ক'রে
ঐ স্বার্থে সুসঙ্গতি লাভ না ক'রে উঠছ—
প্রত্যাশাক্ষুব্ধ-মান-অভিমান-আপসোস-বর্জ্জিত হ'য়ে,
স্বামীর অনুরঞ্জনী
অনুগতিসম্পন্না হ'য়ে,

তোমার বাক্য, ব্যবহার,
আচরণের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'কে,
তাঁ'র পরিবার ও পরিবেশের যা'-কিছুকে
নন্দিত উপচয়ে
উদ্বর্দ্ধিত ক'রে না তুলতে পারছ,
আর, ঐ স্বভাব তোমাতে
ঐ স্বামী-কুলের বৈশিষ্ট্যানুগ উৎক্রমণায়
উদ্বর্ত্তিত না হ'য়ে উঠছে—
সাংসারিক বিহিত বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
হৃদয়ঢালা অন্তরাস নিয়ে
সুব্যবস্থ উপচয়ী বর্দ্ধনায়
দীপনমুখর হ'য়ে—
আত্মপ্রসাদী তর্পণার তৃপণ-অভিসারে,—
বুঝে রেখো—
তোমার তখনও গর্ভ ধারণ করবার
সৌষ্ঠবমণ্ডিত সময় হ'য়ে ওঠেনি,
তুমি
সুসন্তানের জননী হ'তে পারবে না—
শীল-সন্দীপ্ত জৈবী-সংস্থিতির
বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত ক'রে—
স্বভাবকে পরিমার্জ্জিত ক'রে
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে,
আত্ম-বিনায়নী তাৎপর্য্যে,
শীল-অনুশাসনে;
তাই, সুতপা হ'য়ে ওঠ,
স্বামিতপা হ'য়ে ওঠ,
সুনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠ,
কৃতার্থ হ'য়ে ওঠ,
সার্থক হ'য়ে ওঠ,
তোমার আদব-কায়দা, চালচলন,

কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার,
আহার-বিহার, আকাঙক্ষা-অবদান—
সবই যেন স্বামী-অনুগতিকে
সুরঞ্জিত ক'রে তোলে,
হৃদ্য অনুচর্য্যায়
স্বামীর পরিবারে সম্রাজ্ঞী হ'য়ে ওঠ,
আর, এই হ'য়ে ওঠার
আচরণ-অনুশায়ী হ'য়ে
সন্তানের প্রসূতি হ'য়ে ওঠ তুমি,
স্বামী ও স্বামী-পরিবারে
তোমার জীবন যতই
সঙ্গতি লাভ ক'রে উঠবে—
আত্মবিনায়নী তদনুচর্য্যায়
ত্যাগে, ভোগে, ঐশ্বর্য্যে,
আপদে, বিপদে
সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
সুব্যবস্থ বিনায়নে
জটিল যা'-কিছুকে শুভদ ক'রে,
তোমার স্বভাবের
এই শ্রদ্ধাভিষিক্ত অনুগতি
ভাবঘন-পর্জ্জন্য পরিস্রবা-তপস্যার ভিতর-দিয়ে
ঐ কুলমর্য্যাদার বৈশিষ্ট্য-বিশেষকে
ধারণ, পালন
ও পোষণ-উপযোগী ক'রে তুলবে ততই,
ঐ আকুতির ভিতর-দিয়ে'
তোমার রজোবিন্যাস তদনুগই হ'য়ে উঠবে,
তুমি নিজে সুখী হবে,
সুসন্তানের জননী হ'য়ে উঠবে,
নয়তো, বিকার বিকৃতিরই স্রষ্টা,
ছন্নতারই প্রসূতি;
তাই বলি, সংসারই যদি করতে চাও,

জননীই যদি হ'তে চাও,
সাধ্বী হও, সতী হও,
শুভ-প্রসূতি হ'য়ে ওঠ;
ঈশ্বরই সত্য,
ঈশ্বরই শিব,
ঈশ্বরই সুন্দর,
শুভ যা', জীবনীয় যা',
সম্বর্দ্ধনী যা'—
তা' ঐ ঐশী-সম্পদ্। ১৩৮।

তুমি নারী,
তুমিই তোমার স্বামীর
বর্দ্ধন-অনুচর্য্যার মূল অভিব্যক্তি,
আর, যিনি তোমার স্বামী,
তোমার স্ব-এর
তোমার সত্তার
অস্তিক ভিত্তি তিনিই,
তাই, তিনি তোমার কাছে
এক ও একান্ত;
তোমার জীবনের সার্থকতাই হ'চ্ছে—
সর্ব্বতঃ সঙ্গতিতে
তাঁকে একান্ত ক'রে নিয়ে
তাঁ'র সত্তার অনুগতি ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তাঁকে সর্ব্বতোভাবে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলা—
ইষ্টানুগ অনুশীলনী সম্বেগে,
শ্রেয়ার্থ-বিনায়নী সুব্যবস্থ তৎপরতা নিয়ে;
তাই, তোমার জীবনের
বাস্তব সক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
আহুতি-অনুদীপনায়
তাঁকে যতই

অমনতর ক'রে তুলতে পারবে—
তৃপ্তিও ভ'রে উঠবে
বুকে তোমার তেমনি,
আর, ঐ তৃপ্তি
প্রসাদ-মণ্ডিত হ'য়ে
তোমার স্বামীকে প্রসন্ন ক'রে তুলবে;

এই সম্বুদ্ধ নন্দনার তরঙ্গহিন্দোলে
দোলদীপনায়
তুমি যত
শ্রেয়-সন্দীপ্ত সুকেন্দ্রিক
আত্মনিয়মন-অনুচর্য্যায়
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
বর্দ্ধনার ক্রমচলনে চলতে থাকবে,—
তোমার জীবনদ্যুতিও
সমবেদনী সক্রিয় লাস্যনন্দিত হ'য়ে
ঐ বর্দ্ধনাতেই বিধৃত হ'য়ে চলতে থাকবে তেমনি;
তুমি সার্থক হ'য়ে উঠবে অমনি ক'রেই
অভেদাত্মক ভেদ নিয়ে,
তোমার সমস্ত বিভেদের অবসান হ'য়ে
একাত্ম-অনুবেদনায়
উন্নীত হ'য়ে চলতে থাকবে তেমনি,
আর, ঐ তোমার তুমিত্বই হ'য়ে উঠবে ততই
তোমার স্বামী—
সতীত্বের উজ্জ্বল লাস্যে
তোমাকে অভিষিক্ত ক'রে;
তাই, বুঝে রেখো—
তাঁ'কে একান্ত ক'রে নেওয়ার উপরই
তোমার যা'-কিছু নির্ভর করছে,
ঐ ঐকান্তিক একান্ত অনুবেদনা
ও আলিঙ্গন-গ্রহণ-সুলিপ্সু

সক্রিয় সমবেদনাই হ'চ্ছে
তোমাদের পবিত্র উপভোগ,
যে-উপভোগ ভজনানন্দে
তৃপ্তি বিকিরণ ক'রে
সপরিবার-পরিবেশ
তোমার ঐ জীবনালোকে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে,
আর, যখনই তুমি তা' না পেরে উঠবে,
বা ঐ ঐকান্তিক চলন হ'তে
তুমি বিরত হবে
বা ব্যাহত হবে—
যে-ব্যাহতি তোমাকে থামিয়ে দেয়,
সেই মুহূর্ত্তে তুমি গেলে,
বিক্ষোভ-জৃম্ভী ধিক্কার-লাঞ্ছনায়
বিহ্বল হ'য়ে
তোমার জীবনকে
অবলুপ্তির কোলে
অবশায়িত ক'রে তুলতে হবে;
তাই নারি!
ওঠ, জাগ,
স্বামী-দেবতাকে আঁকড়ে ধর,
তা'র হিতপ্রসূ যা',
সুযুক্ত সম্পোষণী যা'
হৃদ্য বা প্রিয় যা',
একান্ত সুকেন্দ্রিক অনুচলনী
আত্মবিনায়নের ভিতর-দিয়ে
হৃদয়খোলা অঢেল উদ্যমে
সেই তপনিরতি নিয়ে চলতে থাক,—
পাবে শক্তি,
পাবে শান্তি,
স্বস্তির আলোক-লেখায়

সাধনার সিদ্ধি
তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলবে;
নারীত্ব তোমার সার্থক হ'য়ে উঠুক,
তুমি কল্যাণী হ'য়ে ওঠ,
দুর্গতিনাশিনী হ'য়ে ওঠ,
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে ওঠ,
অসুরনাশিনী হ'য়ে ওঠ,
কালবারিণী হ'য়ে ওঠ,
জগদ্ধাত্রী হ'য়ে ওঠ,
আর, ধাতার স্রোতদীপনী নন্দনা
আশিস্-পারিজাতে
তোমাকে পরিতৃপ্ত ক'রে তুলুক। ১৩৯।

তুমি যদি স্বামিস্বার্থিনী না হও,
স্বামীর সৎ-সমর্থনী যদি না হও,
তাঁ'র অনুপোষণী সঙ্গিনী না হও—
ইষ্টানুগ নিয়মনে,
অন্তর-বাহিরে ক্লেশসুখপ্রিয়তার
হ্লাদিনী উৎসব-যাগ-তৎপর হ'য়ে
অনুচর্য্যী হোম-আরতি নিয়ে,
জীবন-বর্দ্ধনার স্বতঃ-পরিচারিণী
একনিষ্ঠ অংশিনী হ'য়ে—
অচ্যুত অভিযানে,—
যদি আত্মভোগ-আত্মসুখ-লালসার
উপকরণ-আহরণে
সোহাগ-পরিচর্য্যার পরিচারক ক'রে
তোমার স্বামীকে ব্যবহার করতে চাও,—
অচ্যুত প্রীতি-সন্দীপনায়
তদনুসারিণী রাগানুগতি নিয়ে
তোমার বোধি, চিত্ত ও দেহের
আলিঙ্গন-অনুচর্য্যায়

তাঁকে রঞ্জিত করবার বালাই
যদি বহন করতে না-ই চাও,—
অভিমান, বিরোধ, আক্রোশ, অবসাদ
ও সুখতৃষ্ণার উন্মনা অভিনিবেশ নিয়েই
যদি তুমি বৃত্তি-বিনায়িত হ'য়ে চল,
তোমার ঈশ্বরানতি
নিরন্তর প্রতি নিঃশ্বাসে
প্রতি কর্ম্মে, প্রতি দৃষ্টিতে,
প্রতি বাক্যে,
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে
স্বামীর জীবন-বর্দ্ধনী প্রার্থনা-প্রযুক্ত হ'য়ে
না চলে,—
তাঁ'র প্রয়োজনীয় যা'
তাঁ'র স্বজন যা',
তাঁ'র পরিবেশ যা',
গৃহস্থালীর যা' যা' উপকরণ—
বিচারণী সুবিন্যাস-ব্যবস্থিতিতে
সেগুলি নিজের ক'রে নিয়ে,
যদি
বিরোধ, ব্যত্যয়, আক্রোশ,
বাধা-বিপত্তিকে এড়িয়ে
সুসংস্থ ক'রে
স্বামীর বর্দ্ধনে বিনায়িত করতে না পার,
নিবেশ-ঋদ্ধিতে
তাঁ'রই আরতি-নিবন্ধে
মর্ম্মকে যদি
অভাবশূন্য ক'রে তুলতে না পার—
আয়, ব্যয় ও উপার্জ্জনের খতিয়ানকে
বোধমার্গে জাগ্রত রেখে
মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী ও সংরক্ষণী অনুচর্য্যায়,
বাহুল্যকে সংযত ক'রে;

বিষয়, ব্যাপার, ব্যবহার, কথা ইত্যাদির
অননুধ্যায়ী স্বকল্পিত কল্পনা নিয়ে
বিরোধ সৃষ্টি ক'রে
নিজেকে স্বামী ও তাঁ'র পরিবেশের
পরিচর্য্যা হ'তে
যদি বঞ্চিত ক'রে তোল,—
তুমি ইহকালেই হো'ক—
পরকালেই হো'ক—
যখন যে-অবস্থায় থাক না কেন,
শান্তি ও স্বস্তির আশায়
ভোগমত্ত অনুশীলনায়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
নিদারুণ ক্রূর-বিক্ষেপে
নিজেকে
যত ছিন্ন-বিচ্ছিন্নই কর না কেন,—
শান্তি কিন্তু তোমা হ'তে বহু দূরে,
স্বস্তি ও তৃপ্তি
উধাও হ'য়ে যাবে কোথায়—
তোমার ব্যক্তিত্বকে, জীবনকে বিদ্রূপ ক'রে,
স্বধা টলায়মান ধৃতি নিয়ে
বিভ্রান্তির বিবশ ধুক্ষণে
তোমাকে নির্য্যাতনের হাত হ'তে
এড়িয়ে রাখতে পারবে না;
শোনো মেয়ে,
তোমার তপই স্বামী-অনুচর্য্যা—
ইষ্টানুগ নিয়মন-তৎপরতায়,
স্বামিস্বার্থই তোমার স্বার্থ,
স্বামীর জীবনই তোমার জীবন,
তাঁ'র সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনাই তোমার রুচি,
তাঁ'র অভিপ্রীতিই তোমার নিয়ামক,
বৈধব্যে তুমি জীবন্মৃত;

বর্জ্জন-কুটিল লুব্ধ আলেয়ায়
যত পুরুষই ধর না কেন,
আর, যা'ই কর না কেন—যে-অবলম্বনায়,—
নিষ্কৃতি তোমার সুদূরপরাহত;
অনুরাগ যেখানে সুকেন্দ্রিক,
অনুচর্য্যা যেখানে সুবীক্ষণী,
অনুগতি যেখানে স্বতঃ,
অনুসরণই যেখানে সোহাগ,—
ঈশ্বর-আশিস্‌ও সেখানে
উচ্ছল ঔজ্জ্বল্যে
বিভান্বিত হ'য়ে থাকে,
ঈশ্বর সৎ,
আর, সতীই হ'চ্ছে তাঁ'র আধার। ১৪০।

যে-মেয়েরা স্বামী-সুনিষ্ঠ নয়—
স্বতঃস্রোতা আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে
সেবাসংক্ষুধ তৎপরতায়—
তা'দের অন্তরাবেগ
নানা সংস্রবের সংঘাতে
কামকামনার আবরণে
অন্য পুরুষে সঞ্চারিত হ'তে
প্রায়ই দেখা যায়,
আর, ও হ'তেই আসে
পালন বা রক্ষণে পাতিত্য,
আবার, তা'
মত্ত মদগর্ব্বিতায়
অন্তঃস্থ হৃদয়ের প্রীতিরাগকে
সুধী-সানুকম্পিতাকে ভেঙ্গে
ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করবেই কি করবে,—
তা'দের

বোধবিবেকী অনুকম্পাকে
মোহগ্রস্ত ক'রে,
রাগ-লালিমার উচ্ছল স্রোতকে
ব্যতিক্রমী মাতাল সঞ্চারণায়
বিক্ষিপ্ত ক'রে;
তাই বলি—
মেয়েই হো'ক্,
আর, পুরুষই হো'ক্,
যা'রা
সুনিষ্ঠ অনুরাগের সহিত
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠেনি—
শ্রমপ্রিয় তৎপরতা নিয়ে,
তা'রা তো নষ্টের দিকে যাবেই,
তা' ছাড়া, অন্যকেও নষ্ট ক'রে
জাহান্নমের যাত্রী ক'রে তুলবে,
তাই, নিজে যদি তা'র
শিকার হও-ই—
তবুও অন্য কাউকে
বিষাক্ত ক'রে তুলো না,
এতে পাতিত্যের পরিধি
অনেক সঙ্কীর্ণ-ই হ'য়ে থাকবে,
নিজে স'রে থাকা ভাল,
শিষ্ট সংবর্দ্ধনাকে কি
নষ্ট করা ভাল?
ভেবে দেখ—
বুঝে চল;
দাবানল অরণ্যকে পুড়িয়েই
তা'র পরিস্থিতিকে দহন করতে
এগিয়ে আসে,
তাই, ব্যতিক্রম যে

আত্মবিধ্বস্তিকেই ডেকে আনে—
তা' নিতান্ত স্বাভাবিক,
অমন ক'রে পরিস্থিতিকে
কেন ধ্বংসের মুখে টেনে নেবে? ১৪১।

শোন মেয়ে!
আবার বলি—
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট হ'য়ে চল—
পূতশ্রদ্ধা-অভিনিষ্যন্দী উচ্ছলতা নিয়ে,
তোমার ইহ-পরকালকে
ওতেই অনুনীত ও অনুরঞ্জিত ক'রে;
আর, ঐ নিয়ন্ত্রণী প্রাণন-উচ্ছলতা নিয়ে
স্বামী-সর্ব্বস্ব হ'য়ে ওঠ—
বৈধী-বিবাহে নিজ সত্তাকে পূত ক'রে,
তাঁ'র সৎ বা সাত্বত অভিপ্রায়-অনুসারী চলনে
সমস্ত চরিত্রকে মুকুলিত ক'রে,
অনুচর্য্যা-নিরতির সৌজন্য-মাখা
সৌম্য-আপ্যায়নায়
আপ্যায়িত ক'রে সবাইকে;
তুমি সতী হও,
লক্ষ্মী হ'য়ে ওঠ,
শ্বশুরকুলের সম্রাজ্ঞী হ'য়ে ওঠ—
দণ্ডে নয়,
অনুশাসিত আত্মনিয়মনের ভিতর-দিয়ে
সবাইকে নিয়ন্ত্রিত করতে করতে—
তা'দের অন্তরের হৃদয়কাড়া, স্নেহভরা
শ্রদ্ধাপূত সমীহকে
আকর্ষণ ক'রে;
সবাইকে ভালবাস,
যা'কে ভক্তি করতে হয় ভক্তি কর—
শ্রদ্ধানুচলনী অনুচর্য্যা নিয়ে,

বাক্য, ব্যবহারের স্নিগ্ধ দীপনায়,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বকে বজায় রেখে,
আপ্যায়নার সহিত
সামশৌর্য্য-পরিস্রবা হ'য়ে;
কৃতিমুখর হ'য়ে ওঠ—
তর্‌তরে মৃদুল চাল-চলনে,
সুব্যবস্থ ও সুনিয়ন্ত্রিত অনুশীলন-সজ্জায়
সজ্জিত ক'রে তোমার সত্তা ও সংসারকে;
এমনি চলনের ভিতর-দিয়ে
মূর্ত্ত লক্ষ্মী হ'য়ে ওঠ,
তোমার পরিচর্য্যায়
তোমার সংসার উথলে উঠুক—
শুভ-উচ্ছলতায়,
আর, সেই আলোকে
তোমার পরিবেশও
ঐ কৃতিদীপনায়
আলোকিত হ'য়ে উঠুক—
মধুর কৃতি-সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে;
তোমার আলোচনা, দর্শন, চিহ্নীকরণ,
এক-কথায়,
সম্যক্ চেনা-শোনার দক্ষতার সহিত
জ্ঞান ও বোধসিক্ত
অবলোকনী সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ,
এমন-কি, সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বোধক্ষমতাকে
এমন বাড়িয়ে তোল—
তা'রা যেন নিটোলভাবে
সমস্ত দেখে, শুনে, ক'রে, ব'লে, চ'লে
সব বিষয়ে তোমাকে
সাম্য-প্রস্তুতিতে
বিনায়িত ক'রে তোলে;

এমনি ক'রেই তুমি
জননীত্ব লাভ কর,
আর, ঐ প্রকৃতি যেন তোমার সন্তানদিগকেও
ঐ প্রকৃতির অধিকারী ক'রে তোলে—
স্বভাবের ভাবদীপনী কৃতি-ঐশ্বর্য্যের
অধিকারী ক'রে;
তোমার সংসার
আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যে
ঢেউ খেলে যাক্,
জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শনে
উত্তাল হ'য়ে উঠুক,
সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হ'য়ে উঠুক—
তোমারই ঐ
কৃতিমুখর অনুচর্য্যা-নিবিষ্ট হ'য়ে;
তোমার লক্ষ্মীত্ব
লোক-ধাত্রীত্বে উপ্‌চে উঠুক—
ধারণে, পালনে, পোষণে,
এমনি ক'রেই
জগদ্ধাত্রী হ'য়ে ওঠ তুমি;
তোমার প্রতি কা'রও প্রণতি
তুমি নিজে আশা না করলেও—
শ্রদ্ধাবনত অন্তরে
সবাই যেন তোমাকে
'জয় মা জননী, জগদ্ধাত্রী' ব'লে
প্রণাম ক'রে ;
তোমার দিব্য বিভা
সবার অন্তরে বিকীর্ণ হ'য়ে
সবাইকেই তোমার মত
দীপ্ত ক'রে তুলুক। ১৪২।

আভিজাত্য-অভিধ্যায়িনী অনুচর্য্যার সহিত
ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-সংরক্ষণী

আবেগোদ্দীপ্ত অনুচলন,
হৃদ্য সানুকম্পী
শ্রেয়কেন্দ্রিক আত্মনিয়মন-তৎপরতা,
অচ্যুত একানুগ সৎ-সম্বেগ,
সুসঙ্গত
আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক
বোধবীক্ষিত শুচিতা,
শ্রদ্ধাসম্বুদ্ধ সদাচার,
ভক্তি-সম্বুদ্ধ সত্তাপোষণী শিক্ষা-সমালোচনা,
পালন-প্রদীপ্ত ক্লেশসুখপ্রিয়
রজস্‌শৌর্য্যী অনুতপনা,
বৈশিষ্ট্যপালী অসৎ-নিরোধী
পরাক্রম-প্রতিভা,
ও তৎ-সঞ্চারণ-কুশলতা,
নিরাপত্তা বা সত্তা-সংরক্ষণ ব্যাপারে
কলাকৌশল-অর্জ্জন,
সুসন্ধিৎসু পরিচর্য্যা-পরায়ণ ব্যবস্থিতি,
বাক্য, ব্যবহার ও সক্রিয় শীলচর্য্যা,
শিষ্টা সুশীলা হ'য়েও ত্বরিত কর্ম্মপ্রবণতা,
বোধ-বিধায়িনী অনুশীলন,
স্মিত-গম্ভীর সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বপালী চলন
ও বৈশিষ্ট্যানুগ সততা-সংরক্ষী
সন্তর্পিত পারিবেশিক পরিচর্য্যা,
সত্তারক্ষণপোষণী অভিধ্যায়িতা,
উপস্থিত বোধ ও বিনায়নী তৎপরতা,
ইঙ্গিত-জ্ঞান,
মৈত্রী-কৌটিল্য-কুশলতা,
সঞ্চারণ-অভিজ্ঞতা,
দক্ষ কুশলকৌশলী ধী ও ধৃতি-বিনায়নী
অনুধ্যায়িতা নিয়ে
করণ-অভিসার,

শারীরিক সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি-পরিবীক্ষণ-কুশলতা,
অপ্রলুব্ধ অন্তর্গঠন,
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নী চলন,
গুরুজনের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ না ক'রে
বিনীত সৌষ্ঠব চলনে চলা,
বাক্য, ব্যবহার, হস্তপদ,
ভাবভঙ্গীর হৃদ্য সঞ্চালন,
হৃদ্য শাসন, পোষণ ও তোষণার প্রয়োগে
সুসিদ্ধ হওয়া,
প্রয়োজন-নিরূপণী অভ্যাস
ও উপযুক্ততার সহিত তদাপূরণী নিয়ন্ত্রণ,
স্মিত-সম্বর্দ্ধনী
সাংসারিক অভিগমনাদি শিক্ষা,
সহজ, সুধী ও সুন্দর আত্মসজ্জা
ও সুব্যবস্থ গৃহস্থালী সজ্জা,
রন্ধন ও শিল্পকলা-সৌকর্য্য,
আধিব্যাধি ও সংক্রমণ-প্রতিরোধনী
প্রাথমিক শিক্ষা,
সঞ্চয়ী সুন্দর সুশীল অর্জ্জন-পটুতা,
পারিবারিক আয়ব্যয়ের
অর্থনৈতিক সুনিয়মন,
মিতাচারী সুসঙ্গত ব্যবস্থিতি
ও উপচয়ী পরিবেষণা,
জাতি, বর্ণ, কুল
ও গোত্র-গৌরব-মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে
—এমনতর সার্থক শ্রেয়
স্বামী-নির্ব্বাচনী অভিজ্ঞান,
অশ্রেয় পুরুষ-সংস্রবে স্বামিত্ব অর্সে না
বা উদ্বাহ সিদ্ধ হয় না—
এ বিষয়ে বিশদ বোধ,
নিজের ও স্বামীর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের

ইতিবৃত্ত সংগ্রহ,
ও শ্রদ্ধোষিত অন্তঃকরণে
শুভ-সঙ্গতির সহিত
তৎপরিবেষণ-অভ্যাস,
শ্বশুর ও শ্বশুর-স্বগণের
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক যেখানে যেমন প্রয়োজন
তদনুগ সেবাপ্রস্তুতি,
ইষ্টানুগ স্বামিতপা আত্মবিন্যাস
ও পরিচর্য্যা-প্রবণতা,
সুসন্তান লাভের সুযৌক্তিক
আত্মবিন্যাসী অনুরতি,
সন্তান প্রসব, পালন ও বর্দ্ধন-বিষয়ে
সমাচার, শিক্ষা ও দক্ষ-সৌকর্য্য-আহরণ,
সুপ্রজনন-জ্ঞান, ইত্যাদি অভ্যাস ও গুণগুলি
বিবাহযোগ্যা যা'রা
তা'দের মধ্যে যতই সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে
সুসঙ্গত অনুচারী অনুদীপনায়
অব্যাহত ত্বরিতপ্রভ হ'য়ে চলে,—
সে-মেয়েরা পিতৃকুলের কুলপ্রভা হ'য়ে
পরিবেশকে বিভামণ্ডিত ক'রে তোলে ততই;
নিজেরা উপযুক্তভাবে অভ্যস্ত হ'য়ে
মেয়েদিগকে ঐ বিষয়ে
দক্ষ ক'রে তোলাই
তা'দের জীবন-যাপনী প্রাথমিক শিক্ষা;
যেখানে এর ব্যতিক্রমী আচরণ—
সেখানে দুঃখ, দারিদ্র্য
অবাধ অভিযানে ঐ পরিবার ও পরিবেশকে
বিধ্বস্ত ক'রে চলতে থাকবে,
এবং কুল, জাতি ও সমাজ-সংক্রমণী
ঐ আপদ্
উল্লম্ফী চলনে চলতে কসুর করবে না;

ঈশ্বর বর্দ্ধন-প্রদীপক,
বৈশিষ্ট্যমাফিক শ্রদ্ধোষিত, সুকেন্দ্রিক
বৈধী, বিনায়নী
যোগ্য-তৎপরতার ভিতর-দিয়েই
তাঁ'র ঈশিত্বের বিকাশ। ১৪৩।

পুরুষ ও নারী
যখন মদগর্ব্বী আত্মম্ভরিতায় দাঁড়িয়ে
সমান হ'তে চায়—
পরস্পর পরস্পরের বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
পোষণ-পূরণ-রাগদীপনী আলিঙ্গনকে
উপেক্ষা ক'রে,
তা'দের প্রীতিকন্দরে
আত্মম্ভরিতার প্রেতপ্রেরণা
জীবনকে পদাঘাত ক'রে
তা'দিগকে দুর্ম্মদ অভিসারের
যাত্রীই ক'রে তোলে—
একটা বিকৃত ব্যালোল বিচ্ছিন্ন
প্রবৃত্তি-স্বার্থ-সন্ধুক্ষিত ভোগলিপ্সু আধিপত্যের
অকৃতজ্ঞ অনুবেদনাকে পুষ্ট ক'রে,
কা'রও অন্তঃকরণ কাউকে নিয়ে
ভরপুর হ'য়ে ওঠে না,
থাকে একটা ভীতিত্রস্ত সমীহার
বিকট বিকৃত কুটকটাক্ষ,
প্রীতির পবিত্র বন্ধন
আশ্রয় পায় সেখানে কমই,
থাকে সত্ত্বের দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
ব্যবসায়াত্মিকা, বিহ্বল প্ররোচনায়
প্রেতদীপ্তি;
অন্তঃকরণে প্রীতির আলোকছবি
প্রিয়ের মর্ম্মকে উদ্ভাসিত ক'রে

যতই নিতে পারে না,—
প্রেম তিরস্কৃত হ'য়ে
ততই ক্রমপদক্ষেপে
দূর হ'তে দূরে
স'রেই যেতে থাকে;
আর, তৃপ্তির আনন্দ-নির্য্যাস
যা' অন্তঃস্রাবী জীবনীয় গ্রন্থিগুলিকে
উচ্ছল ক'রে
মানুষকে অমৃত-স্রাবণ-সন্দীপ্ত ক'রে তোলে—
তা' ব্যাহত হওয়ায়
তা'দের চিত্তের স্বাস্থ্য,
দেহের স্বাস্থ্য
তৃপ্তির অনুবেদনী অনুসরণ হ'তে
ক্রমশঃ বঞ্চিত হ'য়েই চলতে থাকে,
আর, তা' উভয়ের জীবনকেই
লাঞ্ছনার লোলমর্দ্দনে মথিত ক'রে
জীবনস্রোতকে ক্ষীণস্রোতা ক'রেই
তুলতে থাকে;
আর, এইগুলি মিলে
তা'দের থেকে যা'রা আবির্ভূত হয়,
তা'রা একটা বিকৃতির
ক্লিন্ন কর্কশ অনুকম্পাহারা জীবনই
লাভ ক'রে থাকে,
যা'দের ভিতর থাকে না
পারিবারিক অনুকম্পা,
থাকে না সামাজিক তপোদীপনা,
থাকে না পরিবেশ-পোষণী পরিস্রবা
পুণ্য-প্রদীপ্ত চারিত্রিক বিকিরণা—
যা' প্রতিটি অন্তঃকরণকে
প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে—
যোগ্যতার যুত দীপনায়,

অমৃতের শুভ-অভিসারে
তৃষ্ণাতুর ক'রে;
এই প্রেতদীপ্ত অপ্রাকৃত
সাম্যভাব বা সমান ভাব
ব্যক্তি, পরিবার, পরিবেশ ও সমাজকে
কর্কশ চর্ব্বণে চর্ব্বিত ক'রে
কৃত্রিমতার কলুষকুহেলীতে
সবাইকে
ছন্নছাড়া দিশেহারার মত
আকৃষ্ট ক'রে তোলে,
কারণ, তখন কেউ কা'রও দ্বারা
আপূরিত হয় না,
সমান সমানকে প্রতিহতই ক'রে চলে;
আর, এর ফলে
আদর্শ যায়,
আভিজাত্য যায়,
ঐতিহ্য যায়,
কৃষ্টি যায়,
রাষ্ট্র যায়,
আর, সবাই নিপাত-নিগড়ে নিবদ্ধ হ'য়ে
সর্ব্বনাশেই আত্মাহুতি দিয়ে থাকে;
তাই, প্রকৃতি তোমাকে
যে-বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে
সৃষ্টি করেছেন,
সেই পথে চলাই তোমার ভাল—
শ্রেয়কেন্দ্রিক সত্ত্ব-বিনায়নায়;
বৈশিষ্ট্যমাফিক এমনতর সমঞ্জস চলনই
সাম্য-চলন,
সাম্য-চলন মানে সমান চলন নয়,
এক ওজনের চলন নয়,
তাই, প্রিয়ের তৃপ্তির উপঢৌকন যা',

যা' দিয়ে তিনি খুশি হন,
তা' নাও—
উৎফুল্ল অন্তরে,
পাওয়ার দাবী না ক'রে;
আবার, যা' দিয়ে তুমি উৎফুল্ল হও,
হৃদয়ের অর্ঘ্য-অনুবেদনা নিয়ে
তা' দাও—
প্রত্যাশালোলুপ না হ'য়ে,
কৃতার্থতার আত্মপ্রসাদে,
ঐ-ই হ'চ্ছে অমৃত পন্থা;
আর, প্রেষ্ঠানুগ
ধারণ-পালন-অনুধ্যায়িনী তৎপরতায়
এই দেওয়া-নেওয়ার আলিঙ্গন-উদ্দীপ্ত
সার্থক সঙ্গতি-সম্পন্ন যে অন্বিত চলন,—
তাই-ই ঈশিত্বের অর্ঘ্য,
আর, পরমার্থ সেখানেই। ১৪৪।

শোন মেয়ে—!
তোমার সত্তার পক্ষে
বৈধী-ভাবে
নীতি-নিয়মনায়
কুল, শীল ও কৃতিদীপনায়
সৌষ্ঠবসঙ্গত যিনি—
এমনতর পুরুষ যখন তোমার সত্তার
ধৃতি হ'য়ে ওঠেন—
পরিণয়-নিবন্ধনায়—
তিনি তোমার স্বামী,
স্বামী মানে হ'চ্ছে
তোমার স্ব-এর অধিকারী,
অর্থাৎ, ধারণ-পালনী ভূমি,
এক-কথায়, তোমার সাত্ত্বিক অস্তিত্ব;

এই সুনিবদ্ধ সাত্ত্বিক
যোগ-বিধায়নাই হ'চ্ছে বিবাহ,
তিনি তোমার আপূরয়মাণ পূণ্য বেদী,
আর, তুমি তাঁ'র
সম্যক্‌রূপে,
সব দিক্-দিয়ে
বহন ও বাহন-প্রতীক,
পারস্পরিকভাবে উভয়তঃ
বৈশিষ্ট্যমাফিক অনুক্রমণায়
এই সম্যক্ সুযুক্ত
অনুনয়নী বন্ধনই হ'চ্ছে পরিণয়;
এই পূত সাত্বত সঙ্গতি হ'চ্ছে
জীবনের উৎসৃজনী অনুনয়ন,
যা'র ভিতর-দিয়ে
তোমার স্বামী-সঙ্গতির
সুকৃতি-অনুচলনে
সন্তান-সন্ততির আবির্ভাব হ'য়ে থাকে—
পুণ্য ও পূত উৎসেচনায়,
আর, এ সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য ও অটুট;
তাই, সতী যা'রা,
পূতধর্ম্মী স্ত্রী যা'রা,
তা'দের বিবাহে দ্বিত্ব নেই কখনও,
আর, যেখানে যে-সংস্রবে
কোনপ্রকারে এই দ্বিত্ব সংঘটিত হয়,—
স্বামিত্ব সেখানে বর্ত্তায় না,
বড় জোর, ভর্ত্তৃত্ব বর্ত্তাতে পারে,
আর, ভর্ত্তা স্বামী নয়কো,
সত্তার ভূমি নয়কো,
আবার, স্বামিত্ব বর্ত্তায় না ব'লে
সতীত্বও বর্ত্তায় না,
তুমি তা'র আশ্রিতা হ'তে পার—

কিন্তু সহধর্ম্মিণী হ'তে পার না,
একায়িত অস্তিত্বের অনুবন্ধনই
সেখানে ছিন্ন হ'য়ে যায়,
তখন আসে—
ব্যত্যয়ী ব্যতিক্রমের বিক্ষিপ্ত চলন;
তাই, এই অচ্ছেদ্য, একায়িত,
অনুচর্য্যী অনুযোজনা যেখানে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে চলেছে,
স্বামিত্ব ও বধূত্ব সেখানে
একায়িত অনুচলন নিয়ে
উচ্ছলায় উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে চলেছে,
সেখানে না আছে ব্যতিক্রম,
না আছে ব্যত্যয়,
না আছে ব্যভিচার;
আবার, কোন বিবাহ অসিদ্ধ হওয়ায়
যেখানে নারীর বিহিত বিবাহের
প্রয়োজন হ'য়ে থাকে,
সেখানে যদিও
বৈধী তাৎপর্য্যে
ঐ পুরুষে স্বামিত্ব বর্ত্তে—
তা'ও কিন্তু অপ্রশংসনীয়;
ভাব',
বুঝে নিয়ে দেখ—
এই পূত পুণ্য নিয়োজন
কতখানি তোমার
তোমার পরিবারের
দশের ও দেশের পক্ষে পুণ্যবর্ষী,
আর, এর অভাব
কতখানি নিষ্ঠুর শাতনের,
পাপের,
দানব-লোলুপ লালসাদৃষ্টির—

তা' ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ,
দেশ ও দশ সবার পক্ষে;
তুমি যেমনই হও,
স্বামীতে সর্ব্বতোভাবে সুযুক্ত হ'য়ে চল—
পুণ্য-পরিস্রবা হ'য়ে,
আর, সার্থক হ'য়ে ওঠ
তোমার কাছে তুমি,
পরিবারের কাছে তুমি,
দশের কাছে তুমি,
দেশের কাছে তুমি,
ইষ্টের কাছে তুমি;
তোমার এই বিদ্যমানতা
সার্থক হ'য়ে উঠুক ওখানে,
নয়তো,
শাতনের ভোগসম্ভার হ'য়ে চলতে হবে;
তা'ই কি শ্রেয়?
যেমন বোঝ, তেমনি কর। ১৪৫।

তোমার শ্রেয় যিনি,
তোমার কুলের এবং তোমার
বরেণ্য বন্দনীয় প্রেয় যিনি,
যিনি তোমার সত্তার সংস্থিতি,
এক-কথায়, তোমার স্বামী যিনি,
তাঁ'র প্রতি
তোমার অন্তর
যোগ-উচ্ছল সম্বেগ নিয়ে
অচ্যুত আনতি-নন্দনায়
অটল হ'য়ে উঠুক,
আর, ঐ আকর্ষণী যোগানতি
উৎসর্গ-রঞ্জনায়
তোমাকে যেন বিনায়িত ক'রে তোলে—

শ্রেয়-সংহতির পোষণ-দীপনী পূরণ-ব্যক্তিত্বে;
সক্রিয় অনুচর্য্যা-তপা
আরতি-স্পন্দিত
অনুগতি-দীপ্ত
স্বস্তি ও সোহাগ-নন্দনায়—
তোমার অন্তঃকরণের যা'-কিছু যেন
তাঁ'র আলিঙ্গন-অনুধ্যায়িতায়
গ্রহণ-উৎসব-মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে—
সঙ্কুচিতস্বার্থ-প্রত্যাশাবিহীন
শ্রেয়-জীবন-প্রত্যাশায়—
যা' নাকি তোমার প্রসাদ-বিভব;
এই আলিঙ্গন-গ্রহণের রসদীপ্ত বোধবীক্ষণা
ও তদনুগ সক্রিয় আত্মবিনায়ন-তৎপরতা
মহান ব্যক্তিত্বে
প্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলুক তোমাকে—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচরণে, ধর্ম্মে
ও তদনুগ কৃষ্টিতে,
সৌজন্যপূর্ণ আপ্যায়নায়;
বিহিত বিনায়িত হ'য়ে
বিস্তার লাভ ক'রে
স্নেহসিক্ত অনুকম্পায়
তোমার চারিত্রিক বিভায়
পরিস্ফুরিত হ'য়ে
পরিবেশকে
স্বস্তিতে অভিষিক্ত ক'রে তোল,
শ্রদ্ধানুবেদনী আনতি তা'দের
স্বতঃ-দীপনায়
তোমাতে অর্ঘ্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠুক;
তুমি তাঁ'র কাছে
সহজ হ'য়ে ওঠ,
আড়ষ্ট থেকো না,

তোমার আড়ষ্টভাব
তাঁকেও তোমাতে
আড়ষ্ট ক'রে তুলতে পারে,—
তোমার ক্ষুব্ধতাও তেমনি,
অন্তরের কিছুই যেন
আড়াল থাকে না তাঁ'র কাছে তোমার,
আর, তোমার প্রতিটি অভিব্যক্তিই
তাঁ'কে যেন তৃপ্ত ক'রে তোলে;
দোষদৃষ্টিকে বিদায় দাও—
বিশেষতঃ, ধারণাপ্রসূত যা'
তা'কে,
তাঁ'র অকিঞ্চিৎকর গুণকেও
উচ্ছল ক'রে ধ'রে
তাঁ'র দোষকে নিরসন ক'রে তোল—
বৈধী সৎ-বিনায়নায়;
তোমার যা'-কিছু সব দিয়ে
আপ্লুত উপভোগে
তিনি যেন নিজেকে প্রসাদমণ্ডিত ব'লে
উপভোগ করতে পারেন;
মনে রেখো—
তুমি তোমার স্বামীর গলগ্রহ নও,
তুমি তাঁ'র ধারয়িতা, পালয়িতা—
তাই, তাঁ'র অধীন,
তাই, তাঁ'র আধার;
হীনম্মন্য, দৈন্য-দীর্ণ, সঙ্কুচিত ক্ষুব্ধ প্রেরণায়
তাঁ'কে ধুক্ষিত ক'রে তুলো না,
তোমার প্রতিটি চাহনি,
প্রতিটি চুম্বন,
প্রতিটি আলিঙ্গন-দীপ্ত আদর,
অঙ্গের প্রতিটি ভঙ্গী,
নিভৃত বোধ-দীপ্ত অনুবেদনী অনুচর্য্যা

তাঁকে যেন প্রাণন-প্রদীপ্ত ক'রে তোলে;
তোমার অনন্য-আকূত অনুসেবনা যেন
উভয়কেই পরিতৃপ্ত ক'রে তোলে,
তোমার জীবনের প্রতিটি ব্যাপার,
বাক্, কর্ম্ম ও প্রবৃত্তির পূত-পরিচর্য্যা
স্বতঃ-সন্দীপনায়
উভয়েরই
প্রীণন-দ্যোতনী হ'য়ে ওঠে যেন,
বৈধী অনুশ্রয়ী পারস্পরিক চাহিদা
ও উৎকণ্ঠা-চঞ্চল আবেগ
জীবনীয় উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে যেন
উভয়েরই;

তোমার সুসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব
কেন্দ্র-বিনায়িত লাস্য-নন্দনায়
ঐ শ্রেয়-সার্থকতায়
সঙ্গতি-শালিন্যে অন্বিত হ'য়ে
পূত দ্যুতিতে প্রভা বিকিরণ ক'রে
সবাইকেই যেন উচ্ছল ক'রে তোলে,
—এই উচ্ছলতাই হ'চ্ছে রসদ্যুতি
যা' মানুষের জীবনকে
রসদীপ্ত ক'রে তোলে,—
পূত শ্রবণার শ্রেয়-বর্ষণে
যেমন ক'রে ধরণী অভিষিক্ত হ'য়ে থাকে;
মনে যেন থাকে—
তুমি নারী,
ঐ বরেণ্য শ্রেয়-পুরুষই তোমার স্বামী,
তোমরা দুইজনেই সংগ্রথিত এক সত্তা,
আর, তোমার চারিদিকে যা'-কিছু
সবই সন্ততি-প্লাবন;

তোমরা সাফল্যে
শুভ-স্বস্তিতে

সুদীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক,
তোমাদের সন্তান-সন্ততিও
তেমনি সাফল্যে
স্বস্তিমান্ হ'য়ে
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে উঠুক;
পুরুষ স্থাস্নু,
নারী চরিষ্ণু,
ঐ চরিষ্ণুর আবেগ-বিহ্বল
অনুচর্য্যী ফুল্ল নন্দনা
বৈশিষ্ট্যানুক্রমে
স্থায়ু-ভরণে
স্থয়ী-দ্যুতি-সঙ্গর্ভী হয় যেমনতর—
আগ্রহাকুল আবেগোচ্ছল অনুবেদনী
গ্রহণ-দীপনায়,
তৎ-সঞ্জাত সন্ততিতে
আয়ুভরণও উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে তেমনতর;
ঈশ্বর রস-স্বরূপ,
তিনি "রসো বৈ সঃ",
পরম স্থয়ী তিনি,
তিনিই অমৃত-স্বরূপ। ১৪৬।

জনয়িত্রি! ধাত্রি! নারি!
তুমিই কন্যা,
তুমি কোথাও বধূ,
তুমিই পরিমাপনী সত্তা—
মাতা তুমি,
দেশ ও দুনিয়ার ধরিত্রী,
জনন, জীবন ও বর্দ্ধনের অনুদীপ্তি তুমি;
শোন!
তুমি যে-কুলে জন্মেছ,
সেই কুলের শ্রদ্ধার্হ পোষণ-প্রবুদ্ধ—

এমনতর কুলের বরেণ্য সন্তান,
যা'র ব্যক্তিত্ব, চরিত্র,
বিদ্যা বা যোগ্যতায়
তোমার স্বভাব
সন্দীপ্ত ও শ্রদ্ধোৎসারিত হ'য়ে ওঠে,
আপোষণী তৎপরতায় উদগ্র হ'য়ে ওঠে—
তৃপ্তি-প্রদীপ্ত অনুধ্যায়ী অনুচর্য্যা নিয়ে—
ক্লেশসুখপ্রিয়তার গৌরব-মূর্চ্ছনায়,—
যথাসম্ভব এমনতর যেখানে পাও,
তোমার বর্ণ, বংশ
গৌরবান্বিত হ'য়ে ওঠে যেখানে,
তোমার পিতামাতা
সুনন্দিত হ'য়ে ওঠেন যাঁকে পেয়ে,—
এমনতর কাউকে
তোমার বর মনোনীত ক'রো—
সাধ্য ও সঙ্গতির সম্ভাব্যতা-অনুসারে,—
যাঁকে তুমি তোমার জীবনে
উদ্ভাসিত শ্রেয়-অনুধ্যায়ী আবেগ-আলিঙ্গনে
আঁকড়ে ধরতে পার;
যখনই এমনতর বরেণ্য যিনি,
তোমার বর যিনি,
বৈধী-নিয়মনের ভিতর-দিয়ে
তাঁ'র সঙ্গে
তোমার বিবাহ নিষ্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
লাজ-আনত সুষ্ঠু স্বতঃ-অনুজ্ঞা-অনুদীপনায়
তাকাও তাঁ'র দিকে,
ভাব'—
তিনিই তোমার জীবন-সর্ব্বস্ব,
তিনিই
তোমার জীবনের মোহন-দীপনা,
অন্তর-উৎসারিত আবেগের

সুকেন্দ্রিক আলম্বন তিনিই,
তিনিই তোমার সত্তাপ্রতীক,
তিনিই তোমার স্বামী,
অর্থাৎ, তোমার অস্তিত্ব,
স্মিতপ্রাঞ্জল বদনে
ললিতলাস্য রঞ্জনায়
লাজদীপ্ত বদন নিয়ে
আবার দেখ তাঁ'কে,
এই-ই বাস্তব শুভ-দৃষ্টি,
আর, শুভ-সৃষ্টিরও সুরু ওখান থেকেই;
আর, একাগ্র-ধায়িত সম্বেগ নিয়ে
তখন থেকেই তদনুগ আত্মনিয়ন্ত্রণে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাক—
এমনতরভাবে—
যেন তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ
অনুচর্য্যী বিভব বহন ক'রে
ঐ তোমার স্বামীকে
উচ্ছল প্রেরণা দিয়ে
উদ্ভাসিত প্রীতি-উজ্জ্বল ক'রে তোলে—
ইষ্টীতপা প্রব্রজ্যার
সক্রিয় আত্মবিনায়নী তৎপরতায়,
দক্ষ ধী-কুশল সম্বেগে;
তুমিও ঐ ইষ্টানুগ যোগদীপনা নিয়ে
দক্ষকুশল ধী-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
ঐ তাঁ'কেই কেন্দ্র ক'রে
তাঁ'র যা'-যা' কিছু
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন
বিহিত সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে
সুসঙ্গত অন্বয়ী তৎপরতা নিয়ে
সংহতির অন্তর-মন্ত্রে
যেখানে যা' যেমনতর করা উচিত

সপরিবেশ তাঁ'র পোষণ-প্রবর্দ্ধনায় তা' করতে
একটুও সঙ্কুচিত হ'য়ো না;
এমনি ক'রেই তুমি
সংসারে সম্রাজ্ঞী হ'য়ে ওঠ—
ধারণ, পালন ও বহনের
সুসঙ্গত বিনায়নার ভিতর-দিয়ে,
মানুষের অস্তিবৃদ্ধির
এমনতর পোষণ-অনুচর্য্যায়
আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ওঠ,
আর, এমনি ক'রেই নেত্রী হ'য়ে ওঠ,
বিহিত অনুকম্পী অনুবেদনায়
যা'কে যেমনতর প্রয়োজন
তেমনি ক'রেই তা'কে ধ'রো,
পালন ক'রো,
বহন ক'রো—
অসৎ-নিরোধী তৎপরতা নিয়ে;
সংসারে লক্ষ্মী হ'য়ে ওঠ,—
সন্ধিৎসাপূর্ণ দর্শন,
সুসঙ্গত আলোচন,
বিহিত বোধায়নী অঙ্কন, জ্ঞান ও চিহ্নীকরণ,
ইত্যাদির
অনুশীলনী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতা ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
এই যোগ্যতা মানুষের অন্তরে
বোধিবিনায়নায়
সার্থক-অন্বয়ী সঙ্গতিশীল যতই হ'য়ে ওঠে,—
লক্ষ্মীর ব্যক্ত মূর্ত্তিও
সে তেমনি হ'য়ে ওঠে;
মনে রেখো—
তোমার বিনায়িত অন্তরের রূপই
চরিত্রে প্রকটিত হ'য়ে

তোমার ব্যক্তিত্বকে
যেমনতর অনুরঞ্জিত ক'রে তুলবে,—
তোমার রূপলাবণ্যও
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে তেমনি;
আরো মনে রেখো—
তুমি তোমার স্বামীর অংশ,
অংশীদার নও—
তা'র সত্তার সাত্ত্বিক সংহতি,
তিনিই তোমার স্বার্থ,
তাঁ'র ব্যক্তিত্বের লাবণ্য-প্রতীক তুমি,
তাঁ'র তপস্যার উত্তরসাধিকা তুমি;
তাই, উভয়ে উভয়ের অনুপোষণী হ'য়ে
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ
তর্পণ-তপা জীবন নিয়ে
বর্দ্ধনার দিকে এগিয়ে যেতে থাক,
আর, এমনি ক'রেই
সুবিন্যাসিত চরিত্র ও জীবনের ভিতর
অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
সুজাতকের আবির্ভাব হো'ক,
আয়ু, মেধা, বল, বীর্য্য, পরাক্রম
ও সুসঙ্গত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হ'য়ে
তোমার সন্তান-সন্ততি
সুকেন্দ্রিক সুনিষ্ঠ তৎপরতায়
ইষ্টীতপা জীবনে যোগ্য হ'য়ে
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে চলুক;
সন্তান-সন্ততি মনে করুক—
তা'রা তা'দের অমনতর মা পেয়ে
অমনতর বাপ পেয়ে
ধন্য হয়েছে,
কৃতার্থ হয়েছে,
তোমাদের এমনতর যোগ-জৃম্ভী, বিনায়িত,

দক্ষকুশল চরিত্রই
তা'দের শিক্ষা ও সম্বর্দ্ধনার
যাগভূমি হ'য়ে উঠুক,
শিক্ষা, দীক্ষা, জীবন তা'দের
সৎ-সন্দীপনার ক্রীড়াক্ষেত্র হ'য়ে উঠুক,
ঈশ্বর-অনুবেদনার
জাগ্রত জীবন-বীজ নিয়ে
বালসূর্য্যের মত উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠুক তা'রা;
আয়ু নিয়ে, সাফল্য নিয়ে,
সুখ-সন্দীপনায় সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে,
কৃতি-সিংহাসনে
তাঁ'র আরতি-লাস্যে
নাচনবর্ত্তনায় বিবর্ত্তিত হ'য়ে
অনন্তের পথে
বাস্তব বিকাশে
বিকশিত হ'য়ে উঠুক তা'রা,
আমার বাক্
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে
তোমাদিগকে অমৃত-মণ্ডিত ক'রে তুলুক;
ঈশ্বর সর্ব্বেশ্বর,
তিনিই সুকেন্দ্রিক রাগ-দীপনা,
তিনিই বাক্,
তিনিই কর্ম্মানুপ্রেরণা,
তিনিই মন্ত্র—
জপ-প্রতিভা,
তিনিই সিদ্ধি,
ঈশ্বর সিদ্ধেশ্বর। ১৪৭।

স্ত্রীশিক্ষা—
কত সুন্দর,
কত হিতপ্রভ—

তা'র সাত্বত ধৃতি কিন্তু
গার্হস্থ্য-বিধায়নায়
মর্ম্মে-মর্ম্মে লেখা আছে;
স্ত্রী—
মানুষের পরম ধাত্রী,
শিক্ষা যদি তা'দের
বাগ্‌বিলাসশীলা ক'রে না তোলে,—
শিক্ষা যদি
উর্জ্জনাশীল তৎপরতায়
তা'দের উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে,—
শিক্ষা যদি তা'দের
চারিত্রিক সম্পদ্‌কে
সুদৃঢ় ক'রে
ন্যায়বতী সুনিষ্ঠ ক'রে তোলে—
পরিচর্য্যী পরিমার্জ্জনার ভিতর-দিয়ে—
গৃহস্থের যা'-কিছু সম্বল
প্রতিপ্রত্যেকটিকে নিয়ে—
তবে তো তা' সার্থক!
শিক্ষা যদি
গৃহস্থালীকে কেন্দ্র ক'রে
তা'র সদ্-বিনায়নে সংহত ক'রে
তা'কে সুদৃঢ় সত্তায়
সম্বর্দ্ধিত না ক'রে তোলে—
সে শিক্ষা কিন্তু শিক্ষাই নয়কো;
শিক্ষা—
স্ত্রীবৈশিষ্ট্যকে
নিষ্ঠাসম্বুদ্ধ ক'রে
স্বীয় তাৎপর্য্যে সুসংহত ক'রে
ধৃতিবিনায়নী যদি না হ'য়ে ওঠে—
সে-শিক্ষা কি শুভের আগমনী?
তাই বলি—
স্ত্রীশিক্ষা অতি সুন্দর!—

কিন্তু সে-শিক্ষা যদি
গৃহস্থালীকে কেন্দ্র ক'রে
পরিস্ফুট হ'য়ে না ওঠে—
তা' সংহতির সর্ব্বনাশ করেই,—
তা' শরীরে, মনে, ধৃতি-ঊর্জ্জনায়,
সমস্ত দেশের
আনাচে-কানাচে
প্রতিটি কোষকে বিষাক্ত ক'রে
ঐ সর্ব্বনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়;
স্ত্রী কিন্তু ধাত্রী,
যিনি ধাত্রী—
তাঁকে যদি শিক্ষাদীক্ষায়
ধৃতিশীল ক'রে না তোল—
ধৃতির্বিদ্যায়
সংহত ক'রে না তোল—
স্বাস্থ্যে-সম্পদে,
আলাপে-পরিচর্য্যায়—
সব দিক্-দিয়ে—
সে-শিক্ষার সার্থকতা—
কতখানি! কেমন!
বাস্তব ঊর্জ্জনী তৎপরতায়
তা'কে যদি বিনায়িত ক'রে
সুব্যবস্থ ক'রে না তোল—
তা' কি সার্থক হ'য়ে উঠবে?
আমি বলি—
প্রত্যেকটি স্ত্রীকে
খুঁটিয়ে
গৃহস্থালীতে
তা'দের ধাত্রী ক'রে তোল,—
ধৃতির অভয়দীপালী ক'রে
প্রতিটি গৃহে-গৃহে

তা'দের সংস্থাপিত ক'রে তোল;
ইষ্টনিষ্ঠ নিবিষ্টতার অনুগতি নিয়ে—
স্বামিকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যের শুভ-নন্দনায়—
পরিচর্য্যা পরিবেষণে
প্রতিপ্রত্যেকে যদি সুসম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে—
সব দিক্-দিয়ে
চরিত্রে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে,
এমন কি, অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়—
তবে তো মেয়েরা
জগদ্ধাত্রী হ'য়ে উঠবে!
আপদের
পরম দুর্গ হ'য়ে উঠবে!
ভয়ে
বরাভয়দায়িনী হ'য়ে উঠবে!
দশপ্রহরণধারিণী হ'য়ে
সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করবে তবে তো!
স্ত্রীশিক্ষা অতি শুভ,
স্ত্রীশিক্ষায় যদি তোমার আগ্রহ থাকে—
তা'দিগের স্বভাব সুন্দর ক'রে
ভরসায় সন্দীপ্ত ক'রে
বিজ্ঞ-চক্ষুকে বিস্ফারিত ক'রে
আপদ্-উদ্ধারিণী ক'রে
আপদ্-মোচন-তৎপরতায়
তা'দিগকে সুদৃঢ় ক'রে তোল,
তা'রা সত্তার স্বস্তিবাদ গেয়ে উঠুক,
আর, তুমি তারস্বরে গেয়ে ওঠ—
ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে—
'ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি! সমস্তমেতৎ

ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি-হেতুঃ।।
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ।।"

মা!
তোমাকে এমনতর ক'রে
আবার কবে দেখব? ১৪৮।

তুমি নারী,
সর্ব্বান্তঃকরণে যদি শ্রেয়নিবদ্ধ হ'য়েই থাক,
সে-নিবন্ধ
যেন সমস্ত অন্তঃকরণ নিয়েই হ'য়ে থাকে—
সুকেন্দ্রিক ইষ্টানুগ অভিদীপনায়,
তুমি, তাঁ'তে আবেষ্টিত হ'য়ে থাক—
স্তুতি-দীপনী দ্যুতি-ছন্দে—
তাঁ'র যা'-কিছুর
বিহিত অনুবেদনী
দেবপ্রভ সুযুক্ত ব্যাখ্যা
ও বিহিত শুভ-বিনায়না নিয়ে;
তাঁ'র জীবন ও বর্দ্ধনাই যেন
তোমার পরম স্বার্থ হ'য়ে ওঠে;
তোমার প্রবৃত্তি-চাহিদার জন্য
তাঁ'র কাছে কিছু চেয়ো না—
তা' প্রত্যক্ষভাবেই হো'ক,
আর, পরোক্ষভাবেই হো'ক;
কিন্তু তাঁ'র স্নেহ-অবদান যদি কিছু পাও,
তা'তেই নন্দিত হ'য়ে উঠো—
একটা পরম তৃপ্তিতে;
আবার, তাঁ'কে যত পার—দিও,
শ্রদ্ধা বাড়ে দেওয়ায়, করায়, অনুচর্য্যায়,

আর, কাম-কামনা বাড়ে
পাওয়ায় বা নেওয়ায়,
সেবা-ও-ভরণ-প্রত্যাশায়,—
যা'র ব্যাহতি আনে অসন্তোষ, বিরাগ,
যা'র ফলে, স্বস্তি
মধুস্রবা হ'য়ে ওঠে না;
তাঁ'র অনুচর্য্যাই
যেন তোমার জীবনতপ হ'য়ে ওঠে,
তাঁ'র সাফল্য-তুষ্টিই
যেন তোমাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে;
তুমি তাঁ'র ভার নিও,
ভার হ'তে যেও না তাঁ'র—
ভৃত হবে স্বতঃই;
তাঁ'র স্বাস্থ্য, আত্মপ্রসাদ ও নন্দিত তৃপণাই
যেন পরম কাম্য হয় তোমার;
তোমার যা'-কিছু সবকে
সুব্যবস্থ বিন্যাসে
তাঁ'রই অনুসেবনে
এমনতর সজ্জায় সজ্জিত রেখো,
যেন তা' তাঁ'কে তো নন্দিত করেই—
আর, পরিবেশও তা' দেখে নন্দিত হয়;
আবার, সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়েই
সুসন্ধিৎসু হিতী অনুপ্রেরণাই
যেন সৎ-অর্জ্জনী হ'য়ে
তোমাতে বিভূতি-বিভান্বিতা হ'য়ে ওঠে;
নিথর থেকো না,
সুখ-অভিব্যক্তি-সম্পন্না হও,
তোমার বাক্য, ব্যবহার যেন
শুভ-সন্দীপনাময়ী হ'য়ে ওঠে—
তাঁ'র নিজের কাছে তো বটেই,
তাঁ'র পরিবেশের কাছেও;

কথা ব'লো—
বিনীত অনুকম্পী অনুপ্রেরণা নিয়ে
শ্রদ্ধা বা স্নেহলদীপ্ত
সোহাগ-ভঙ্গিমায়
যেখানে যেমন শোভনীয়;
আবার, বলতে গেলে
বা ব'লে করাতে গেলে
শুনতেও হবে,
করতেও হবে তেমনি ক'রে,
সব কথারই জবাব দিতে যেও না,
যেখানে জবাব দেওয়া শোভনীয় হয়
বা কা'রো দ্বারা জিজ্ঞাসিত হও—
সেখানেই ব'লো,
আর, ঐ বলাটাও যেন হৃদ্য হয়,
এ যেন স্মরণ থাকে;
তাঁর প্রতি তোমার
দোষদিদৃক্ষু উৎসুকী-ভাব
যতই অযৌক্তিক
অপদর্শী ধৃষ্টতার সহিত
অবাস্তব যুক্তি নিয়ে
তোমাতে বিন্যাস লাভ করবে,—
তুমি ত্রুটিদর্শিতা নিয়ে
ততই জাহান্নমের পথে এগিয়ে যাবে—
জেনে রেখো;
তোমার ইষ্ট, কৃষ্টি, ধর্ম্ম-পরায়ণতা
যেন বাক্য ও আচরণে
হৃদ্য ও মধুপ্রভ হ'য়ে ওঠে;
আর, তুমি সব ব্যাপারের ভিতরই
যথোপযুক্ত এমনতর দূরত্ব রেখে চলবে,
যা'তে পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেকেই

শ্রদ্ধোষিত অনুবেদনায়
আনত সম্ভ্রম-দৃষ্টিতে
তোমাকে ভক্তি-অবদানে ফুল্ল ক'রে
ভজন-নন্দিত ভাগ্যের উদ্গাতা হ'য়ে ওঠে—
শ্রেয়ানুগ অনুদীপনায়,
তোমারই প্রেষ্ঠে শ্রদ্ধানতি নিয়ে;
তোমার সৌজন্য ও আপ্যায়না
সপরিবেশ তাঁ'তে যেন
সম্বর্দ্ধনার হোম-অর্ঘ্য হ'য়ে ওঠে,
এমন-কি, শত্রুও যেন পরমমিত্র হ'য়ে উঠতে
উৎকণ্ঠ আগ্রহ নিয়ে চলে;
সঙ্গে-সঙ্গে
তোমার প্রস্তুতি, পরাক্রম
ও দৃঢ় বান্ধব-বেষ্টনী
যেন এমনতরই হয়,
যা'তে যে-কোন শত্রুতাই হো'ক না কেন
তা'কে স্বতঃ ও সাবলীলভাবে
ব্যাহত করা যায়,
সব অবস্থার ভিতর-দিয়ে
তোমার দক্ষকুশল বিনায়না
যেন এমনতরই হ'য়ে চলে;
তোমার হাসি-ঠাট্টা, আমোদ-প্রমোদ
যেন এমনতর হৃদ্য ভদ্রতামণ্ডিত হয়,—
এমনতর উচ্ছল শুভ-প্রণোদনাপূর্ণ হয়—
যা'র ফলে,
মানুষের কাম্য হ'য়ে ওঠে তা';
তোমার সাজসজ্জা, আহার-বিহার, চালচলন
যেন এমনই সাত্ত্বিক বিভা বিকিরণ ক'রে চলে—
সদাচার-মণ্ডিত হ'য়ে,
যা'তে, তা'র প্রভায়
মানুষের সত্তা নন্দিত হ'য়ে ওঠে;

তোমার স্নেহ-বিলোল প্রাণনদীপ্ত
চারিত্রিক অংশু-বিকিরণা
যেন গৃহপালিত পশুপাখী পর্য্যন্ত
উপভোগ করতে পারে
তা'দের অনুচর্য্যী সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে;
বেফাঁস বাক্য ব্যবহার ক'রো না,
যা' বলা শুভ, তা' ব'লো,
যা' বললে বিপাক সৃষ্টি হয়
তা' বলতে যেও না;
নিন্দাচর্চ্চার ভিতর যত না থাকা যায়—
ততই ভাল,
বরং পরস্পরের কাছে
পরস্পরের সুখ্যাতি ক'রে চ'লো;
অসৎ-নিরোধী পরাক্রম যেন প্রবল থাকে,
যা'কে নিরোধ করতে হবে—
তা'কে সমীচীন সাবধানতা নিয়ে
এমনতর উপযুক্তভাবে নিরোধ করবে,
যা'তে তা'র বিষাক্ত সংক্রমণ
কোথাও সংক্রামিত হ'য়ে
বিপদ্ সৃষ্টি না করে;
যেখানে যা' করবে—
আগপাছ বিবেচনা ক'রে
যা' শুভপ্রদ ব'লে মনে হয়
তা'ই ক'রো;
আবার বলি,
তোমার নিজস্ব সকল চাহিদাকে ত্যাগ ক'রে—
তোমার বাঞ্ছিত যিনি,
শ্রেয় যিনি তোমার,
তাঁ'র চাহিদাই যেন তোমার জীবনে
মুখ্য ও ফুটন্ত হ'য়ে চলে;
পারিবারিক শুভ প্রথা-পদ্ধতিকে

অবজ্ঞা ক'রো না,
সাংসারিক যা'-কিছু করণীয়—
তা' যত পার নিজ হাতেই নিষ্পন্ন ক'রো,
অন্যের প্রতীক্ষায় থেকো না,
যেখানে তোমার একক সামর্থ্যে না কুলায়—
শুধুমাত্র তেমন স্থলেই
অন্যের সাহায্য নিও,
এতে তোমার পটুতা বজায় থাকবে;
আয়, ব্যয়, দান ইত্যাদি
এমনতর সুব্যবস্থভাবে ক'রো
যা'তে ঐগুলি নিয়ন্ত্রিত থেকে
তোমার সচ্ছলতাকে
উচ্ছল ক'রে তোলে,
আবার, তোমার আয়ের কিছু অংশকে
মজুত রাখতে ভুলো না;
এমনি ক'রেই
সংসার-পরিচালনী সংরক্ষণী তহবিল
সৃষ্টি ক'রে চলতে থাক,
বিশেষ অকাট্য প্রয়োজন ছাড়া
ঐ তহবিল হ'তে কিছু নিতে যেও না,
যদি কখনও নিতান্ত প্রয়োজন হয়—
তখন ঐ তহবিল হ'তেই
কিছু অংশ কর্জ্জ নিও,
এবং অতি সত্বরই যদি পার
কিছু বেশী দিয়ে
ঐ তহবিল পূর্ণ ক'রো;
এমনি ক'রেই যদি চলতে পার,
তবে কিছুদিনের মধ্যেই
তোমাকে হয়তো আর বাহিরে
হাত বাড়াতে হবে না;
পরিবার-পরিপালনী আহার্য্য যা'-কিছু,

যথাসম্ভব যা' পার—
তোমার বাড়ীর সংলগ্ন
নিজের জমি যদি থাকে
তা' হ'তে উৎপাদন করাতে
ত্রুটি ক'রো না;
অন্যকে তোমার সাধ্যে যা' কুলায়
তা' দিও;
সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্য, শিক্ষা
ও চরিত্র-গঠনের প্রতি
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চ'লো—
তোমার দৈনন্দিন চলনাই যেন
তা'দের শ্রদ্ধা ও সদনুদীপনাকে
উদ্বুদ্ধ ক'রে
তা'দিগকে বিহিত অভ্যাস-ব্যবহারে
অভ্যস্ত ক'রে তোলে;
নজর রেখো—
যা'তে যথাসম্ভব কম চাইতে হয়,
আবার, কা'রো কাছে
কোন জিনিস যদি পাও—
নজর যেন থাকে—
যা' নিয়েছ
তা' হ'তে যথাসম্ভব বেশী
যদি কিছু দিতে পার
তাই-ই ভাল;
তোমার নেহাৎ গুরুজন ছাড়া
কা'রও কাছে কিছু নিতে যেও না,
বা তেমনতর অভিভাবকের সঙ্গে ছাড়া
বাইরে যথাসম্ভব মেলামেশা
বা চলাফেরা ক'রো না;
কা'রো কাছে কোন জিনিস নিয়ে
'অমুক তারিখে দেব' ব'লে

ওয়াদা করতে যেও না,
কিন্তু যথাসত্বর তা' ফিরিয়ে দিও;
কা'রও জন্য
কোন-কিছু করার দায়িত্ব নিয়ে
সে-দায়িত্ব অন্যের উপর
চাপিয়ে দিও না—
তা'কে জিজ্ঞাসা না ক'রে,
এইজাতীয় দ্বন্দ্বীবৃত্তি
উন্নতির পরম শত্রু—
মনে রেখো;
রন্ধন ও পরিবেষণ ইত্যাদি যা'-কিছু
সম্ভব হ'লে নিজেই ক'রো,
আর নইলে, তা' যেন
তোমার প্রত্যক্ষ তদারকেই হয়
এবং অযথা অপচয় না হয়
সেদিকেও বিশেষ নজর রেখো;
কেউ যদি তোমার কাছে খেতে চায়
এবং তা' যদি বৈধী হয়—
পারতপক্ষে তা'কে বিমুখ ক'রো না;
যা'রা তোমার কাছে সম্মাননীয়—
তা'দিগকে বিহিত মানমর্য্যাদা দিতে
কখনও ভুল যেন না হয়;
শ্রদ্ধাস্পদ যা'রা—
তা'দের উচ্চাসন দিয়ে
নীচ আসনে বসা
এবং হৃদ্য সম্ভ্রমাত্মক বাক্য, ব্যবহারে
তা'দিগকে আপ্যায়িত করা—
যেন তোমার স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে থাকে;
আবার, অন্যের সুখ্যাতি করার বেলায়
তোমার নিজের সন্তান-সন্ততি
বা যে-ই হো'ক না কেন,

তা'দের সুখ্যাতি করতে যেও না,
কারণ, তোমার নিজের মুখে
তা'দের সুখ্যাতির চাইতে
অন্যে যা'তে সুখ্যাতি করে
তাই-ই ভাল,
আর, এমনতর সুখ্যাতিকে
তুমি বিনীত সৌজন্যে
তা'দের আশীর্ব্বাদ ব'লেই গ্রহণ ক'রো;
কাউকে আঘাত দিয়ে বা খাটো ক'রে
কোন কথা ব'লো না—
সে কাউকে বড় করার অছিলায়ও নয়;
এই সবগুলির আচরণে
তুমি লক্ষ্মী মেয়ে হ'য়ে উঠবে,
প্রকৃতিই তোমাকে
পরিপূরিত ক'রে চলবে তখন। ১৪৯।

তুমি নারী!
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রিয়পরম ব'লে
যদি তোমার কেউ থাকেন,
তুমি যদি শ্রেয়-নিবদ্ধ হ'য়ে থাক—
বৈধী-বিনায়নায়,
বা কোন শ্রেয়ে নিবাহিত বা নিয়োজিত
হ'য়ে থাক,
তোমার প্রথম কর্ত্তব্যই হ'চ্ছে—
ঐ শ্রেয়ে সুকেন্দ্রিক অন্তরাসী হ'য়ে
নিজেকে সর্ব্বতোভাবে
শ্রেয়স্বার্থিনী ক'রে তোলা—
অচ্যুত আনতি-বিনোদনায়,
ঐ প্রিয়পরম-অনুগ অনুবর্ত্তনায়,
আর, নিজেকে
অনুরাগ-উদ্যমী আবেগ নিয়ে

শ্রেয়ার্থ-অনুচর্য্যায় নিরত ক'রে তোলা;
ঐ শ্রেয়কে
পরিপালন, পরিপোষণ, পরিপূরণ করাই
তোমার জীবন-ধর্ম্ম;
স্মরণ রেখো—
অশ্রেয়-অপকৃষ্ট-নিবন্ধন চিরদিনই পাপের,
তা' অসতেরই পূজা,
আর, অসৎ-পূজারিণী চিরদিনই অসতী—
পরিধ্বংস-প্রজনয়িত্রী;
শ্রেয় যাঁকে আশ্রয় ক'রে
তোমার সত্তা-ধৃতিকে বজায় রেখেছ
বা রেখে চলেছ,
তাঁকে সর্ব্বসঙ্গতিতে
অন্বিত তৎপরতায়
সব দিক্-দিয়ে বজায় যদি না রাখ—
তোমার ঐ জীবন-দাঁড়াই
ভঙ্গুর হ'য়ে উঠবে,
তুমি তদর্থে
আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না—
তোমার ব্যক্তিত্ব পরিশুদ্ধি লাভ করবে না—
তা' তুমি যত বড় বা ছোট
যেমনই হও না কেন;
অন্যের অপবাদ ও অপ্রতিষ্ঠায়
যদি তিনি সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়েন
তবে তোমার বাক্য ও ব্যবহারকে
এমনভাবে নিয়োজিত ক'রো
যা'তে তা'র নিরসন হয়;
তাঁ'র আপদে, বিপদে,
অপ্রতিষ্ঠায়, অপবাদে,
তোমার ঐ অচ্যুত আবেগদীপ্ত যোগদীপনা
তোমার সত্তাকে সন্দীপ্ত ক'রে—

তাঁ'র পক্ষে অসৎ যা'
তাঁ'কে ক্ষীয়মাণ ক'রে তোলে যা',
দারুণ দ্যুতি-দ্যোতনায় তা'কে যদি
নিরোধ করতে না পারে,
কিংবা কোন প্ররোচনায়
যদি তুমি বশীভূত হও,
বা অভিভূত হও,
এবং ঐ বশীভূতি বা অভিভূতি যদি
তোমার বোধিকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
প্রলুব্ধ ক'রে
তোমার ঐ উদ্যমী শ্রেয়ানুরাগকে
চ্যুতি-অবশ ক'রে তোলে,—
তুমি নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখ—
তুমি তো বিশ্বস্তিহীন বটেই,
তা' ছাড়া, তোমার অন্তর্নিহিত
যে যোগ-আলিঙ্গনে তাঁ'কে ধ'রেছিল
তা'ও কতখানি কপট ও ক্রূর,
তোমার জীবন-দাঁড়া
কতখানি অন্তসার-শূন্য;
তাই, সব সময় নজর রেখো—
কখনই চ্যুতি-বিহ্বল না হ'য়ে ওঠ তুমি;
যে যেমনই হো'ক
বা যেখানে যা'ই পাও না কেন—
কিছুতেই লুব্ধ হ'য়ে উঠো না,
যে-লোভানি ঐ শ্রেয়কে
আপূরিত না করে,
আপোষিত না করে,
আপরিপালিত না করে,
আবার, তোমার ঐ শ্রেয়ের পক্ষে
অসৎ যা',
বিপাক যা',

তুমি পরাক্রম-দীপ্ত বজ্রাবেগে
তা'কে নিরোধ করতে বদ্ধপরিকর থেকো—
সাহসদৃপ্ত হ'য়ে;
তোমার হৃদয় যেন
বিস্ফারিত বিনোদনায়
সোহাগ-আলিঙ্গনে
সব সময়
প্রবুদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত ও বিনোদিত
ক'রে তোলে তাঁকে,
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে তাঁকে—
ভরসার বাস্তব ভরণ-দীপনায়,
পূরণ-উৎসবে;
তোমার নারীত্ব ঐ দীপনায়
যতই দীপ্ত হ'য়ে উঠবে—
সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি ততই—
একটা হৃদ্য সন্দীপ্ত পরাক্রমায়
তাঁ'র ব্যক্তিত্বকে উল্লসিত রেখে,
তোমারই অন্তর
তোমার বিধানের প্রত্যেকটি অণুকে
'জয় জগদীশ্বর' ব'লে
পরিস্ফুরিত ক'রে তুলবে,
আত্মপ্রসাদ প্লাবন-অনুকম্পায়
তোমার আবেগময়ী সেবানুকম্পী
শ্রেয়ার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তাকে সার্থক ক'রে
বোধি-প্রাঞ্জলতায়
ফুল্ল ক'রে তুলবে তোমাকে;
আর, সঙ্গে-সঙ্গে তোমার বাক্য, ব্যবহার,
চালচলন, অনুকম্পী অনুচর্য্যা
যেন হৃদ্যতামণ্ডিত হ'য়ে ওঠে—
স্মিত-নন্দিত আপ্যায়নায়,
তোমার সান্নিধ্য সবাইকে যেন

ফুল্ল-স্ফীত ক'রে তোলে—
ইষ্ট, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে
ঐ শ্রেয়-আপূরণী অনুবেদনায়
আপূরণ-তৎপর ক'রে
সঙ্গতি-শালিন্যে,
সবাইকে যেন তা'
সদাচার-পরায়ণ ক'রে তোলে,
সন্দীপনাময়ী ক'রে তোলে;
তোমার প্রতি
বিরুদ্ধ কটাক্ষ, বাক্য ও ব্যবহার
তোমার অন্তরে
যে-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে—
তা'ও যেন হৃদ্য হ'য়ে ওঠে,
অন্যকেও যেন তা'
পরিতৃপ্ত ও পরিদৃপ্ত ক'রে তোলে;
ঐ শ্রেয়-পরিচর্য্যা গবেষণী সন্ধিৎসায়
সব সময় যেন
তোমার বোধিচক্ষুকে
চেতন বীক্ষণায় তৎপর ক'রে রাখে—
একটা বাস্তব বিনায়নী সঙ্গতি নিয়ে;
প্রণম্য গুরুজনদিগকে
নিত্য নিষ্ঠার সহিত প্রণাম ক'রো;
কথাবার্ত্তা
যেখানেই যেমন ক'রে বল না কেন,
তা' যেন সব কালে, সব সময়
শ্রেয়-প্রতিষ্ঠ, শ্রেয়-পোষণী
ও শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী হ'য়ে ওঠে,
ঘরের কথা বাইরে ব'লো না,
যা' বলবার নয়, তা' ব'লো না,
যা' বলা হিতকর উচিত—
সেখানে চুপ ক'রে থেকো না;

যেখানে অপরের মধ্যে
আলাপ-আলোচনা চলছে—
বা কেউ এককভাবে ব'সে চিন্তা করছে—
জিজ্ঞাসা না ক'রে
বা আদিষ্ট না হ'য়ে
সেখানে যেও না,
কিন্তু ঐ অবস্থায়
কেউ যদি বিপন্ন হয়—
তা'র উদ্ধারে
অনাহূতভাবেও এগিয়ে যেও;
যা' ছাড়াই শ্রেয়,
না ছাড়লে তোমার কেন্দ্রিকতা
বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠতে পারে—
তা' তখনই ছেড়ে দিও,
আর যা' ধরাই শ্রেয়,
যা' ধ'রে থাকলে
তোমার কেন্দ্রিকতা সুপুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
তা'কে ছেড়ো না কখনও,
আর, এ-সমস্ত সিদ্ধান্ত করতে
ঐ শ্রেয়ার্থকে বিবেচনা ক'রেই
যা' করবার তা' ক'রো;
দোষদৃষ্টিকে
বিশেষতঃ ধারণাপ্রসূত দোষদৃষ্টি যা'
তা'কে বিদায় দাও—
কুৎসিত-চরিত্র সন্তানের
অকিঞ্চিৎকর গুণকেও
বড় ক'রে ধ'রে
তা'র জননী যেমন
তা'র দোষকে এড়িয়ে থাকতে চায়—
নানারকম যুক্তির অবতারণা ক'রে,
—তেমনতর রকমে;

দূষ্য যদি কিছু থাকেও—
হৃদ্য নিভৃত নিয়ন্ত্রণে
তা'কে পরিশুদ্ধ ক'রে তুলো';
এমনতর বেফাঁস চলন কখনও যেন না হয়—
যা'তে তোমার শ্রেয়
অশ্রেয়-সংঘাতে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠেন;
মনে রেখো—
তিনি তোমার কেন্দ্র,
তিনি তোমার তপস্যা,
তিনি তোমার ধৰ্ম্ম,
তিনি তোমার কৰ্ম্মানুপ্রেরণা—
নিষ্পন্নতার নিষ্যন্দী অনুদীপনা;
অন্তরে গেঁথে নিও—
তিনি তোমার সত্তার ধৃতি,
তিনি তোমার সত্তা,
অর্থাৎ—স্বামী,
তাঁ'র যা'তে হিত হয়—
তা'ই তোমার সত্য,
তা'ই তোমার ধৰ্ম্ম,
তা'ই তোমার কৃষ্টি;
তাঁ'র পরিবার-পরিজন,
তাঁ'র পরিবেশ-পরিস্থিতি
তোমার নিজেরই,
আর, তোমার নিজের হ'লে,
তদর্থে—তদ্‌হিতে
যেখানে যা'র প্রতি যেমন করণীয়
তেমনি ক'রে চলতে
একটুও ত্রুটি ক'রো না—
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
নতুবা, ঐ সেবা তোমাকে
মলিন বা বিকৃতও ক'রে তুলতে পারে;

বিহিত অবস্থা ব্যতিরেকে
কাউকে কোনপ্রকার অনুচর্য্যা করতে গেলে,
তুমি তা' করবে কিনা
বিনয়-সৌজন্যে জিজ্ঞাসা ক'রো,
যদি তাঁ'র পছন্দ হয়—
তবে তা' ক'রো,
নচেৎ ক'রো না;
তাঁ'র পরিচর্য্যার যদি কেউ না থাকে—
তা' তোমারই করণীয়,
যদি বহু থাকে—
ব্যবস্থ-বিনায়নায়
পালন-পোষণী সুবিধায়
তা'দিগকে বিনায়িত ক'রে তুলো;
তোমার মতন যদি বহু থাকে তাঁ'র—
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যা নিয়ন্ত্রণে
সুব্যবস্থ ক'রে
যেখানে যেমন ক'রে যা' করতে হয়,
তা' করা তোমারই কর্ত্তব্য—
যদিও প্রত্যেকেরই তা'ই;
তোমার মতন প্রত্যেকেই যা'তে
ঐ সঞ্জীবনী ব্যবস্থবিন্যাসে
সঙ্গত সমবেত সদিচ্ছার সার্থকসঙ্গতি নিয়ে
ঐ এক শ্রেয়তে বিন্যস্ত হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরের সম্পদ্ হ'য়ে ওঠে—
দক্ষকুশল তৎপরতায়,
তাই-ই করণীয়;
এ না-করা মানেই
তোমার ঐ কেন্দ্র-পুরুষকে বা ঐ শ্রেয়কে
উৎপাত-ধুক্ষিত ক'রে রাখা,
যা'র ফলে, যে-উৎপাতে
তুমিও বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠতে পার,

ছিন্ন ও দীর্ণ হ'য়ে
অপঘাত-শায়ী জীবন-ধারণ ক'রে চলতে
বাধ্য হ'তে পার;
তোমার কাম,
তোমার ক্রোধ,
তোমার লোভ,
মদ, মোহ, মাৎসর্য্য সবই যেন
তাঁ'র পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে থাকে;
তাঁ'র প্রীতিই যেন
তোমাকে প্রীতিপ্রসন্ন ক'রে তোলে,
তাঁ'র সোহাগ
উদাত্ত নিবেদনায়
তোমাকে যেন সোহাগমণ্ডিত ক'রে তোলে;
তাঁ'র আদর তোমার ভিতরে
সুন্দর সংস্থিতি লাভ ক'রে
তোমার জীবনের প্রত্যেকটি ছন্দকে যেন
আদরমণ্ডিত ক'রে তোলে;
তাঁ'র ভর্ৎসনা, তাঁ'র আঘাত,
মান, অভিমান, ক্রোধ
তোমাকে যেন বিরক্ত বা আক্রুদ্ধ না করে,
ঐ প্রতিক্রিয়া যেন তোমাতে বিনায়িত হ'য়ে
তোমার ঐ শ্রেয়কেই
স্বস্তিনন্দিত ক'রে তোলে—
বিনীত প্রস্বস্তিতে;
তাঁ'র অনাদরেই হো'ক
শাসনেই হো'ক
অবাঞ্ছিত ব্যবহারেই হো'ক
বা তোমার প্রত্যাশাপীড়িত
হীনম্মন্যতার দরুনই হো'ক
বা যে-কোন কারণেই হো'ক,

তাঁ'র প্রতি এমনতর
বাক্য প্রয়োগ ক'রো না,
বা ব্যবহার ক'রো না,
বা এমনতরভাবে তাঁ'র
প্রীতি-প্রত্যাশাকে ব্যাহত ক'রে তুলো না—
যা'র ফলে
তিনি হৃদয়ে সঙ্কুচিত হ'য়ে
মরণ-অভিনিবেশী হ'য়ে ওঠেন,
তাঁ'র স্নায়ুতন্ত্রী, মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ড
দারুণ সংঘাতে
বিকৃত, বিপর্য্যস্ত ও বিকল হ'য়ে ওঠে;
তোমার সর্ব্বাঙ্গ যেন
তাঁ'র স্বস্তির উদ্গাতা হ'য়ে ওঠে—
ক্ষেম-ভিক্ষু সোহাগ-নন্দনায়,
আরতি-অনুচর্য্যায়;
যেখানে তুমি এগিয়ে গেলে
তাঁ'র হিত হয়,
তিনি নন্দিত হ'য়ে ওঠেন,
প্রসন্ন হন,—
সেখানে তুমিই এগিয়ে যেও,
কিন্তু যেখানে বুঝবে—
তোমার এগোনো
তাঁ'র স্বস্তি, সম্বর্দ্ধনা ও প্রতিষ্ঠার নয়কো,
সেখানে তোমার না-এগোনোই ভাল;
তাঁ'র স্বাস্থ্য, তাঁ'র খাদ্য,
তোমার নিরালা বীক্ষণায়
এমনতরভাবেই যেন পরিশুদ্ধ
ও সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে—
যা'তে তা'
তাঁ'র তুষ্টি, পুষ্টি ও প্রাণনদীপনাকে
পরিস্ফুরিত ক'রে

জীবন-সম্বেগী ক'রে তোলে,
আর, তা'ই যেন তোমার
ভক্ষ্য-প্রসাদ হয়;
তুমি তাঁ'র প্রতি
আড়ষ্ট বা ক্ষুব্ধ থেকো না,
তোমার ঐ আড়ষ্টভাব বা ক্ষুব্ধতা
তাঁ'কেও তোমার প্রতি
অমন ক'রে তুলতে পারে;
তোমার অভিসার, তোমার দৃষ্টি,
তোমার কথন-অনুচর্য্যা যেন
তাঁ'র দৃষ্টিকে,
তাঁ'র আলিঙ্গন-দীপনাকে
স্নেহল রাগ-প্রসন্ন ক'রে তোলে;
তোমার উপস্থিতি
তাঁ'কে যেন কোনক্রমে সঙ্কুচিত না করে
বরং সন্দীপ্তই ক'রে চলে;
যে যা'ই বলুক না কেন,
যা' তোমার জীবনকে ধুক্ষিত ক'রে তোলে—
অযাচিতভাবে তা'র উত্তর দিতে
সব সময় এগিয়ে যেও না,
যদি কেউ কৈফিয়ত চায়—
বোধিদৃষ্টিকে প্রখর রেখে
প্রসন্নতা-ব্যঞ্জক সদুত্তর দিও,
যে-উত্তর মিলনকেই আবাহন করে—
বিরোধকে নয়;
যদি কোথাও কোনখানে
রন্ধন-পরিবেষণাদির ভার পড়ে
বা বুঝে-সুঝে ভার নিতে হয়,
তা' যেন
নির্ম্মল, সাত্ত্বিক-স্বাদু, স্বাস্থ্যপ্রদ,
হজমী ও প্রত্যক্ষপুষ্টিকারক হয়,

ঐ রন্ধনক্রিয়ার ভিতর-দিয়েও যেন
তোমার স্নেহল শ্রদ্ধা সঞ্চালিত হয়;
গৃহসজ্জা, কাপড়-চোপড়,
বাসন-কোসন, গৃহস্থালীর আসবাবপত্র,
ব্যবহার্য্য যা'-কিছু
যেন এমনতর সুব্যবস্থ, সুবিন্যস্ত
ও সুদৃশ্য হয়
যা'তে কেউ তোমার গৃহে প্রবেশ ক'রে
একটা তৃপ্তির ছোঁয়া না-নিয়েই পারে না;
তোমার সহজ দেহ-সজ্জাকে এমনতর
পূতসত্ত্ব-সন্দীপী, বিমল
ও পবিত্র ক'রে তোল—
যা'তে তা দর্শনে, গন্ধে, শ্রী-শালিন্যে
সবারই অন্তর্নিহিত তর্পণাকে
তর্পিত ক'রে তোলে;
তোমার খেলাধূলা, হাস্য-কৌতুকও যেন
লোকপ্রীতিবুদ্ধ, সভ্য, ভব্য
ও সৌজন্যপূর্ণ হ'য়ে চলে,
স্বাভাবিক চলনা ও চরিত্রভঙ্গী
সম্ভ্রম-সন্দীপী, স্মিত-গম্ভীর, শ্রদ্ধাবিনীত
উদাত্ত-দ্যুতি-সম্পন্ন হয়,
যা'তে লোকে তোমাকে শ্রদ্ধা ক'রে
ধন্য হ'য়ে ওঠে—
একটা তৃপ্তি-লাস্য-অভিদীপনায়;
তুমি রমণীয় হও,
কমনীয় হও,
শ্রদ্ধ্য-স্নেহল হ'য়ে
ফুল্ল ও ফুটন্ত হ'য়ে থাক,
তোমার সত্তাই যেন তাঁ'কে
দ্যোতন-দীপ্ত ক'রে তোলে;
তুমি তাঁ'র কাছে প্রত্যাশা ক'রো—

তাঁ'র জীবন, তাঁ'র পুষ্টি,
আয়ু, শক্তি ও স্বস্তি-সন্দীপনা,
আর, তুমি এমনতর প্রবণতা নিয়ে
বসবাস ক'রো
যা'তে তাঁ'র প্রয়োজন যা-কিছু
চাইবার পূর্ব্বেই
সরবরাহ্ করতে পার,
তোমার উৎসারিত প্রীতি-অবদান
তাঁ'কে যেন আপ্লুত,
স্বর্গীয় জীবনদীপ্ত ক'রে তোলে;
আর, তোমার জীবনচলনা যেন তাঁ'কে
স্বতঃই উপচয়ী ক'রে তোলে—
তোমার বোধিবীক্ষণী ব্যবস্থ
কর্ম্মকুশল অর্জ্জনায়;
মনে রেখো—
তুমি তোমার স্বামীর
গলগ্রহ্ নও,
তুমি তাঁ'র ধারয়িতা, পালয়িতা,
তাই, তাঁ'র অধীন,
তাই, তাঁ'র আধার;
কাউকে কিছু দিয়ে বা ক'রে
তা'কে খোঁটা দিতে না হয়,
এমন চলনে চ'লো,
এমনতর অভিব্যক্তি দিতে যেও না—
যা'তে তোমার ঐ করার কথাটা
প্রচার হ'য়ে পড়ে—
যেখানে বলাটাই প্রয়োজন
তেমনতর জায়গায় ছাড়া,
তাও, যেখানে যেমন ক'রে বললে
তা' শুভ-প্রসূ হ'য়ে ওঠে,
তেমনি ক'রেই ব'লো;

কা'রও কোন দ্রব্য
তা'র অজ্ঞাতসারে নিও না,
আর, যদি চাও,
সে-চাহিদায় যদি সে সুখী না হয়
বা তৃপ্তি-সহকারে না দেয়,
তা'র জন্য পীড়াপীড়ি ক'রো না;
অজ্ঞাতসারে নেওয়া
বা কা'রও ইচ্ছার বিরুদ্ধে
তা'কে পীড়াপীড়ি করা
মানুষের হৃদয়ে তোমাকে
সঙ্কুচিত ক'রে তুলবে;
তাই, প্রসন্ন চিত্তের অবদান যা'
তাই-ই গ্রহণ ক'রো,
আবার পেয়ে
কৃতার্থ-নন্দনার অভিব্যক্তিতে
ধন্যবাদ-পূত ক'রে তা' প্রকাশ ক'রো,
এবং ঐ অবদানের কৃতজ্ঞতা
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
তা' জানাতে ক্রুটি ক'রো না;
মৈত্রী-কুশল হও—
বিরুদ্ধ পরস্পরের কাছে
পরস্পরের বিহিত সুখ্যাতির ভিতর-দিয়ে
পরস্পরের বৈরিতার অপনোদন ক'রে;
শ্রেয়-বিরোধী যে বা যা'
তা'কে সতর্ক সন্ধিৎসায়
নিরোধ ক'রে চল,
অপনোদন ক'রে চল,
এই নিরোধ ও অপনোদন
যতই হৃদ্য হয়, তাই-ই ভাল;
নিন্দা-চর্চার অনুচর্য্যায়
ভেদ সৃষ্টি করতে যেও না,

যতই এই নিন্দা-চর্চা-প্রবল হ'য়ে উঠবে—
ততই মানুষের অতৃপ্তিকর হ'য়ে উঠবে,
তোমাকে কেউ দেখতে পারবে না,
তাই, যত্ন-সহকারে
মৈত্রী-কৌশল-অভ্যস্ত হও;
তোমার অধিবিন্না যিনি বা যাঁ'রা
অর্থাৎ যাঁ'র বা যাঁ'দের আধিপত্যে তুমি এসেছ,
পরম প্রণয়ী অনুচর্য্যায়
ও সৌজন্যপূর্ণ বাক্য ও আচরণে
তাঁ'দের অন্তরে
যা'তে তুমি গৌরবময়ী হ'য়ে থাকতে পার—
সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো;
কা'রও দুঃখের কারণ হ'য়ো না,
দুঃখের কারণ থাকলেও
তা' অপনোদিত ক'রে
প্রীতি-প্রণোদনার পাত্রী হ'য়ে চ'লো;
এমনি ক'রেই সংসারে
আদর্শ-স্থানীয়া হ'য়ে ওঠ—
ধারণে, পালনে, পোষণে,
তোমার আধিপত্য স্বতঃ হ'য়ে উঠুক,
পরিবারে সম্রাজ্ঞী হ'য়ে ওঠ তুমি;
এই আত্মবিনায়নী সুশীল শালিন্য-সঙ্গতি
শুভ-জৈবী-সঙ্গতি-সম্পন্ন
এমনতর জাতকের সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করবে,
যা'র ফলে, উত্তরকালে
পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র
সৌভাগ্য-সন্দীপী দেদীপ্যমান
জীবন-কেন্দ্র হ'য়ে উঠবে;
আর, সব যা'-কিছু তোমার
ঐ প্রিয়পরমে অন্বিত হ'য়ে
উৎসর্গ-আনত অভিবাদনে

তৎ-চলন-প্রদীপনায়
তাঁ'রই অর্ঘ্য হ'য়ে ফুটে উঠুক;
এ-কথা শুধু নারীর বেলায়ই নয়,
পুরুষের বেলায়ও এটা খাটে,
তাই, এটা সবারই করণীয়;
তুমি নারী!
নেত্রী হ'য়ে ওঠ,
ধর্ম্মের প্রদীপ্ত প্রেরণা হ'য়ে ওঠ,
কৃষ্টির কর্ষণ-সম্বেগ হ'য়ে ওঠ,
আর, সব যা'-কিছু
সার্থক হ'য়ে উঠুক ঈশ্বরে;
ঈশ্বরই পরম সার্থকতা,
ঈশ্বরই সৃষ্টির দীপালী অনুবেদনা,
ঈশ্বরই বোধিচক্ষু, ঈশ্বরই বোধিসত্ত্ব—
শ্রদ্ধাপূত পুণ্যাহ। ১৫০।

মেয়েদের চলন যেমন,
তাঁদের সংস্পর্শে
পুরুষের বলন অর্থাৎ বৃদ্ধিও হ'য়ে থাকে
তেমনতর প্রায়শঃই,
আর, ঐ বলনই হ'চ্ছে
বর্দ্ধনার প্রেরণ-প্রতিভা।

সূচীপত্র

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

নারীর ঝোঁক শ্রেয়তেই, কদর্য্যে নয়।

৫৯। শ্বশুর-গৃহে পিতৃকুলগরিমা প্রতিষ্ঠার তুক।

৬০। দ্বিতীয় পুরুষে সহবাস নারীর পক্ষে মহাপাপ কেন?

৬১। ব্যভিচারিণী ও কামাভিভূতা নারীর লক্ষণ।

৬২। স্বামীর ক্ষোভ-কারণের সাথে যেন তোমার বান্ধবতা না থাকে।

৬৩। স্বামীর অনাচরণীয় কারও কাছে পানভোজনাদি অবিধেয়।

৬৪। নারীত্ব ফুটন্ত হয় না কতক্ষণ পর্য্যন্ত?

৬৫। বিকৃত-চরিত্রা স্ত্রীর প্রদত্ত অন্ন-পানীয় বা তা'র সঙ্গে যৌন-সংস্রব সত্তা-সম্বর্দ্ধনী নয়।

৬৬। স্বামীর জন্য ক্লেশসুখপ্রিয়তা না থাকলে সুখী হবে কি ক'রে?

৬৭। পরিবার-পরিজনের ভিতর-দিয়ে স্বামী-উপচয়ী হ'য়ে ওঠ, কৃতার্থ হবে।

৬৮। বর-বরণ ও তৎস্বার্থী চলন কেমন হবে।

৬৯। পতিব্রতা, সাধ্বী ও সতী নারী কা'রা?

৭০। ইষ্টপরিচর্য্যা, দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যে অধিকারিণী কা'রা?

৭১। পুরুষ-প্রকৃতি ও সতীর সংদীপনা।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৭২। কোন্ স্ত্রী স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনায় পরম আশ্রয়?

৭৩। ভরণ-পোষণে বাধ্য যেমন স্বামী, পূরণ ও পালনে বাধ্য তেমনি তুমি।

৭৪। অশ্রেয়কে পূজা করা ইতর ব্যক্তিত্বের লক্ষণ।

৭৫। নারীকে কেমন হ'তে হবে?

৭৬। কোন্ নারীর সঙ্গে কামক্রীড়া প্রশস্ত নয়?

৭৭। পতিকুল অপেক্ষা পিতৃকুলের প্রয়োজন যা'র কাছে বড়।

৭৮। যা'কে সর্ব্বতোভাবে বহন করতে পারবে না, তা'কে বরণ ক'রো না।

৭৯। স্বামীকুলের মর্য্যাদা-অবদলনী নারীর সংস্রব পরিত্যাজ্য কেন?

৮০। স্বামী তোমাতে প্রীতি-প্রাণ হ'য়ে উঠতে পারবেন না কখন?

৮১। বর-বরণে নারীর লক্ষণীয়।

৮২। বাস্তবে স্বামী-স্বার্থিনী নয় এমন নারীর প্রকৃতি।

৮৩। সতীত্বই মাতৃত্বের জননী।

৮৪। প্রাজ্ঞ-মাতা।

৮৫। সদ্বংশজা নারী শুভ-সন্ততির অধিকারিণী কখন?

৮৬। অভিশপ্ত মাতৃত্ব।

৮৭। নেশা, অখাদ্য-কুখাদ্য ও কুক্রিয়াসক্তি নারীর পক্ষে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থ-সূচী

শব্দ—বাণী-সংখ্যা—শব্দার্থ

অংশিনী—১৪০ = অংশগ্রহণকারিণী।

অধিবিন্না—১৫০ = অধি (পূর্ব্বে) বিন্না (= বিদ্ লাভে + ক্ত + আপ্),
প্রথম যাঁকে লাভ করা হয়েছে। বহুবিবাহের প্রথমা পত্নী।

অনন্য-আকূত—১৪৬ = একমনা আকূতি (আগ্রহ)-যুক্ত।

অনুক্রমণা—৯৮
অনুক্রমা—১২১ } = অনুসরণপূর্ব্বক চলন।

অনুচারণা—১৩২ = কারো ভাব অনুসরণপূর্ব্বক তদনুযায়ী আচরণ।

অনুচারী—১৪৩ = চলৎশীল।

অনুচালনী—৫১ = চালনাকারী।

অনুতপনা—১৪৩ = সম্যক তপস্যার মতো আবেগ নিয়ে চলা।

অনুদীপ্তি—১৪৭ = প্রকাশক, প্রবর্দ্ধক।

অনুদ্যোতনা—৯৬ = (কোন-কিছু অনুযায়ী) দীপ্ত বা প্রকাশিত ক'রে তোলা।

অনুধায়না—১০৬ = অনুধাবনপূর্ব্বক চলন।

অনুধায়ী—৯৮ = অবিরল অনুধাবন-যুক্ত।

অনুধ্যায়িতা—৬৭ = অনুচিন্তনযুক্ত চলন।

অনুধ্যায়িনী—৬৪ = চিন্তনযুক্ত।

অনুনয়ন—১১৮ = কোন কিছু অনুযায়ী নিয়ে চলে যা'।

অনুবন্ধ—১২৪ = সংযুক্তকরণী কেন্দ্র।

অনুবর্ত্তনা—১০৯ = অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন, আরম্ভ।

অনুবেদনা—১১৪ = বোধ, সচেতনতা।

অনুভাবিতা—৭২ = অপরের অনুভূতি-অনুযায়ী বোধপ্রবণতা।

অনুযোজনা—১৪৫ = মিলিতভাবে যুক্ত থাকার ক্রিয়া।

অনুশায়িতা—১১৩ = (তন্মুখী) ঝোঁক।

অনুশায়ী—১৩৮ = ঝোঁকসম্পন্ন।

অনুশ্রয়ী—১১৪ = আশ্রয়কারী।

শব্দ—বাণী-সংখ্যা—শব্দার্থ

অনুসজ্জনী—৪৭ = তদনুযায়ী সৃষ্টিকারী।

অনুসেবন—৫৯ } = আশ্রয় ও পালন করা।
অনুসেবনা—১৪৬

অন্তঃক্ষেপ—৯৯ = গুপ্ত ব্যতিক্রম, interpolation.

অন্তরাস—৮০ = আগ্রহ, interest.

অন্তরাসী—১৯ = Interested.

অপদর্শী—১৪৯ = অপকৃষ্টের দিকেই যার দৃষ্টি।

অপলাপ-সৃজী—৬৫ = ক্ষয় ও ক্ষতিকে সৃষ্টি করে যে বা যা'।

অবশায়িত—১৩৯ = (তদভিমুখী) ঝোঁকসম্পন্ন।

অবেদ্য—১২৮ = অবাঞ্ছনীয়।

অভিদীপনা—৭২ = কোন বিশেষ অভিমুখের (দিকের) দীপ্তি।

অভিধা—১১৫ = তৎপোষণী চলন।

অভিধ্যায়িতা—১৪৯ = স্মরণ-মননের তৎপরতা।

অভিধ্যায়িনী—১১৫ = তদভিমুখী নিরন্তর স্মরণ-মননশীল।

অভিনন্দনা—১১৪ = সর্ব্বতোমুখী বিস্তার।

অভীঃ-উচ্ছল—১২৫ = নির্ভীকতায় উচ্ছল।

অর্থনা—১০২ = চলনা।

অস্তিক ভিত্তি—১৩৯ = থাকার ভিত্তি।

আহুতি-অনুদীপনা—১৩৯ = আবাহন-তৎপরতা।

উচ্চল—২৬ = উন্নতি-অভিমুখে চলৎশীল।

উজ্জয়িনী—১২৫ = জয়শীল।

উৎসৃজনী—১৪৫ = বিবর্ত্তনের পথে উথলে তোলে যা'।

উৎসেচনা—১৪৫ = বৃদ্ধি, উপরের দিকে ওঠা।

উদয়নী—১১৪ = উদয়ের পথে নিয়ে যায় যা'।

উদ্বর্ত্তিত—১৩৮ = উন্নতির পথে চলৎশীল।

উদ্বাহ—১৪৩ = (উৎকৃষ্ট) বিবাহ।

উপানতি—১২১ = সমীপে আনত হওন।

ঊর্জ্জনা—১৪৮ = বল ও প্রাণনসম্বেগ।

ঊর্জ্জনাশীল তৎপরতা—১৪৮ = জীবনীশক্তিসমন্বিত তৎপরতা।

ঊর্জ্জিত—১২২ = জীবনীশক্তি ও পরাক্রম-যুক্ত।

একত্ব-অনুবেশী—৬৯ = একীভূত হ'য়ে প্রবিষ্ট।

একাগ্র-ধায়িত—১৪৭ = একেকে অগ্রে ধ'রে রেখেছে যা'।

শব্দ—বাণী-সংখ্যা—শব্দার্থ

ওজঃপ্রকৃতিসম্পন্ন—২৮ = অন্তর্নিহিত শক্তি-সম্পন্ন।

কূটদন্তী—১০৪ = কুটিলদন্ত-বিশিষ্ট।

কৃতিদীপনা—১৪৫ = সমুজ্জ্বল কর্ম্মসম্বেগ।

কৃতি-নিয়মনা—৭১ = কর্ম্মসম্বেগের নিয়ন্ত্রণ।

কেন্দ্রিকতা—১৫০ = (জীবন-) কেন্দ্রকে আশ্রয় ক'রে চলা।

ক্লেশসুখপ্রিয়তা—৬৯ = কষ্টটা যখন সুখের হয়, সেটাকে ভাল লাগা।

ক্ষেমভিক্ষু—১৫০ = মঙ্গলপ্রার্থী।

চরিষ্ণু—১৪৬ = চরমানতাই যার স্বভাব, 'নেগেটিভ্' (Negative)।

ছিন্না—৭ = বারাঙ্গনা, বেশ্যা।

জনি—৯৯ = জননের সূত্র, 'জীন' (gene)।

জনি-বিনায়ন—৯৮ = Right adjustment of genes.

জৈবী-সংস্থিতি—১১২ = জীবদেহের গঠন, biological make-up.

তর্পী—৭২ = তৃপ্তিকারী।

তৃপণা—১০৫ = তৃপ্ত করা।

দর্পী—৫৯ = দর্প (অহঙ্কার *)-সমন্বিত।

দানদীপ্তা—১০৫ = দান অর্থাৎ পরিচর্য্যা ও সেবার ভিতর দিয়ে যা' দীপ্ত হ'য়ে ওঠে।

দূষক—১৩১ = দুষ্ট করে যে।

দ্যোতন—১২৫ = দীপ্তিমান, উজ্জ্বল।

দ্বন্দ্বীবৃত্তি—১৪৯ = Go-between; দায়িত্ব নিয়ে বা কথা দিয়ে তা' যথাযথভাবে পালন না করা।

দ্বয়ী-স্পর্শ—৩১ = দুইজন পুরুষের বা দুইরকম ভাবের স্পর্শ [স্ত্রীলোক সম্পর্কে প্রযুক্ত]।

ধায়িত সম্বেগ—১৪৭ = যে-সম্বেগ ধাবিত হ'য়ে চলেছে।

ধুক্ষণ—১৪০
ধুক্ষা—৭৩ } = ক্লেশ, পীড়া, কষ্ট।

ধুক্ষিত—৪৮ = পীড়িত।

ধূমধ্বান্ত—৫১ = ধূম সমন্বিত গাঢ় অন্ধকার।

ধৃতি—৭৭ = ধারণপোষণের আকুতি।

নর্ত্তন-ছন্দ—১০৬ = ছন্দময় চলন।

নিধায়নী—৬৬ = নিঃশেষে ধারণপোষণ আছে যেখানে।

নিবন্ধনা—১৪৫ = নিবিড় বন্ধন।

নিবাহ—৭০ = নিকৃষ্ট বহন; 'নিকা'-অর্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ প্রয়োগ।

শব্দ—বাণী-সংখ্যা—শব্দার্থ

নিবাহিতা—৭৮ = যে বিবাহিতা নারী স্বামিচ্যুতা বা বিধবা হওয়ার পর পুনরায় অন্য পুরুষের সাথে পরিণীতা হয়।

নিবেশ-ঋদ্ধি—১৪০ = নিবিষ্ট চলন-জনিত (অন্তর-) ঐশ্বর্য্য।

নিরয়—১৩৫ = নরক।

নিষ্পন্ন-বীর্য্য—১১৩ = স্থির অথচ দৃঢ় পদবিক্ষেপে লক্ষ্য-অভিমুখে চলার গতি যার অধিগত।

নিষ্যন্দী—১৫০ = ক্ষরণশীল।

পরাবর্ত্তনী—৯৯ = ঠিক তেমনিভাবে থেকে চলা।

পরামর্ষণ—১৩৫ = অতিশয় ক্লেশ।

পরিদৃপ্ত—১২২ = বিশেষভাবে প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল।

পরিপ্রেক্ষা—৩৬ = বিচারমূলক চিন্তা ও দর্শন।

পরিবীক্ষণী—১২৬ = সম্পূর্ণ এবং সমীচীন দর্শন-সমন্বিত।

পরিবেদনা—১০১ = সর্ব্বতোভাবে জানা।

পরিষেবী—১১০ = সর্ব্বতোভাবে সেবাপরায়ণ।

পরিস্রবা—১৪৪ = পরিস্রুত বা ক্ষরিত হওয়ার উৎস।

পাবন-প্রদীপ্ত—৭৫ = পবিত্রতা-সাধনের ভিতর-দিয়ে দীপ্ত।

প্রব্রজ্যা—১৪৭ = প্রকৃষ্টরূপে সংস্কৃতির পথে চলা।

প্রাজ্ঞ-বিনায়নী—৭১ = প্রকৃষ্ট এবং সমীচীন বোধের সাথে বিনায়িত (নিয়ন্ত্রিত) ক'রে চলে যা'।

প্রীতি-পরিভৃত—৭২ = প্রীতি দ্বারা পরিপুষ্ট।

প্রীতি-প্রলোভন-প্রবোধী—৮০ = ভালবাসার লোভকে জাগিয়ে তোলে যা'।

বশী—৮১ = সব-কিছুর উপর যাঁর আধিপত্য আছে।

বারিত—১৬ = নিষিদ্ধ।

বিকারমৃষ্টতা—১২৫ = বিকৃতির স্পর্শ।

বিক্রমবীর্য্যী—২৮ = বিক্রমসমন্বিত বীর্য্য আছে যার।

বিক্ষোভ-জৃম্ভী—১৩৯ = বিক্ষোভকে জাগিয়ে তোলে যা'।

বিচারণা—৯৯ = বিচার-ক্রিয়া।

বিজৃম্ভণ—২৭ = বিকাশ।

বিধায়না—৯৯ = বিহিত ধারণপোষণের পথ।

বিধৃতি—৮১ = বিহিত ধারণপালন-সম্বেগ।

বিনায়না—১৪৭ = বিহিত পথে নিয়ে যাওয়া, নিয়ন্ত্রণ।

বীক্ষণা—১৫০ = দর্শন।

শব্দ—বাণী-সংখ্যা—শব্দার্থ

বৃত্তি-বিনায়িত—১৪০ = বৃত্তি দ্বারা চালিত, বৃত্তি-অধীন।
বেদরদী—৮৮ = দরদ বা অনুকম্পা-বিহীন।
বোধায়নী—১৪৭ = বোধের (জ্ঞানের) পথে নিয়ে চলে যা'।
ব্যতীপাত—২৮ = বিপর্য্যয়, উৎপাত।
ব্যাপৃতি—১১৫ = কাজকর্ম্মের ব্যাপার (বিষয়)।
ভাবঘন-পর্জ্জন্য-পরিস্রবা তপস্যা—১৩৮ = যে-তপস্যা ভাবকে কেন্দ্রীভূত ক'রে সত্তাকে অনুষিক্ত ক'রে তোলে—এমনতর অমৃতের ক্ষরণ ঘটায়।
ভৃতি—৫৯ = ভরণপোষণ।
ভৃতি-তৎপরতা—১৩৪ = ভরণপোষণের তৎপরতা।
মিতিচলন—৬৯ = পরিমাপিত (measured) চলন।
ম্রিয়ল—১১৪ = মরণভাবাপন্ন।
যাগপ্লুতা—১০৫ = নিত্য দান ও সেবা-কর্ম্মে চলৎশীলা।
যুত—১৪৪ = যুক্ত।
যোগজৃম্ভী—১৪৭ = যুক্ত হওয়ার আবেগকে বিকশিত ক'রে তোলে যা'।
যোগদীপনা—১৪৭ = যুক্ত হওয়ার আবেগদীপ্তি।
যোগনদীপ্ত—১১৪ = যুক্ত হওয়ার আকৃতিসম্পন্ন।
যোগ-বিধায়না—১৪৫ = যোগ অর্থাৎ মিলনকে যা' বিহিতভাবে ধারণ করে।
যোগাবেগ—৯৮ = যুক্ত হওয়ার আবেগ, tendency to unification.
রজস্-দীপনা—৯৮ = রঞ্জিত হওয়ার সম্বেগ।
লাস্য-নন্দনা—১৪৬ = বিদীপ্ত বর্দ্ধনমুখর চলন।
শাতন-তপা—১৩৫ = বিচ্ছেদ ও বিনাশের চলনে চলৎশীল।
শাতন-পরিচর্য্যা—১৩৫ = শয়তানের সেবা।
শাতন-সংঘাত—৫১ = শয়তানের আঘাত, satanic blow.
শালিন্য-সঙ্গতি—১৫০ = শিষ্টতা ও নীতিবোধের সঙ্গতি।
শীল-অনুচর্য্যা—৮১ = সৎ অভ্যাস ও আচরণ।
শ্রদ্ধ্য—১৫০ = শ্রদ্ধার যোগ্য, শ্রদ্ধেয়।
শ্রেয়-নিধায়নী—৬৬ = শ্রেয় প্রতিষ্ঠিত হয় যা'তে।
সংক্ষুধ—১১১ = আগ্রহ-আকুল।
সংহিতা—২৭ = সম্যকভাবে ধৃতা।
সঙ্গর্ভী-জাতক—১১৫ = গর্ভস্থিত জাতক।
সৎ-উৎসারণী—৯৩ = জীবনীয় রকমে বেড়ে চলছে যে।

শব্দ—বাণী-সংখ্যা—শব্দার্থ

সমাহ্বেতি—১৩৪ = সমীচীন আহ্বান ও আবাহন।
সম্বেদনা—৭৩ = সত্তাসম্বন্ধীয়, existential.
সানুকম্পিতা—১৪১—অপরের ভাবে অনুকম্পিত (vibrated) হওয়া।
সাম-নিয়ন্ত্রী—৫১ = সাম্যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন যিনি।
সামশৌর্য্য-পরিস্রবা—১৪২ = সাম্য (balanced state)-এর শৌর্য্য পরিক্ষরিত হয় যেখান থেকে।
সুতপা—৮৫ = সুচারু-তপস্যাপরায়ণ।
সুদর্শনী—১৩২ = শুভ দর্শন-যুক্ত।
সুবীক্ষণী—৮২ = সুষ্ঠু এবং সম্যক দর্শন-যুক্ত।
সৃজয়িত্রী—৯২ = স্রষ্টা (স্ত্রীলিঙ্গে)।
সৌকর্য্য-সন্দীপনা—৩৯ = সুন্দর কর্ম্মের প্রকাশ।
সৌষ্ঠব-আপ্যায়না—৭৯ = সুষ্ঠুভাবের বর্দ্ধনশীলতা।
স্থয়ী—৯৯ = Positive.
স্থয়ীদ্যুতি-সঙ্গর্ভী—১৪৬ = Positively charged.
স্থায়ু-ভরণ—১৪৬ = Positive charge.
স্থাস্নু—১৪৬ = স্থিতিশীলতাই যার স্বভাব, 'পজিটিভ্' (positive)।
স্রবণসম্বেগ—৭১ = গতিপ্রবাহের সম্বেগ।
স্রাবণ—১৪৪ = স্রবণ, ক্ষরণ।
স্বসাত্ত্বিক—২৮ = নিজ সত্তাবোধে।
হর্ষ-হিন্দোলী—৭২ = তৃপ্তিকর দোলা-যুক্ত।
হিতী—১৪৯ = হিত (মঙ্গল)-যুক্ত।
হ্লাদিনী—১৪০ = আনন্দদায়িনী।

নারী হইতে জন্মে
ও বৃদ্ধি পায়—
তাই, নারী
জননী;—
আর, এমনই করিয়া
সে
জাতিরও জননী,
তাহার শুদ্ধতার উপরই
জাতির শুদ্ধতা নির্ভর করিতেছে;—
স্খলিত নারী-চরিত্র হইতে
ব্যর্থ জাতিই
জন্মলাভ করিয়া থাকে—
বুঝিও—
নারীর শুদ্ধতার
প্রয়োজনীয়তা কী?